পরিভাষা প্রদীপঃ।

চরকসংহিতা-সুশ্রুতসংহিতা-ভাবপ্রকাশ-শার্ঙ্গধর-রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ-
সম্পাদকানুবাদকায়ুর্ব্বেদসংগ্রহ-পাচনসংগ্রহ-দ্রব্যগুণ-নাড়ী-
বিজ্ঞানায়ুর্ব্বেদ-প্রদীপপ্রভৃতিগ্রন্থকারেণ

কবিরাজ-শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তেন

তথা

কবিরাজ-শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তেন

অনূদিতঃ সংশোধিতঃ প্রকাশিতশ্চ।

দ্বিতীয়সংস্করণম্।

কলিকাতারাজধান্যাং

কলুটোলাষ্ট্রীট ৭০ সপ্ততিসংখ্যকভবনস্থ—ধন্বন্তরিষ্টিম্‌মেশিনযন্ত্রে

শ্রীদীননাথ দেবেন মুদ্রিতঃ।

ভূমিকা।

আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা-প্রদীপ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। সুচিকিৎসক বলিয়া যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান, ভূয়োদর্শন, রোগনির্ণয় ও যথাশাস্ত্র ব্যবস্থাবিধান যেরূপ প্রয়োজনীয়—যথাযথ নিখুঁতভাবে ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষাকরণও সেইরূপ বা ততোধিক প্রয়োজনীয়। পরিভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন না হইলে দ্রব্যসকলের পরিমাণাদি, ঔষধমোদকাদির প্রস্তুত বিধি, তৈলঘৃতগুড়াদির পাকপ্রণালী বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না। পরিভাষা ব্যতিরেকে যখন ঔষধাদির প্রস্তুত বিধি সহজে অবগত হইবার অন্য কোন উপায় নাই, তখন চিকিৎসক বলিয়া অভিহিত হইতে হইলে পরিভাষাগ্রন্থ পাঠ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা নিষ্প্রয়োজন।

যদিও প্রাচীনগ্রন্থসমূহে পরিভাষোক্ত বিষয়গুলি বিক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং বৃদ্ধবৈদ্যানুমোদিত কতিপয় পরিভাষাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল বিরোধযুক্ত বচনসমূহ দ্বারা পারিভাষিক ফলিতার্থ বোধ করা এক প্রকার অসাধ্য। সেই জন্য একখানি সুমীমাংসিত পরিভাষাগ্রন্থের অভাব অনুভব করিয়া আমরা মহামতি গোবিন্দ সেন কৃত পরিভাষা-প্রদীপ নামক সংগ্রহগ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম। এই পরিভাষা-প্রদীপ চারি খণ্ডে বিভক্ত ও অনতিবিস্তৃত গ্রন্থ; এই গ্রন্থোক্ত বিষয় সকলের শ্রেণীভাগ, ক্রমবিন্যাস ও বিরুদ্ধ বচন সকলের মীমাংসা অতি সুন্দর। কিন্তু গ্রন্থের যে কয়েক খানি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া মুদ্রাঙ্কণের আশা একপ্রকার বিলুপ্তই হইয়া ছিল। কারণ পাণ্ডুলিপি সকলের পাঠ অনেক স্থলে বিভিন্ন, মূল অবিশুদ্ধ, এবং টীকাও অপাঠ্য। স্থানে স্থানে মূল ও টীকার পাঠ এমন বিকৃত যে তাহা দেখিয়া অর্থপ্রতীতিই হয় না। উক্ত কারণেই এতাবৎকাল অনেক মহাত্মা এ বিষয়ে পূর্ব্বে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই এই পরিভাষা পুস্তক প্রকাশিত করিতে সফলকাম হয়েন নাই। এই সকল কারণে স্বল্পায়তন হইলেও পুস্তক খানিতে আমাদিগকে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা কৃতবিদ্যগণ অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এক্ষণে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পরিভাষাপ্রদীপ সাধারণের উপযোগী হইয়া এতদিনে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল টীকা ও তদনুগত সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। চিকিৎসক, শিক্ষার্থী ও আয়ুর্ব্বেদানুশীলনকারী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট এই গ্রন্থখানি যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের মান, অভাবে দ্রব্যগ্রহণ, আর্দ্র ও শুষ্কভেদে দ্রব্য গ্রহণ বিধি, কাথ ও স্নেহাদিসাধন বিধি, পক্ব স্নেহাদির স্থিতিকাল, বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম, ধূম, কবল, গণ্ডূষ, রক্তমোক্ষণ প্রভৃতি বিষয় ও পারিভাষিক শব্দ সকল সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। অস্মৎপ্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাও যে চিকিৎসক সমাজে সম্যক্ আদৃত হইবে এরূপ আশা এক্ষণে করা যাইতে পারে।

অতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে এস্থলে বক্তব্য—আমাদের এই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বন্ধুপ্রবর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কাব্যচুঞ্চু কাব্যতীর্থ কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয় এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ ধন্বন্তরি মহাশয় এই পুস্তকের সঙ্কলন সংস্করণ ও অনুবাদ বিষয়ে যে অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র কবিভূষণ, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্র শ্রীমান্ শ্যামনীরদ সেন গুপ্ত বৈদ্যরত্ন ও শ্রীমান্ যতীন্দ্রভূষণ গুপ্ত চৌধুরী বৈদ্যরত্ন এবিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
ও
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

সূচীপত্র।

চতু[illegible]থ [illegible]

পরিভাষা প্রদীপঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

নমোঽস্তু নীরদস্বচ্ছ-বপুষে পীতবাসসে।
যস্যাস্যেন্দুসুধাং বংশী পপৌ শব্দস্বরূপিণী ॥
কৃষ্ণবল্লভসেনস্য তনুজেন বিতন্যতে।
শ্রীমদ্গোবিন্দসেনেন পরিভাষাপ্রদীপকঃ ॥
পূর্ব্বৈর্মুনিভিরাদিষ্টা স্বে স্বে তন্ত্রে ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
পরিভাষা ময়া সা সা সমাহৃত্য বিলিখ্যতে ॥
ধ্বান্তে পথি চরিষ্ণূণাং যথা দীপঃ প্রদর্শকঃ।
নানাশাস্ত্রজ্ঞভিষজাং সংগ্রহোঽয়ং তথা ভবেৎ ॥

প্রথম খণ্ড।

শব্দস্বরূপিণী বাগ্‌দেবী বংশীচ্ছলে যাঁহার মুখেন্দুসুধা পান করিয়াছিলেন—সেই নীরদনির্ম্মলবপুঃ পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। কৃষ্ণবল্লভসেনের তনয় শ্রীমান্ গোবিন্দ সেন কর্ত্তৃক এই পরিভাষা-প্রদীপ নামক গ্রন্থ সংগৃহীত হইতেছে। প্রাচীন মুনিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে যে সকল পরিভাষা বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি। অন্ধকারে গমনশীল পথিকের প্রদীপ যেমন পথপ্রদর্শক, নানাশাস্ত্রবিৎ চিকিৎসকগণের এই

খণ্ডৈশ্চতুর্ভিরাদিষ্টঃ সংগ্রহো নাতিবিস্তরঃ।
বৈদ্যাঃ কুর্ব্বন্তুত্র যত্নং ব্যবহারার্থমুদ্যতাঃ॥
অব্যক্তানুক্তলেশোক্ত-সন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রকথ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ॥ ১॥

অথ প্রথমতো মানসূত্রং লিখ্যতে।

পরিমাণং বিনা ক্বাপি নাগদাজ্জায়তে ফলম্।
তস্মাৎ সর্ব্বে যতন্তেঽত্র পরিমাণবিধৌ সদা॥ ২॥

শার্ঙ্গধরস্ত্বাহ

ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ।
অতঃ প্রয়োগকার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া॥ ৩॥

অন্যচ্চ

মানাপেক্ষিতমাচার্য্যা ভেষজানাং প্রকল্পনম্।
মেনিরে যৎ ততো মানমুচ্যতে পারিভাষিকম্॥ ৪॥

তত্তু (মানং) মতভেদান্নানাবিধং ভবতি॥ ৪॥

সংগ্রহও সেইরূপ প্রকাশক হইবে। ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত ও অনতিবিস্তৃত; অতএব প্রয়োগেচ্ছু চিকিৎসকগণের ইহা আদরণীয় হইবে: অন্ধকার স্থানে দীপ যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক হয়, তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সকল বিধি অব্যক্ত অনুক্ত বা ঈষদুক্ত অথবা সন্দেহযুক্ত, পরিভাষা তাহাদের প্রকাশক হইয়া থাকে॥ ১॥

অনন্তর প্রথমে মানসূত্র লিখিত হইতেছে—

পরিমাণ ব্যতিরেকে ঔষধে কুত্রাপি ফল হয় না; তজ্জন্য চিকিৎসকগণ পরিমাণনিয়মে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। শার্ঙ্গধরও বলেন—মানপরিজ্ঞান ভিন্ন কখনই ভেষজদ্রব্যের যোগক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না; অতএব প্রয়োগকার্য্যার্থ পারিভাষিক পরিমাণ লিখিত হইতেছে। আর আচার্য্যগণ ঔষধের কল্পনাকে মানাপেক্ষিণী বলিয়া মনে করেন, সেই হেতুও পারিভাষিক মান কথিত হইতেছে॥ ২—৪॥

অথ কালিঙ্গপরিভাষা।

জালান্তরগতৈঃ সূর্য্যকরৈর্বংশী*বিলোক্যতে।
ষড়্‌বংশীভির্মরীচিঃ স্যাৎ তাভিঃ ষড়্‌ভিশ্চ রাজিকা ॥
তিসৃভী রাজিকাভিশ্চ সর্ষপঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
যবোঽষ্টসর্ষপৈঃ প্রোক্তো গুঞ্জা স্যাৎ তচ্চতুষ্টয়ম্ ॥
ষড়্‌ভিশ্চ রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধামকৌ ॥
মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণং তন্নিগদ্যতে ॥
টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্বয়ং কোল উচ্যতে।
ক্ষুদ্রো মোরটকশ্চাপি দ্রংক্ষণঃ স নিগদ্যতে ॥
কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পাণিমানিকঃ।
অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎ পাণিশ্চ তিন্দুকম্ ॥
বিড়ালপদকঞ্চৈব তথা ষোড়শিকা মতা।
করমধ্যো হংসপদং সুবর্ণং কবড়গ্রহঃ ॥

এতদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তন্মধ্যে প্রথমে কালিঙ্গমান কথিত হইতেছে।

গবাক্ষাদিগত সূর্য্যকিরণের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থবিশেষ দেখা যায়, তাহাকে বংশী বা ধ্বংসী কহে। এইরূপ ৬ বংশীতে এক মরীচি, ৬ মরীচিতে ১ রাজিকা, ৩ রাজিকাতে ১ সর্ষপ, ৮ সর্ষপে ১ যব, ৪ যবে ১ গুঞ্জা এবং ৬ গুঞ্জাতে ১ মাষা হইয়া থাকে; মাষার অপর নাম হেম ও ধামক। ৪ মাষায় এক শাণ; শাণকে ধরণ ও টঙ্ক কহে। ২ শাণে ১ কোল (তোলা); কোলের অপর নাম ক্ষুদ্র, মোরটক ও দ্রংক্ষণ। ২ কোলে ১ কর্ষ; কর্ষের নামান্তর—পাণিমাণিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ

* [illegible]

উড়ুম্বরঞ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগদ্যতে।
স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা ॥
শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিমাম্রঞ্চতুর্থিকাঃ।
প্রকুঞ্চঃ ষোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে ॥
পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে।
প্রসৃতিভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎ কুড়বোঽর্দ্ধশরাবকঃ ॥
অষ্টমানঞ্চ স জ্ঞেয়ঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ মাণিকা।
শরাবোঽষ্টপলং তদ্বজ্‌জ্ঞেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ ॥
শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢ়কম
ভাজনং কংসপাত্রেচ চতুঃষষ্টিপলঞ্চ তৎ ॥
চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কলসো নল্বণোঽর্ম্মণঃ।
উন্মানঞ্চ ঘটো রাশির্দ্রোণপর্য্যায়সংজ্ঞিতঃ ॥
দ্রোণাভ্যাং সূর্পকুম্ভে চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ।
সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বৃহদ্দ্রোণী চ সা স্মৃতা * ॥

ও উড়ুম্বর। ২ কর্ষে অর্দ্ধপল ; অর্দ্ধপলকে শুক্তি ও অষ্টমিকা কহে। ২ শুক্তিতে ১ পল ; পলের পর্য্যায়—মুষ্টি, আম্র, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব। ২ পলে ১ প্রসৃতি বা প্রসৃত। ২ প্রসৃতিতে ১ অঞ্জলি, অঞ্জলির পর্য্যায়—কুড়ব, অর্দ্ধশরাব ও অষ্টমান। ২ কুড়বে ১ মাণিকা, অর্থাৎ ১ শরাব বা অষ্টপল। ২ শরাবে ১ প্রস্থ, ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক ; ইহার অন্য নাম—ভাজন, কংস ও পাত্র অর্থাৎ ৬৪ পল। ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ ; দ্রোণের পর্য্যায় যথা—কলস, নল্বণ, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি। ২ দ্রোণে ১ সূর্প বা কুম্ভ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি শরাব। ২ সূর্পে ১ দ্রোণী বা (বাহ)

* সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণীবাহো গোণী চ সা স্মৃতেতি ভাবপ্রকাশে পাঠঃ।

দ্রোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা॥
পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তুলা পলশতং জ্ঞেয়া সর্ব্বত্রৈব বিনিশ্চয়ঃ॥ ৫॥
মাষটঙ্কাক্ষবিল্বানি কুড়বঃ প্রস্থ আঢ়কঃ।
রাশির্দ্রোণী খারী চেতি যথোত্তরচতুর্গুণাঃ॥ ৬॥
গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্যাৎ কুড়বস্থিতিঃ।
দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যাণাং তাবম্মানং সমং মতম্॥
প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুণঞ্চ দ্রবার্দ্রয়োঃ।
মানং তথা তুলায়াশ্চ দ্বিগুণং ন ক্বচিৎ স্মৃতম্॥ ৭॥
মৃদ্বৃক্ষবেণুলৌহাদের্ভাণ্ডং যচ্চতুরঙ্গুলম্।
বিস্তীর্ণঞ্চ তথোর্দ্ধঞ্চ তন্মানং কুড়বং বদেৎ॥ ৮॥

বৃহদ্দ্রোণী। ৪ দ্রোণীতে ১ খারী অর্থাৎ ৪০৯৬ পল। ২০০০ পলে ১ ভার। ১০০ পলে ১ তুলা। মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, দ্রোণী ও খারী, ইহারা যথাক্রমে চারি চারি গুণ অধিক অর্থাৎ ৪ মাষায় ১ টঙ্ক, ৪ টঙ্কে ১ অক্ষ ইত্যাদি॥ ৫।৬॥

গুঞ্জা হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত দ্রব কি আর্দ্র (কাঁচা) কি শুষ্ক সকল দ্রব্যেরই পরিমাণ সমান সমান। কিন্তু প্রস্থ পরিমাণ হইতে দ্রব ও আর্দ্রবস্তু দ্বিগুণ পরিমাণে গৃহীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন দ্রব বা কাঁচা বস্তু ১ প্রস্থ লইতে বলিলে ১ প্রস্থ (/২ সের) না লইয়া ২ প্রস্থ (/৪ সের) লইতে হইবে; কিন্তু তুলামানের দ্বিগুণ কখন গৃহীত হয় না॥ ৭॥

মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বংশ ও লৌহাদি নির্ম্মিত চতুরঙ্গুল বিস্তীর্ণ ও চতুরঙ্গুল গভীর পাত্রের যে পরিমাণ অর্থাৎ তাহাতে যে পরিমিত পদার্থ অবস্থিতি করিতে পারে, সেই পরিমাণ এক কুড়ব॥ ৮॥

যদৌষধস্তু প্রথমং যস্য যোগস্য কথ্যতে।
তন্নাম্নৈব স যোগো হি কথ্যতে তত্র নিশ্চয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইতি কালিঙ্গপরিভাষা।

অথ মাগধমানম্।

ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয়ঃ ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।
ত্রসরেণোস্তু পর্য্যায় নাম্না বংশী নিগদ্যতে ॥
ষড়্বংশীভির্মরীচিঃ স্যাৎ ষণ্মরীচ্যস্তু সর্ষপঃ।
ষট্‌সর্ষপৈর্যবস্ত্বেকো গুঞ্জৈকা চ যবৈস্ত্রিভিঃ ॥
গুঞ্জাভির্দশভিঃ প্রোক্তো মাষকো ব্রহ্মণা পুরা।
হেমশ্চ ধামকশ্চৈব পর্য্যায়স্তস্য কীর্ত্তিতঃ ॥
চতুর্ভির্মাষকৈঃ শাণঃ স নিষ্কষ্টঙ্ক এব চ। *
শাণৌ দ্বৌ দ্রংক্ষণং বিদ্যাৎ কোলং বটকমেব চ

যে যোগে যে ঔষধ প্রথমে উক্ত হয়, সেই যোগ সেই ঔষধের নামে কথিত হইয়া থাকে। যেমন লবঙ্গাদি বটীতে "লবঙ্গশুণ্ঠীমরিচানি" ইত্যাদি, প্রথমে লবঙ্গ উক্ত হইয়াছে। ৯।

। কালিঙ্গপরিভাষা সমাপ্তা।।

অতঃপর মাগধমান কথিত হইতেছে—

ত্রিশ পরমাণুতে ১ ত্রসরেণু, ত্রসরেণুর অপর নাম বংশী। ৬ বংশীতে ১ মরীচি ৬ মরীচিতে ১ সর্ষপ। ৬ সর্ষপে ১ যব। ৩ যবে ১ গুঞ্জা। ১০ গুঞ্জায় ১ মাষা মাষার পর্য্যায়—হেম ও ধামক। ৪ মাষায় ১ শাণ; শাণের অন্য নাম নিষ্ক ও টঙ্ক কেহ কেহ ধরণ শব্দও শাণের নামান্তর বলেন। ২ শাণে ১ দ্রংক্ষণ; দ্রংক্ষণে

---

* ধরণশব্দোহত্র বোধ্যঃ অন্যত্র শাণপর্য্যায়ে লিখিতত্বাৎ।

কর্ষার্দ্ধং দ্বিগুণং কর্ষং সুবর্ণঞ্চাক্ষমেব চ।
কিঞ্চিদ্বিড়ালপদকং পিচুঃ পাণিতলং তথা॥
উড়ুম্বরং তিন্দুকঞ্চ কবড়গ্রহমেব চ।
দ্বে সুবর্ণে পলার্দ্ধং স্যাৎ শুক্তিরষ্টমিকা তথা॥
দ্বে পলার্দ্ধে পলং মুষ্টিঃ প্রকুঞ্চশ্চ চতুর্থিকা।
বিল্বং ষোড়শিকাম্রঞ্চ দ্বে পলে প্রসৃতং বিদুঃ॥
কুড়বঃ প্রসৃতাভ্যাং স্যাদঞ্জলিঃ স নিগদ্যতে।
অষ্টমানং শরাবার্দ্ধং তস্য পর্য্যায়মেব চ॥
কুড়বাভ্যাং মাণিকা স্যাৎ শরাবোঽষ্টপলং তথা।
মাণিকাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থো জ্ঞেয়ঃ ষোড়শভিঃ পলৈঃ॥
চতুঃপ্রস্থৈরাঢ়কঃ স্যাৎ পাত্রং কংসশ্চ ভাজনম্।
অয়ং ভিষগ্ভিরাখ্যাতশ্চতুঃষষ্টিপলৈরিহ॥
চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কথিতঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
ঘটঃ কলস উন্মানো লম্বণোঽর্ম্মণ এবচ॥
দ্রোণপর্য্যায়নামানি কীর্ত্তিতানি ভিষগ্বরৈঃ।
অয়ঞ্চ পলসংখ্যাতঃ ষট্পঞ্চাশচ্ছতদ্বয়ম্॥

পর্য্যায়—কোল, বটক ও কর্ষার্দ্ধ। ২ দ্রংক্ষণে ১ কর্ষ; কর্ষের অপর নাম—সুবর্ণ, অক্ষ, কিঞ্চিৎ, বিড়ালপদক, পিচু, পাণিতল, উড়ুম্বর তিন্দুক ও কবড়গ্রহ। ২ কর্ষে পলার্দ্ধ; পলার্দ্ধকে শুক্তি ও অষ্টমিকা কহে। ২ পলার্দ্ধে ১ পল; পলের পর্য্যায়—মুষ্টি, প্রকুঞ্চ, চতুর্থিকা, বিল্ব, ষোড়শিকা ও আম্র। ২ পলে ১ প্রসৃত; ২ প্রসৃতে ১ কুড়ব; কুড়বের নামান্তর—অঞ্জলি, অষ্টমান ও শরাবার্দ্ধ। ২ কুড়বে ১ মাণিকা; অর্থাৎ শরাব বা অষ্টপল। ২ মাণিকায় ১ প্রস্থ বা ১৬ পল। ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক; আঢ়কের পর্য্যায়—পাত্র, কংস ও ভাজন অর্থাৎ ৬৪ পল ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ; দ্রোণের অন্য নাম—ঘট, কলস, উন্মান, লম্বণ ... অ-

দ্রোণাভ্যাং সূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ।
সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্‌দ্রোণী বৃহৎদ্রোণী চ সা স্মৃতা *।
দ্রোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা ॥
তুলা পলশতং প্রোক্তং ভারঃ স্যাদ্বিংশতিস্তুলাঃ।
পলানাং দ্বিসহস্রাণি ভারঃ পরিমিতো বুধৈঃ ॥ ১০ ॥
মাষকঃ শাণতিন্দুকে পলং কুড়বপ্রস্থকৌ।
রাশির্দ্রোণী খারী চেতি যথোত্তরচতুর্গুণাঃ ॥ ১১ ॥
শুষ্কদ্রব্যেষ্বিদং মানং দ্বিগুণঞ্চ দ্রবার্দ্রয়োঃ।
জ্ঞাতব্যং কুড়বাদূর্দ্ধং প্রস্থাদিশ্রুতিমানতঃ ॥ ১২ ॥

অত্র কুড়বাদূর্দ্ধমিত্যুক্তৌ শরাবস্য দ্বৈগুণ্যং স্যাদিত্যত আহ প্রস্থাদিশ্রুতিমানত ইতি প্রস্থাদিমানমারভ্য ইত্যর্থঃ। কুড়বে কিং দ্বৈগুণ্যং নেত্যাহ কুড়বাদূর্দ্ধমিতি। অয়মভিসন্ধিঃ কুড়বাল্‌ল্যবলোপে পঞ্চমী কুড়বং প্রাপ্যেত্যর্থ কেচিদত্র ব্যাচক্ষতে, তন্মতে কুড়বস্যাপি দ্বৈগুণ্যং। কুড়বাদিতি দিগযোগ-লক্ষণাং পঞ্চমীং যে বদন্তি, তন্মতে কুড়বে দ্বৈগুণ্যং নাস্তীতি যথা,—গুঞ্জাদি মানমারভ্য যাবৎ স্যাৎ কুড়বস্থিতিঃ। দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যেষু তুল্যং মানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ইতি বচনাৎ; অস্যার্থঃ, রক্তিকাদিমারভ্য কুড়বাদর্ব্বাক্ তুল্যং মানম। কুড়ব-

১ দ্রোণে ২৫৬ পল। ২ দ্রোণে ১ স্থর্প কুম্ভ বা চতুঃষষ্টি শরাব। ২ স্থর্পে ১ দ্রোণী, বা বৃহদ্‌দ্রোণী; ৪ দ্রোণীতে ১ খারী, অর্থাৎ ৪০৯৬ পল। ১০০ পলে ১ তুলা। ২০ তুলায় বা ২০০০ পলে ১ ভার ॥ ১০ ॥

মাষক, শাণ, তিন্দুক, পল, কুড়ব, প্রস্থ, রাশি, দ্রোণী, খারী ও ইহারা যথাক্রমে চারি চারিগুণ অধিক ॥ ১১ ॥

উপরি কথিত মান শুষ্ক দ্রব্যের বিষয়ে জানিবে। কুড়বের পর হইতে শরাবাদি মানোক্ত দ্রব ও আর্দ্র বস্তু দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণীয়। অর্থাৎ গুঞ্জা হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত দ্রব, আর্দ্র, শুষ্ক সকলেরই পরিমাণ সমান সমান, শরাব হইতে দ্রব ও আর্দ্রদ্রব্যের

*** বাহো দ্রোণী চ সা স্মৃতা। দ্রোণীচতুষ্টয়ং খারীতি পাঠান্তরম্।

শুষ্কদ্রব্যে তু যা মাত্রা চার্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা।

শুষ্কস্য গুরুতীক্ষ্ণত্বাৎ তস্মাদৰ্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৩॥

মারভ্য দ্বৈগুণ্যমেতেন কুড়বস্যাপি দ্বৈগুণ্যং নিশ্চলকরেণৈব ব্যাখ্যাতম্। অত-এবোক্তং-সর্পিঃখণ্ডজলক্ষৌদ্র-তৈলক্ষীরাসবাদিষু। অষ্টৌ পলানি কুড়বো নারিকেলে চ শস্যতে। অনিত্যা পরিভাষেয়ং যথাদর্শনমুচ্যতে। দন্তীঘৃতে কুঙ্কুমাদ্যে তৈলেঽসাবুপ-যুজ্যতে। ন নারিকেলে খণ্ডে চ ন তৈলে পলমিষ্যতে॥ তথাচ কুড়বেঽপি ক্বচিৎ দ্বিত্বং যথা দন্তীঘৃতে স্মৃতমিতি। অনেনাপি নিঃসন্দেহো ন প্রতিপাদ্যত ইতি, যতো দন্তীঘৃতমাত্রে দ্বৈগুণ্যমস্তি, ন সর্ব্বত্র কণ্ঠোক্ত্যা ক্বচিদিতি পাঠাৎ। অত্রোচ্যতে কুড়বে মাণিকায়াং তুলায়াং পলমানে চ দ্বৈগুণ্যং নাস্তীতি। যথা কুড়বে মাণিকায়াঞ্চ তুলামানে তথৈব চ। পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যত ইতি। অতএব কুড়বস্য ন দ্বৈগুণ্যং, কিন্তু নিশ্চলকরব্যাখ্যা দন্তীঘৃত এব, নান্যত্রেতি সংক্ষেপঃ॥ ১২॥

পরিমাণ দ্বিগুণ, কেহ কেহ মূলোক্ত "কুড়বাৎ" পদের পঞ্চমী ষবর্থে স্বীকার করিয়া কুড়বেরও দ্বৈগুণ্য আছে, এই অর্থ করেন। যাঁহারা দিগ যোগে পঞ্চমী কহেন, তাঁহাদের মতে দ্বৈগুণ্য নাই।

রক্তিকা হইতে প্রসৃত পর্য্যন্ত সমান পরিমাণ এবং কুড়ব হইতে দ্বৈগুণ্য, ইহা নিশ্চল করের মত,—ঘৃত, খণ্ড, জল, মধু, তৈল, দুগ্ধ, আসবাদি ও নারিকেল গ্রহণে কুড়বস্থলে আট পল লইতে হইবে। সুতরাং পরিভাষা অনিত্য, শাস্ত্রদর্শনানু-সারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। দন্তীঘৃতে এবং কুঙ্কুমাদ্য তৈলে এই পরিভাষা ব্যবহার্য্য। নারিকেল, খণ্ড এবং তৈলে পল ব্যবহার্য্য নহে। শাস্ত্রান্তরোক্তি যথা কুড়ব পরিমাণেরও কখনও দ্বিগুণ গ্রহণ করা যায়, যেমন দন্তীঘৃতে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাও কুড়বের দ্বৈগুণ্য নিশ্চয় স্থির হয় না। যেহেতু দন্তীঘৃতেই দ্বৈগুণ্য গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে কিন্তু "ক্বচিৎ" এই পদ দ্বারা অন্যত্র বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। শাস্ত্রান্তরোক্তি যথা—কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পলের উল্লেখ থাকিলে দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে না। নিশ্চলকর যে কুড়বে দ্বৈগুণ্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন, তাহা দন্তীঘৃত বিষয়েই জানিবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত যে, কুড়বের সাধারণতঃ দ্বৈগুণ্য নাই॥ ১২॥

আর্দ্রদ্রব্য, শুষ্কদ্রব্যের দ্বিগুণ লইতে হয়। শুষ্ক দ্রব্য গুরু ও তীক্ষ্ণ বলিয়া দ্রব্যের অর্দ্ধেক লওয়া কর্ত্তব্য॥ ১৩॥

অস্যাপবাদমাহ—

বাসানিম্বপটোলকেতকিবলাকুষ্মাণ্ডকেন্দীবরী-
বর্ষাভূকুটজাশ্বগন্ধসহিতাস্তাঃ পূতিগন্ধামৃতাঃ।
মাংসং নাগবলা সহাচরপুরৌ হিঙ্গ্বার্দ্রকে নিত্যশঃ
গ্রাহ্যাস্তৎক্ষণমেব ন দ্বিগুণিতা যে চেক্ষুজাতা গণাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্যচ্চ। গুড়ূচী কুটজো বাসা কুষ্মাণ্ডশ্চ শতাবরী ॥
অশ্বগন্ধাসহচরৌ শতপুষ্পা প্রসারণী।
প্রয়োক্তব্যাঃ সদৈবার্দ্রা দ্বিগুণং নচ কারয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ঘনা ইতি বা পাঠঃ। অত্র ইন্দীবরী শতাবরী, পূতিগন্ধা প্রসারণী, সহাচরঃ ঝিণ্টী, ইক্ষুজাতা গুড়াদয়ঃ। গণাঃ ভদ্রদার্ব্বাদিসালসারাদিদশমূলীপ্রভৃতয়ঃ। ঘনা ইতি পাঠে ঘনাঃ কঠিনাঃ ॥ ১৪ ॥

শার্ঙ্গধরমতমেতৎ ॥ ১৫ ॥

ইহার অপবাদ—বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুলঞ্চ, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, ঝাঁটি, গুগ্‌গুলু, হিঙ্গু, আদা, ইক্ষুজাত গুড়াদি এবং ভদ্রদার্ব্বাদি সালসারাদি প্রভৃতি গণোক্ত (অন্যান্য গ্রন্থকার মূলে "যে চেক্ষুজাতা ঘনাঃ" এই পাঠ কল্পনা করিয়া ইক্ষুজাত গুড়াদি কঠিন বস্তু অর্থ করেন, কেহ কেহ ইক্ষুজাত দ্রব্য ও মৃতা অর্থ করেন) দ্রব্য সকল আর্দ্রাবস্থাতেই গ্রহণ করিতে হয়, অথচ ইহাদের দ্বৈগুণ্য লইতে হয় না। ১৪ ॥

শার্ঙ্গধরের মত—গুলঞ্চ, কুড়চি, বাসক, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, গুলফা, গন্ধভাদুলে, এই সকল দ্রব্য আর্দ্রাবস্থায় গ্রহণ করিবে, দ্বিগুণ ॥ ১৫ ॥

অন্যচ্চ। বাসাকুটজকুষ্মাণ্ড-শতপুষ্পাসহামৃতাঃ।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ নাগাখ্যাতিবলাবলাঃ।
নিত্যমার্দ্রা প্রয়োক্তব্যা ন তাসাং দ্বিগুণো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

অথ দ্রব্যাণামুপযুক্তানুপযুক্তত্বমাহ—

শুষ্কং নবীনং দ্রব্যঞ্চ যোজ্যং সকলকর্ম্মসু।
আর্দ্রঞ্চ দ্বিগুণং বিদ্যাদেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ ॥ ১৭ ॥
অন্যচ্চ। দ্রব্যাণ্যভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।
ঋতে ঘৃতগুড়ক্ষৌদ্র-ধান্যকৃষ্ণাবিড়ঙ্গতঃ ॥ ১৮ ॥

প্রসঙ্গাৎ স্নেহাদের্গুণাগুণমাহ—

স্নেহঃ সিদ্ধো গুড়াদিশ্চ গুণহীনোঽব্দতো ভবেৎ।
স্নেহাদ্যাঃ পূর্ণবীর্য্যাঃ স্যুর্না চতুর্ম্মাসতঃ পরম্ ॥

হস্তিকর্ণপলাশনাট্যালকগোনক্ষতণ্ডুলাশ্চৈতৎ ॥ ১৬ ॥

অনুমত। বাসক, কুড়চি, কুষ্মাণ্ড, শলফা, ঝিণ্টী, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, হস্তিকর্ণপলাশ, গোনক্ষচাকুলে, বেড়েলা, এই সকল আর্দ্রাবস্থাতে সমানভাগে (দ্বিগুণ নহে) গ্রহণ করিবে ॥ ১৬।

দ্রব্যের উপযুক্তানুপযুক্তত্ব বলা যাইতেছে,—

ঔষধার্থ নূতন দ্রব্য শুষ্ক করিয়া গ্রহণ করিবে, আর্দ্র হইলে দ্বিগুণ লইতে হইবে। গুড, ঘৃত, মধু, ধান্য, পিপুল ও বিডঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই, সকল কার্য্যে নূতনই প্রশস্ত ॥ ১৭। ১৮ ॥

পক্কস্নেহাদির গুণস্থিতিকাল—পক্ক স্নেহ পদার্থ ও পক্ক গুড়াদি বৎসরের পর গুণহীন হয়। স্নেহাদি পদার্থ (ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা), চারি

অব্দাদূর্দ্ধং ঘৃতং পক্বং হীনবীর্য্যন্তু তদ্ভবেৎ।
তৈলে বিপর্য্যয়ং বিদ্যাৎ পক্বেঽপক্বে বিশেষতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্যচ্চ। গুণহীনং ভবেদ্বর্ষাদূর্দ্ধং তদ্রূপমৌষধম্।
মাসদ্বয়াৎ তথা চূর্ণং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ ॥
হীনত্বং গুড়িকালেহৌ লভেতে বৎসরাৎ পরম্।
হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যাশ্চতুর্ম্মাসাধিকাস্তথা ॥
ওষধ্যো লঘুপাকাঃ স্যুর্ন বীর্য্যা বৎসরাৎ পরম্।
পুরাণাঃ স্যুর্গুণৈর্যুক্তা আসবা ধাতবো রসাঃ ॥ ২০ ॥

শার্ঙ্গধরেণৈবোক্তম্—

ব্যাধেরযুক্তং যদ্দ্রব্যং গণোক্তমপি তৎ ত্যজেৎ।
অনুক্তমপি যুক্তং যদ্ যোজয়েৎ তত্র তদ্বুধঃ ॥ ২১ ॥

তৈলমত্র তিলভবং ন সর্ষপাদিস্নেহসামান্যপরম্ ॥ ১৯ ॥

হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যা ইতি তৈলমত্র সর্ষপতৈলম্। তন্নিষ্পাদিতদশমূলতৈলাদি চ জ্ঞেয়ং, নান্যৎ। অব্দাদূর্দ্ধং ঘৃতং পক্বং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ। তৈলে বিপর্য্যয়ং বিদ্যাৎ পক্বেঽপক্বে বিশেষতঃ ॥ ইতি বচনাৎ ॥ ২০ ॥

পুন পর পূর্ণবীর্য্য হয়। পক্বঘৃত এক বৎসরের পর হীনবীর্য্য হয়, কিন্তু পক্ব বিশেষতঃ অপক্ব তৈলে ইহার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ এক বৎসরের পর (১৬ মাস) ইহা গুণকর হইয়া থাকে। তৈলশব্দে এখানে তিলতৈল বুঝিতে হইবে ॥ ১৯ ।

অন্যমত। স্নেহাদি সদৃশ সমস্ত ঔষধই এক বৎসরের পর নির্বীর্য্য হইয়া যায়। চূর্ণ ঔষধ সকল দুই মাস এবং গুড়িকা, লেহ ও লঘুপাক ওষধি সকল এক বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য থাকে। ঘৃত, সার্ষপ তৈল ও তন্নিষ্পাদিত দশমূলাদি তৈল ১৬ মাসের পর আর পূর্ণবীর্য্য থাকে না। আসব, ধাতু দ্রব্য ও পারদ পুরাতন হইলেই গুণযুক্ত হয় ॥ ২০ ॥

শার্ঙ্গধর বলেন—কোন গণের মধ্যে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ থাকে, তাহার ॥
[illegible] কোন দ্রব্য ব্যাধির পক্ষে অযুক্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক

অথ প্রশস্তদেশজদ্রব্যমাহ—

আগ্নেয়া বিন্ধ্যশৈলাদ্যাঃ সৌম্যো হিমগিরির্ম্মতঃ।
ততস্তান্যৌষধানি স্যুঃ প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ ॥
অন্যেষপি প্ররোহন্তি বনেষূপবনেষু চ।
গৃহ্ণীয়াত্তান্যপি ভিষগ্ বনে শৈলে বিশেষতঃ ॥ ২২ ॥

অন্যেঽপ্যাহুঃ—

ধন্বসাধারণে বাপি গৃহ্ণীয়াদুত্তরাশ্রিতম্।
পূর্ব্বাশ্রিতং বা মতিমানৌষধং তদ্বিচক্ষণঃ ॥ ২৩ ॥
অন্যচ্চ। ধন্বসাধারণে দেশে মৃদাবুত্তরতঃ শুচৌ।
অবৈকৃতমনাক্রান্তং সবীর্য্যং গ্রাহ্যমৌষধম্ ॥ ২৪ ॥

"ধন্বঃ দেশবিশেষঃ" মরুভূমিজাঙ্গলয়োঃ সংস্পৃষ্টলক্ষণো দেশ ইতি ॥ ২৩ ॥

তাহা ত্যাগ করিবেন এবং গণোক্ত না হইলেও যদি কোন দ্রব্য ব্যাধির পক্ষে উপযুক্ত হয়, তাহা গ্রহণ করিবেন ॥ ২১ ॥

প্রশস্তদেশজ দ্রব্যের বিষয় বলা হইতেছে—

বিন্ধ্যাদি পর্ব্বত অগ্নিবহুল এবং হিমালয় সোমগুণ বহুল ; সুতরাং তজ্জাত ঔষধ সকলও যথাক্রমে অগ্নিগুণ ও সোমগুণযুক্ত হইয়া থাকে। চিকিৎসাকালে এই সকল বিবেচনা করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বন ও উপবনেও ওষধি সকল জন্মে। চিকিৎসক সেই সকল স্থান হইতে বিশেষতঃ পার্ব্বতীয় বন হইতে ওষধি সংগ্রহ করিবেন। অন্যে—মরুভূমি ও জাঙ্গল এই উভয় লক্ষণান্বিত দেশে জাত পূর্ব্বদিক্ বা উত্তরদিক্‌স্থিত ওষধি সকল গ্রহণ করিতে বলেন। অপর মত—মরুভূমি-জা- লক্ষণান্বিত দেশে পবিত্র ভূমিতে এবং উত্তরদিকে জাত, অবিকৃত, কীটাদি অনাক্রান্ত, বীর্য্যবিশিষ্ট ঔষধ গ্রহণীয় ॥ ২২—২৪ ॥

অতিস্থূলজটা যাশ্চ তাসাং গ্রাহ্যাস্ত্বচো ধ্রুবম্।
গৃহ্নীয়াৎ সূক্ষ্মমূলানি সকলান্যপি বুদ্ধিমান্॥ ৩১॥
নির্দ্দেশঃ শ্রূয়তে তন্ত্রে দ্রব্যাণাং যত্র যাদৃশঃ।
তাদৃশঃ সংবিধাতব্যঃ শাস্ত্রাভাবে প্রসিদ্ধিতঃ॥ ৩২॥
ব্যাধিপ্রশমনে পূর্ব্বং জ্ঞাপিতানি পৃথগ্জনে।
বিস্ফারিতান্যৌষধানি পশ্চাদ্রাজনি যোজয়েৎ॥ ৩৩॥
তদ্‌যথা—গোপালতাপসব্যাধ-মালাকারবনেচরান্।
পৃষ্ট্বা নামানি জানীয়াদ্ ভেষজানাঞ্চ শাস্ত্রতঃ॥ ৩৪॥

যত্র যত্র দ্রব্যেষু অঙ্গানামবয়বানাং যাদৃশো নির্দ্দেশঃ শ্রূয়তে, তাদৃশ এব গ্রাহ্য। যথা অমৃতাদি পাচনে "অমৃতবৃষপটোল" নিম্বপত্রমিত্যত্র পত্রমেব গ্রাহ্যম্, ন বল্কলং পত্রস্য কণ্ঠোক্তত্বাৎ। অঙ্গসামান্যোক্তৌ মূলস্য বল্কলেনৈব ব্যবহার ইতি গুরবঃ, অঙ্গেষ্বপ্যনুক্তে বিহিতম্ মূলমিতি বচনাৎ॥ ৩২॥

পৃথগ্জনে ইতি জনান্তরে। বিস্ফারিতানি বিশেষেণ স্ফারিতানি॥ ৩৩॥

মতান্তর।—স্থূলমূলের ত্বক্ এবং ক্ষুদ্রমূলের সকল অংশ গ্রহণীয়॥ ৩১॥

শাস্ত্রে অনুক্তস্থলেই দ্রব্যাদি গ্রহণের ঐরূপ নিয়ম জানিবে, কিন্তু শাস্ত্রে যে যে দ্রব্যের যে যে অঙ্গ গ্রহণ করিবার বিশেষ নির্দ্দেশ থাকিবে, সেই সেই অঙ্গই অবশ্য লইতে হইবে। যেমন অমৃতাদি পাচনে নিম্বপত্র লইবার উল্লেখ আছে, তথায় নিমের ছাল না লইয়া নিমের পত্রই গ্রহণীয়॥ ৩২॥

নূতন প্রস্তুত ঔষধ প্রথমে সাধারণ লোককে ব্যবহার করাইয়া তাহার ফলাফল অবগত হইবে, পশ্চাৎ রোগপ্রশমনার্থ রাজাকে তাহা প্রয়োগ করিবে। শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য উল্লেখ আছে, তাহাদের নাম রাখাল, তপস্বী, ব্যাধ, মালাকার ও বনেচর-দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় করিয়া লইবে॥ ৩৩। ৩৪॥

বিষয়ভেদে দ্রব্যগ্রহণম্।

শরদ্যখিলকর্ম্মার্থং গ্রাহ্যং সরসমৌষধম্।
বিরেকবমনার্থঞ্চ বসন্তান্তে সমাহরেৎ ॥ ৩৫ ॥

অথ ঋতুভেদে দ্রব্যাঙ্গগ্রহণমাহ

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষাবসন্তয়োঃ।
ত্বক্কন্দৌ শরদি ক্ষীরং যথর্ত্তু কুসুমং ফলম্।
হেমন্তে সারমৌষধ্যা গৃহ্লীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥ ৩৬ ॥

অথ সামান্যোক্তৌ দ্রব্যগ্রহণমাহ

পাত্রোক্তৌ চাপি মৃৎপাত্রমুৎপলে নীলমুৎপলম্।
শকৃদ্রসে গোময়রসশ্চন্দনে রক্তচন্দনম্ ॥
সিদ্ধার্থঃ সর্ষপে গ্রাহ্যো লবণে সৈন্ধবং মতম্।
মূত্রে গোমূত্রমাদেয়ং বিশেষো যত্র নেরিতঃ ॥

অস্যার্থঃ—যথেতি যস্মিন্ ঋতৌ যদ্যৎ পুষ্পং ফলঞ্চ ভবতি, তস্মিন্নেব তত্তদ্ গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বিষয়ভেদে দ্রব্যগ্রহণবিধি—শরৎকালে সমস্ত কার্য্যের নিমিত্ত সরস ঔষধ সকল উদ্ধৃত করিবে। বমন ও বিরেচনার্থ ঔষধ সকল বসন্তের অবসানে আহরণীয় ॥ ৩৫ ॥

ঋতুভেদে দ্রব্যাঙ্গগ্রহণবিধি—শীত ও গ্রীষ্মকালে মূল, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে পত্র, শরৎকালে ত্বক্, কন্দ ও ক্ষীর (আঠা), হেমন্তে সার এবং যে যে ঋতুতে যে যে ফল ও পুষ্প জন্মে, সেই সেই ঋতুতে সেই সেই ফল ও পুষ্প গ্রহণ করিবে ॥ ৩৬ ॥

সামান্য উক্তিতে দ্রব্যগ্রহণবিধি—যে স্থলে বিশেষ উল্লেখ না থাকিবে, তথায় পাত্র শব্দে মৃৎপাত্র, উৎপলশব্দে নীলোৎপল

পয়ঃসর্পিঃপ্রয়োগেষু গব্যমেব প্রশস্যতে।
স্ত্রিয়শ্চতুষ্পদে গ্রাহ্যাঃ পুমাংসো বিহগেষু চ ॥
জাঙ্গলানাং বয়ঃস্থানাং চর্ম্মরোমনখাদিকম্।
হিত্বা গ্রাহ্যং পূতমাংসং সাস্থিকং খণ্ডশঃ কৃতম্ ॥
পক্তব্যমাজমাংসঞ্চ বিধিনা ঘৃততৈলয়োঃ।
হিত্বা স্ত্রীং পুরুষঞ্চাপি ক্লীবং তত্রাপি দাপয়েৎ ॥
বলিনঞ্চ বয়ঃস্থঞ্চ সুবীর্য্যঞ্চ সুদেহিনম্।
ন বৃদ্ধঞ্চ ন বালঞ্চ অবীর্য্যং স্রাবশোণিতম্ * ॥ ৩৭ ॥
শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ।
ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ।
কাশীরাজমতেনৈব ছাগমেব নপুংসকম্ ॥

এতদ্ধেতুগর্ভবিশেষণম্। অসন্ধিস্তু ছান্দসঃ। অথবা ন বীর্য্যমবীর্য্যম্ অল্পার্থে নঞ্। তেনাল্পশুক্রম্। অতএব কাশীরাজাভিপ্রায়েণ নপুংসকস্য বিধিনা সূচিতমেব, শরীরারম্ভকত্বাদল্পবীর্য্যত্বং বীর্য্যবত্ত্বমেবেত্যর্থঃ। অতঃ স্রবশোণিতায়াশ্ছাগ্যা-স্তনুপযোগিত্বম্, অর্থাদস্রাবশোণিতায়া গ্রাহ্যা ইত্যর্থঃ। স্ত্রীপ্রকৃত্যা বন্ধ্যাছাগ্যা অস্রাব-শোণিতত্বমস্ত্যেব, তস্মাদ্বন্ধ্যা ছাগ্যপি যোজ্যা ইতি নপুংসকাভাবাদনুশাসনাৎ ॥ ৩৭ ॥

গোময়রস, চন্দনে রক্তচন্দন, সর্ষপে শ্বেতসর্ষপ, লবণে সৈন্ধবলবণ এবং মূত্র বলিলে গোমূত্র বুঝিতে হইবে। দুগ্ধ ও ঘৃত প্রয়োগে গব্যই প্রশস্ত। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে স্ত্রীজাতি, পক্ষির মধ্যে পুংজাতি গ্রাহ্য। ঘৃত তৈল পাকে বয়ঃপ্রাপ্ত জাঙ্গল পশুদিগের চর্ম্ম রোম ও নখাদি ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ডীকৃত মাংস সকল অস্থির সহিত গ্রহণ করিবে। সকল চতুষ্পদ পশুরই স্ত্রীজাতি গ্রাহ্য ; কিন্তু ছাগলের নপুংসক গ্রহণীয়। এই ছাগল বলবান্, পূর্ণবয়স্ক, বীর্য্যবান্ এবং সুদেহ (পূর্ণাঙ্গ) হওয়া উচিত। বৃদ্ধ, শিশু, বীর্য্যহীন বা ঋতুশোণিতস্রাববিশিষ্ট (ইহা দ্বারা নপুংসকাভাবে বন্ধ্যা ছাগীও গ্রহণ করিতে পারা যায়, বলা হইল) ছাগ গ্রহণ করিবে না। শৃগাল ও ময়ূরের

---

* নস্রবদ্বীর্য্যশোণিতমিতি পাঠান্তরম্।

অভাবাদপ্রতীক্ষাদ্বা বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশতঃ।
বন্ধ্যা ছাগী বিপক্তব্যা নতু শাস্ত্রমতং চরেৎ॥
স্ত্রীণাং মূত্রং গবাং তীক্ষ্ণং নতু পুংসাং বিধীয়তে।
পিত্তাত্মিকাঃ স্ত্রিয়ো যস্মাৎ সৌম্যাস্তু পুরুষা মতাঃ॥
ক্ষীরমূত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারে তু সংহরেৎ॥ ৩৮॥

অথানুক্তৌ দ্রব্যগ্রহণম্।

কালেঽনুক্তে প্রভাতং স্যাদঙ্গেঽনুক্তে জটা ভবেৎ।
ভাগেঽনুক্তে তু সাম্যং স্যাৎ পাত্রেঽনুক্তে তু মৃন্ময়ম্॥
দ্রবেঽনুক্তে জলং বিদ্যাৎ সর্ব্বত্রৈষ বিনিশ্চয়ঃ॥ ৩৯॥

অভাবাদিতি নপুংসকস্য অলাভাৎ। অথবা নপুংসকস্য বীর্য্যাভাবাৎ, বীর্য্যমস্তি ন বেতি কাকদন্তবৎ। অপ্রতীক্ষাদ্বা। শাস্ত্রমিতি শাসনম্ আজ্ঞা কাশীরাজমতেনৈবেত্যাদি-রূপেণ। কেচিৎ তু কৃত্রিমনপুংসকমপি দদতি। তদসৎ। স তু প্রকৃত্যা চ পুরুষ এব। ননু বন্ধ্যায়া নপুংসকস্য চ ছাগস্য অপত্যজনকত্বং নাস্তি, তৎ কথমপত্যকামিনঃ প্রবর্ত্তন্তে ছাগলাদিঘৃতাদিষু? কদাচিৎ ক্রিয়াসিদ্ধেরভাবঃ স্যাদতশ্চিন্ত্যম্॥ ৩৮॥

মাংস পাক করিতে হইলে পুংজাতির মাংস লওয়া কর্ত্তব্য, কারণ ময়ূরী, শৃগালী ও ছাগী ইহারা স্বভাবতঃ বীর্য্যহীনা। নপুংসক ছাগল না পাইলে এবং অপেক্ষা করিবারও সময় না থাকিলে, বৃদ্ধ বৈদ্যেরা বন্ধ্যা ছাগী গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। গোমূত্র লইতে হইলে গাভীরই লইবে, কারণ স্ত্রীজাতি পিত্তাত্মিকা, পুংজাতি সৌম্য, অতএব গাভীর মূত্রই প্রশস্ত। যাহাদের দুগ্ধ, মূত্র ও পুরীষ লইতে হইবে, তাহাদের আহার জীর্ণ হইবার পরে ঐ সকল দ্রব্য লইবে, অজীর্ণসত্ত্বে লওয়া কর্ত্তব্য নহে॥ ৩৭। ৩৮

অনুক্তস্থলে দ্রব্যগ্রহণবিধি—কালের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্রভাত, উদ্ভিদের কোন্ অঙ্গ লইতে হইবে বলা না থাকিলে মূল, দ্রব্য সমূহের ভাগ অনুক্ত হইলে সকলের সমান সমান ভাগ, পাত্র বিশেষের অনুক্তিতে মৃন্ময় পাত্র এবং দ্রব পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে জল বুঝিতে হইবে। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম জানিবে॥৩৯॥

অথাভাবে দ্রব্যগ্রহণম্।

মধু যত্র ন বিদ্যেত তত্র জীর্ণো গুড়ো মতঃ ॥
পুরাতনগুড়াভাবে রৌদ্রে যামচতুষ্টয়ম্।
সংশুষ্য নূতনং গ্রাহ্যং পুরাতনগুড়ৈষিণা ॥
ক্ষীরাভাবে ভবেন্মৌদ্গো রসো মাসূর এব বা।
সিতাভাবে চ খণ্ডঃ স্যাৎ শাল্যভাবে চ ষষ্টিকঃ ॥
অসম্ভবে চ দ্রাক্ষায়া গাম্ভারীফলমিষ্যতে।
ন ভবেদ্দাড়িমো যত্র বৃক্ষাম্লং তত্র দাপয়েৎ ॥
সৌরাষ্ট্রীমৃদভাবেচ গ্রাহ্যা পঙ্কস্য পর্প্পটী।
নতং তগরমূলং স্যাদভাবে শীহলীজটা ॥
প্রয়োগে যত্র লৌহঃ স্যাদভাবে তন্মলং বিদুঃ ॥
সর্ষপঃ শুক্লবর্ণো যঃ স হি সিদ্ধার্থ উচ্যতে।
তত্র সিদ্ধার্থকাভাবে সামান্যঃ সর্ষপো মতঃ ॥
চবিকাগজপিপ্পল্যোঃ পিপ্পলীমূলমেব চ।
অভাবে পিপ্পলীমূলং হস্তিপিপ্পলিচব্যয়োঃ।
অভাবে পৃশ্নিপর্ণ্যাশ্চ সিংহপুচ্ছী বিধীয়তে।
নিত্যং মুঞ্জতিকাভাবে তালমস্তকমিষ্যতে ॥ ৪০ ॥

পাঠান্তরমেতৎ ন পুনরুক্তদোষঃ। "সিংহপুচ্ছী" শালপর্ণী। মাঞ্জুফলমিতি-কেচিৎ। তালসদৃশবৃক্ষঃ স্যাৎ স চ দেশান্তরে খ্যাতঃ ॥ ৪০ ॥

অভাবে দ্রব্যগ্রহণবিধি—মধুর অভাবে পুরাতন গুড়, পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় চারি প্রহর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মুগ বা মসূর যূষ, চিনির অভাবে খাঁড়, শালিধান্যের অভাবে ষষ্টকধান্য, দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারীফল, দাড়িমের পরিবর্ত্তে বৃক্ষাম্ল (মহাদা), সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে গ্রহপঙ্কপর্পটী, তগরপাদুকার অভাবে শিউলীছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডুর, শ্বেতসর্ষপের

কুঙ্কুমস্যাপ্যভাবেঽপি নিশা গ্রাহ্যা ভিষগ্বরৈঃ।
মুক্তাভাবে শুক্তিচূর্ণং বজ্রাভাবে বরাটিকা ॥
কর্কটশৃঙ্গকাভাবে মায়াম্বুচেষ্যতে বুধৈঃ।
ধান্যকাভাবতো দদ্যাৎ শতপুষ্পাং ভিষগ্বরঃ ॥
বারাহীকন্দকাভাবে চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
মূর্ব্বাভাবে ত্বচো গ্রাহ্যা জিঙ্গিন্যা ব্রুবতে সদা ॥
সুবর্ণমথবা রৌপ্যং যোগে যত্র ন লভ্যতে।
তত্র লৌহেন কর্ম্মাণি ভিষক্ কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
অভাবাৎ পৌষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে।
সামুদ্রং সৈন্ধবাভাবে বিড়ং বা গৃহ্যতে বুধৈঃ ॥
কুস্তুম্বুরু ন বিদ্যেত যত্র তত্র চ ধান্যকম্।
পুষ্পাভাবে ফলঞ্চামং বিড়্ভেদে বিল্বতঃ ফলম্ ॥
ভল্লাতকাসহত্বেঽপি রক্তচন্দনমিষ্যতে।
মদ্যাভাবে চ শিণ্ডাকী শুক্তাভাবে চ কাঞ্জিকম্ ॥ ৪১ ॥
যত্র যদ্দ্রব্যমপ্রাপ্তং ভেষজে পরপূর্ব্বতঃ।
গ্রাহ্যং তদ্গুণসাম্যাৎ তু ন তত্র ক্বাপি দূষণম্ ॥ ৪২ ॥

অভাবে সামান্য সরিষা, চৈ ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপুলমূল (পাঠান্তরে—গজ-পিপ্পলী ও চৈএর অভাবে পিপুলমূল), চাকুলের অভাবে শালপাণি, মুঞ্জাতিকা (তালসদৃশ বৃক্ষ, কেহ বলেন মাজুফল) স্থলে তালমাতী, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে ঝিনুকচূর্ণ, হীরকের অভাবে কড়ি, কাঁকড়াশৃঙ্গীর অভাবে মায়াম্বু, ধনের অভাবে শুল্ফা, বারাহীকন্দের অভাবে চামার আলু ও মূর্ব্বার অভাবে জিঙ্গি-নীর ত্বক্ গ্রহণীয়। সুবর্ণ অথবা রৌপ্যের অভাব হইলে লৌহ, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, সৈন্ধবলবণের পরিবর্ত্তে সামুদ্র বা বিট্‌লবণ, কুস্তুম্বুরুর (ক্ষুদ্র ধনে, কেহ বলেন

অন্যানি যানীহ রসায়নাদৌ যোগেচ বস্তূনি চ কীর্ত্তিতানি।
তেষামলাভেন চ বৃদ্ধবৈদ্য-প্রসিদ্ধিতস্তানি হরন্তি বৈদ্যাঃ ॥ ৪৩ ॥
যষ্ট্যাহ্বাভাবতো বিদ্যাচ্চব্যং তস্যাপ্যভাবতঃ।
মূলং মৌষলিকং দেয়মভাবে কুটজস্য চ।
রাস্নাভাবে চ বন্দাকং জীরাভাবে চ ধান্যকম্ ॥
তুম্বুরূণামভাবেঽপি শালিধান্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
রসাঞ্জনস্য চাপ্রাপ্তৌ দার্ব্বীকাথং প্রযোজয়েৎ।
কর্পূরস্যাপ্যভাবেঽপি সুগন্ধং মুস্তমিষ্যতে ॥
কস্তূরীণামভাবে তু গ্রাহ্যা গন্ধশঠী বুধৈঃ।
অভাবে কোকিলাক্ষস্য গোক্ষুরবীজমিষ্যতে ॥ ৪৪ ॥

ইতি বৈদ্যকপরিভাষাপ্রদীপসংগ্রহে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

হইলে রক্তচন্দন, মদ্যাভাবে শিণ্ডাকী (মদের শিটী), শুক্তাভাবে কাঁজী গ্রহণ করিবে। কোন ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে কোনটির অভাব হইলে তদ্গুণবিশিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন দ্রব্য প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না ॥ ৪০—৪২ ॥

রসায়নাদিযোগে অন্যান্য যে সকল দ্রব্য কথিত হইয়াছে, তাহাদের অপ্রাপ্তি ঘটিলে, সেই সেই দ্রব্যের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধবৈদ্যের ব্যবস্থিত দ্রব্য সকল গ্রহণ করিবে। এইরূপে যষ্টিমধুর অভাবে চৈ, চৈএর এবং কুড়চির অভাবে তালমূলীমূল, রাস্নার অভাবে বাঁদ্‌রা (পরগাছা), জীরার অভাবে ধনে, তুম্বুরুর অভাবে শালিধান্য, রসাঞ্জনের পরিবর্ত্তে দারুহরিদ্রার কাথ, কর্পূরের অভাবে সুগন্ধি মুতা, কস্তূরীর অভাবে গন্ধশটী এবং কুলেখাড়ার অভাবে গোক্ষুরবীজ গ্রহণ করিবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

তীয়ঃ খণ্ডঃ।

পঞ্চবিধকষায়মাহ—

স্বো রসঃ স্বরসঃ প্রোক্তঃ কল্কো দৃষদি পেষিতঃ।
ক্বথিতস্তু শৃতঃ শীতঃ শর্ব্বরীমুষিতো মতঃ ॥
ক্ষিপ্তোষ্ণতোয়ে মৃদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে।
পঞ্চৈতাশ্চ সমুদ্দিষ্টাঃ কষায়াণাং প্রকল্পনাঃ।
গুরবঃ স্যুর্যথাপূর্ব্বং লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্ ॥ ১ ॥

বিশ্বামিত্রেণ শীতফাণ্টয়োর্লক্ষণমুক্তম্।

তদ্‌যথা—ষড়্‌ভিঃ পলৈশ্চতুর্ভির্ব্বা সলিলাৎ শীতফাণ্টয়োঃ।
আপ্লুতং ভেষজপলং রসাখ্যায়াং পলদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

স্বরস, কল্ক, শৃত, শীত ও ফাণ্টভেদে কষায়কল্পনা পাঁচ প্রকার। ইহাদের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ—ত্বক্‌পত্রাদির নিষ্পীড়িত স্বীয় রসকে স্বরস, শিলাপেষিত দ্রব্যকে কল্ক, অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া যাহা নির্গত হয় তাহাকে শৃত বা ক্বাথ, রাত্রিতে শীতলজলে ভিজাইয়া রাখিলে পরদিবস তাহা হইতে যে কষায় পাওয়া যায় তাহাকে শীত এবং উষ্ণজলে ভিজাইয়া মর্দ্দন করিয়া লইলে যে কষায় বহির্গত হয়, তাহাকে ফাণ্ট কহে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটি গুরু ও পর পরটি লঘু ॥ ১ ॥

বিশ্বামিত্রমতে শীত ও ফাণ্টের লক্ষণ—ছয় পল জলে এক পল ঈষৎ কুট্টিত অথবা চূর্ণ দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিলে যে রস নির্গত হয়, তাহাকে শীতকষায়, ৪ পল জলে ১ পল ঔষধ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে যে রস পাওয়া যায়, তাহাকে ফাণ্ট এবং ছয় বা চারিপল জলে দুইপল ঔষধ ভিজাইলে যাহা বহির্গত হয় তাহা রস কহে ॥ ২ ॥

অন্যেঽপ্যাহুঃ—অথ স্বরসকল্কৌ তু শৃতশ্চ শীতফাণ্টকৌ।
জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে গুরবঃ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বতঃ ॥ ৩ ॥

স্বরসমাহ—

সদ্যঃক্ষুণ্ণার্দ্রদ্রব্যস্য বস্ত্রযন্ত্রাদিপীড়নাৎ।
যো রসস্তভিনির্য্যাতি স্বরসঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥
শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে।
বারিণ্যষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্ * ॥ ৫ ॥
অন্যচ্চ—আহৃত্য তৎক্ষণাকৃষ্টাৎ ক্ষুণ্ণাদ্ দ্রব্যাৎ সমুদ্ধরেৎ।
বস্ত্রনিষ্পীড়িতো যস্তু স্বরসো রস উচ্যতে ॥
কুড়বং চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তং তদ্ দ্বিগুণে জলে।
অহোরাত্রং স্থিতং তস্মাদ্ ভবেদ্‌বা রস উত্তমঃ ॥

মতান্তর।—কষায় পাঁচ প্রকার। যথা—স্বরস, কল্ক, শৃত, শীত ও ফাণ্ট। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটি গুরু অর্থাৎ ফাণ্টকষায় অপেক্ষা শীতকষায় গুরু, শীতকষায় অপেক্ষা শৃতকষায় গুরু ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

স্বরসের লক্ষণ—সদ্যঃ আহৃত আর্দ্র দ্রব্য কুট্টিত করিয়া বস্ত্র কিংবা যন্ত্রাদি দ্বারা নিষ্পীড়ন করিলে তাহা হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহাকে স্বরস কহে। অথবা যদি কাঁচাদ্রব্যের স্বরস পাওয়া না যায়, তাহা হইলে শুষ্ক দ্রব্য আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থভাগাবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিবে। ইহা স্বরসের তুল্য ॥ ৪।৫ ॥

মতান্তর।—তৎক্ষণাৎ আহৃত কাঁচাদ্রব্য কুট্টিত ও বস্ত্রনিষ্পীড়িত করিলে তাহা হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাকে স্বরস বলে। কিংবা অর্দ্ধসের পরিমিত চূর্ণ দ্বিগুণ জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া এক অহোরাত্র রাখিলে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহাও উত্তম স্বরস সদৃশ গুণকর।

---

* আদায় শুষ্কং দ্রব্যং বা স্বরসানামসম্ভবে। জলেঽষ্টগুণিতে সাধ্যং পাদশিষ্টঞ্চ গৃহ্যতে। গ্রহণ-পাঠঃ।

অস্য পানমাত্রামাহ—স্বরসস্য গুরুত্বাচ্চ পলমর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ।
নিশোষিতঞ্চাগ্নিসিদ্ধং পলমাত্রং রসং পিবেৎ॥ ৬॥

স্বরসভেদাৎ পুটপাকবিধিমাহ

পুটে পক্বস্য দ্রব্যস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ।
অতোঽয়ং পুটপাকঃ স্যাদ্ বিধানং তস্য কথ্যতে॥
দ্রব্যমাপোথিতং জম্বুবটপত্রাদিসম্পুটে।
বেষ্টয়িত্বা ততো বদ্ধা দৃঢ়ং রজ্জ্বাদিনা তথা॥
মৃল্লেপং দ্ব্যঙ্গুলং কুর্য্যাদথবাঙ্গুলিমাত্রকম্।
দহেৎ পুটান্তরাদগ্নৌ যাবল্লেপস্য রক্ততা॥ ৭॥

অন্যচ্চ।—পুটপক্বস্য কল্কস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ।
অতস্তু পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া॥ ৮॥
পুটপাকস্য পাকোঽয়ং লেপস্যারুণবর্ণতা।
লেপঞ্চ দ্ব্যঙ্গুলং স্থূলং কুর্য্যাদ্বাঙ্গুলিমাত্রকম্॥
কাশ্মরীবটজম্ব্বাদি-পত্রৈর্বেষ্টনমুত্তমম্॥ ৯॥

স্বরসের পানমাত্রা—পাঁচপ্রকার কষায়ের মধ্যে স্বরসের গুরুত্ব ... উহা অর্দ্ধপল (উপযুক্ত) মাত্রায় পান করিবে। অগ্নিসিদ্ধ রস যদি এক রাত্রি পর্য্যুষিত (বাসি) হয়, তাহা হইলে সে রস এক পল মাত্রায় প্রযোজ্য॥ ৬॥

স্বরসভেদে পুটপাকবিধি—পুটপক্ক দ্রব্যের স্বরস গৃহীত হয় বলিয়া পুটপাকের নিয়ম বলা যাইতেছে। ঔষধ দ্রব্য কুট্টিত করিয়া জাম বা বটপত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত ও রজ্জু দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া মৃত্তিকা দ্বারা এক বা দুই অঙ্গুলি পুরু লেপ দিয়া শুষ্ক করত অগ্নিতে পোড়াইবে। অগ্নির তাপে বহিঃস্থ মৃত্তিকার লেপ লোহিত বর্ণ হইলেই পুটপাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে॥ ৭॥

মতান্তর।—অনেকস্থলে কল্কদ্রব্যকে পুটপাক করিয়া তাহার স্বরস গ্রহণ করিতে হয়, অতএব পুটপাকের যুক্তি বলিব। যথা—যে কল্ককে পুটপাক করিতে হইবে, প্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাঁধিয়া তাহার উপরিভাগে দুই বা এক অ...

কল্কমাহ—

দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা জলমিশ্রিতম্
তদেব সূরিভিঃ পূর্বৈঃ কল্ক ইত্যভিধীয়তে ॥
আবাপস্ত্বথ প্রক্ষেপস্তস্য পর্য্যায় উচ্যতে ॥ ১০ ॥

কল্কস্যৈষভেদাচ্চূর্ণমাহ—

অত্যন্তশুষ্কং যদ্‌দ্রব্যং সুপিষ্টং বস্ত্রগালিতম্।
চূর্ণং তচ্চ রজঃ ক্ষোদস্তস্য পর্য্যায় উচ্যতে ॥ ১১ ॥

অন্যচ্চ। দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা সজলং ভবেৎ।
প্রক্ষেপাবাপকল্কাস্তে তন্মানং কর্ষসম্মিতম্ ॥ ১২ ॥
কল্কে মধু ঘৃতং তৈলং দেয়ং দ্বিগুণমাত্রয়া।
সিতাং গুড়ং সমং দদ্যাদ্ দ্রবো দেয়শ্চতুর্গুণঃ ॥ ১৩ ॥

প্রলেপ দিবে। তদনন্তর অগ্নিতে পোড়াইবে। মৃৎপ্রলেপ অগ্নিবর্ণ হইলেই জানিবে যে, পুটপাকের পাক সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৮।৯ ॥

কল্কবিধি—কাঁচা অথবা সজল শুষ্ক দ্রব্য শিলায় পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে কল্ক কহে। আবাপ ও প্রক্ষেপ এই দুইটি কল্কের পর্য্যায় ॥ ১০ ॥

চূর্ণবিধি—অত্যন্ত শুষ্কদ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া লইলে চূর্ণ প্রস্তুত হয়। রজঃ ও ক্ষোদ চূর্ণের পর্য্যায় ॥ ১১ ॥

মতান্তরে কল্কবিধি।—আর্দ্র অথবা সজল শুষ্কদ্রব্য শিলায় পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে কল্ক কহে। প্রক্ষেপ ও আবাপ উহার পর্য্যায়। কল্কের মাত্রা—দুইতোলা। ঘৃত ও তৈল দিতে হইলে দ্বিগুণ, চিনি ও গুড় দিতে হইলে কল্কের সমান দ্রব দিতে হইলে চারিগুণ দিতে হয় ॥ ১২—১৩ ॥

অথ ক্বাথমাহ শার্ঙ্গধরঃ।

পানীয়ং ষোড়শগুণং ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে ক্বাথয়েদ্ গ্রাহ্যমষ্টমাংশাবশেষিতম্ ॥
তজ্জলং পায়য়েদ্ধীমান্ কোষ্ণং মৃদ্বগ্নিসাধিতম্।
শৃতঃ ক্বাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে ॥
আহাররসপাকে চ সঞ্জাতে দ্বিপলোন্মিতম্।
বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন পিবেৎ ক্বাথং সুপাচিতম্ ॥
ক্বাথে ক্ষিপেৎ সিতামংশৈশ্চতুরষ্টকষোড়শৈঃ।
বাতপিত্তকফাতঙ্কে বিপরীতং মধু স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥
অন্যচ্চ—দ্রব্যাদাপোথিতাত্তোয়ে বহ্নিনা পরিপাচিতাৎ।
নিঃসৃতো যো রসঃ পূতঃ স শৃতঃ সমুদাহৃতঃ।
ক্বাথঃ কষায়ো নির্য্যূহঃ পর্য্যায়স্তস্য কীর্ত্তিতঃ ॥ ১৫ ॥

শার্ঙ্গধরোক্ত ক্বাথবিধি—কুট্টিত একপল দ্রব্য ষোলগুণ জলসহ মৃদু অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, ঈষদুষ্ণ সেই জল সেব্য। শৃত, কষায় ও নির্য্যূহ এই তিনটি শব্দ ক্বাথের পর্য্যায়। আহার র... পরিপাক হইলে দুইপল পরিমাণে (উপযুক্ত মাত্রায়) ঐ সুপাচিত ক্বাথ পান করিবে। ইহা বৃদ্ধবৈদ্যগণের মত। এই ক্বাথে চিনি অথবা মধু নিম্নলিখিত নিয়মে প্রক্ষেপ দিতে হয়। বাতজ রোগে ক্বাথের চতুর্থাংশ, পিত্তজ রোগে অষ্টমাংশ ও কফজ রোগে ষোড়শাংশ চিনি প্রক্ষেপ দিবে। মধু ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাতজরোগে ষোড়শাংশ, পিত্তজরোগে অষ্টমাংশ ও কফজরোগে চতুর্থাংশ প্রদান করিবে ॥ ১৪ ॥

মতান্তর।—কোন দ্রব্য কুট্টিত এবং উপযুক্ত জলসহ অগ্নিসন্তাপে তাহা হইতে যে ক্বাথ বাহির করা হয়, তাহার নাম শৃতকষায়। নির্য্যূহ এই তিনটি উহার পর্য্যায় ॥ ১৫ ॥

শীতমাহ

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্‌ভির্জ্জলপলৈঃ প্লুতম্।
শর্ব্বরীমুষিতং সম্যগ্ জ্ঞেয়ঃ শীতকষায়কঃ ॥ ১৬ ॥

অবান্তরভেদাৎ তণ্ডুলোদকমাহ

তণ্ডুলং কণশঃ কৃত্বা পলং গ্রাহ্যং হি তণ্ডুলাৎ।
চতুর্গুণং জলং দেয়ং তণ্ডুলোদককর্ম্মণি ॥
অন্যেঽপ্যাহুঃ—শীতকষায়মানেন তণ্ডুলোদককল্পনা ॥ ১৭ ॥

অথ ফাণ্টমাহ—

ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যগ্‌জলমুষ্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
পাত্রে চতুঃপলমিতং ততস্তু স্রাবয়েজ্জলম্।
সোঽয়ং পূতো দ্রবঃ ফাণ্টো ভিষগ্‌ভিরভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

প্রসঙ্গাদুষ্ণোদকমাহ।

অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনার্দ্ধকেন বা।
অথবা ক্কথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং বদেৎ ॥ ১৯ ॥

শীতকষায়বিধি—একপল চূর্ণ ছয় পল জলে আপ্লুত করিয়া সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে, তাহাকে শীতকষায় কহে ॥ ১৬ ॥

তণ্ডুলোদকবিধি—একপল পরিমিত আতপ তণ্ডুল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া চতুর্গুণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তণ্ডুল সকল ভিজিয়া কোমল হইলে সেই জল গ্রহণ করিবে এবং অনুপানাদি সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে। কেহ কেহ বলেন শীত-কষায় মাত্রায় তণ্ডুলোদক প্রস্তুত করিবে ॥ ১৭ ॥

ফাণ্টবিধি—সম্যক্ চূর্ণীকৃত একপল দ্রব্য অর্দ্ধসের উষ্ণ জলে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইলে ফাণ্ট প্রস্তুত হয় ॥ ১৮ ॥

উষ্ণোদকবিধি—অগ্নিসন্তাপে জল সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ কিংবা

ক্বাথাদেরবান্তরভেদাল্লেহাদিকমাহ

ক্বাথাদের্যৎ পুনঃপাকাদ্ ঘনত্বং সা রসক্রিয়া।
অবলেহশ্চ লেহশ্চ প্রাশ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ *
বটকো মোদকঃ পিণ্ডী গুড়ো বর্ত্তিস্তথা বটী।
বটিকা গুড়িকা চেতি সংজ্ঞাবান্তরভেদতঃ ॥
মাত্রাচ্ছায়াতপচ্ছেদ-বাসবিশ্লেষপেষণৈঃ।
মন্থপীড়নসংযোগ-জলকালবলাবলৈঃ ॥
দ্রব্যে গুণান্তরাধানং বিশিষ্টং ক্রিয়তে যতঃ।
তেন মোদকচূর্ণাদি-বটকাশ্চ যথাশ্রুতি ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। মাত্রাদয়শ্চৈতে দ্রব্যাণাং বিশিষ্টগুণান্তরাধানং জনয়ন্তি মাত্রাদিভেদাৎ। একমপি দ্রব্যং মাত্রাদিভেদেন বিকারবিশেষং নাশয়তি। যথা রসশাস্ত্রে ত্রিবিক্রমঃ। নবায়সলৌহং শোথপাণ্ড্বাদীন্ হন্তি, ত্রিকত্রয়াদিলৌহঞ্চ গ্রহণ্যাদিকমিত্যনয়োর্দ্রব্যাণাং ভেদাভাবং, কিন্ত্বনয়োর্লৌহস্য কেবলমাত্রাভেদস্যৈব গুণভেদঃ, এবং সর্ব্বত্র ছায়াতপাদিষ্বপি জ্ঞেয়ম্। কেষাঞ্চিদ্বৈদ্যজদ্রব্যাণামবান্তরভেদবিরহেঽপি ছায়াশোষণেন চ গুণভেদ ইতি গুরবঃ ॥ ২০ ॥

অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে অথবা কেবল ফুটাইয়া লইলেও উষ্ণোদক বলা যায় ॥ ১৯ ॥

লেহবিধি—ক্বাথাদিকে পুনঃ পাক করিলে যে ঘন পদার্থ জন্মে, তাহাকে অবলেহ, লেহ ও প্রাশ বলে। ইহার মাত্রা—একপল।

বটক—বটক, মোদক, পিণ্ডী, গুড়, বর্ত্তি, বটী, বটিকা ও গুড়িকা এই কয়েকটি বটকের নামান্তর। মাত্রা, ছায়া, আতপ, ছেদ, বাস, বিশ্লেষ, পেষণ, মন্থন, পীড়ন, সংযোগ, জল, কাল ও বলাবল ভেদে দ্রব্যের বিশেষ গুণ জন্মে, সুতরাং চূর্ণমোদকাদি শাস্ত্রে যেরূপ বলা আছে, সেই রূপই করিবে। দৃষ্টান্ত—যেমন নবায়স লৌহে ও ত্রিকত্রয়াদি লৌহে দ্রব্যের কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু লৌহের মাত্রাভেদে

---

* মাত্রা স্যাৎ পলোন্মিতা ইত্যপি পাঠঃ।

অথ দ্রব্যাণাং মাত্রাবিধির্লিখ্যতে।

স্থিতির্নাস্ত্যেব মাত্রায়াঃ কালমগ্নিং বলং বয়ঃ।
প্রকৃতিং দেশদোষৌ চ দৃষ্ট্বা মাত্রাং প্রকল্পয়েৎ॥
যতো মন্দানলা হ্রস্বা হীনসত্ত্বা নরাঃ কলৌ।
অতস্তু মাত্রা তদ্‌যোগ্যা প্রোচ্যতে শুদ্ধসম্মতা *॥ ২১॥

অন্যেঽপ্যাহুঃ—নাল্পং হন্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাল্পাম্বু মহানলম্।
দোষবচ্চাতিমাত্রং স্যাৎ শস্যমত্যুদকং যথা॥ ২২॥

অন্যচ্চ—মাত্রয়া হীনয়া দ্রব্যং বিকারং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
দ্রব্যাণামতিবাহুল্যাদ্‌ ব্যাপৎ সংজায়তে ধ্রুবম্॥২৩॥

অন্যচ্চ—মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ।
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥

শোথপাণ্ড্বাদি এবং ত্রিকত্রয়াদি গ্রহণ্যাদি নষ্ট করিয়া থাকে। এইরূপ দ্রব্যের কোন প্রভেদ না থাকিলেও ছায়াশোষণাদির দ্বারাও ঔষধের গুণভেদ হইয়া থাকে॥ ২০॥

মাত্রাবিধি—মাত্রার বিশেষ কিছু স্থিরতা নাই। কাল, অগ্নি, বল, বয়স, প্রকৃতি, বাতাদিদোষ ও দেশ বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা নির্দ্দেশ করিবে। কলিতে মনুষ্যগণ স্বভাবতঃ মন্দানল, হীনসত্ত্ব ও হ্রস্বাকৃতি হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে যেরূপ মাত্রা যোগ্য, তাহাই বলিব। যেমন অল্পজল প্রবল অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হয় না এবং অধিকজলে শস্যের হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ মাত্রাহীন ঔষধ রোগপ্রশমনে সমর্থ হয় না এবং অতিমাত্র ঔষধে নানা অনিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ঔষধাদি উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে॥ ২১—২৩॥

মতান্তর।—মাত্রার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। বাতাদি দোষ, অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, ব্যাধি, দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রা প্রয়োগ করিবে। তবে স্নেহপদার্থ, ক্কাথ্য পদার্থ, স্বরস, গুড়িকা ও কাঞ্জিকাদি ঔষধে সাধারণতঃ যে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রবলাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা—

---

* বৃদ্ধসম্মতেতে বা পাঠঃ।

উত্তমস্য পলং মাত্রা ত্রিভিশ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে।
জঘন্যস্য পলার্দ্ধেন স্নেহকাথ্যৌষধেষু চ ॥ ২৪ ॥
সার্দ্ধং পলং পলঞ্চার্দ্ধং বিদধ্যাদ্ গুড়খণ্ডয়োঃ।
শ্রেষ্ঠমধ্যমহীনেষু মাত্রেয়ং মুনিভিঃ কৃতা ॥
অত্র স্যাৎ সৌশ্রুতং পঞ্চরক্তিমাষাত্মকং পলম্।
মোদকং বটকং লেহং কর্ষমাত্রং প্রযোজয়েৎ।
কর্ষদ্বয়ং পলং বাপি দেয়ং কোষ্ঠাগ্ন্যপেক্ষয়া ॥

অস্যার্থঃ। উত্তমস্য প্রবলাগ্নিবলপুরুষস্য, ন পুনর্যুগবিশেষজাতস্য পুরুষস্য, ক্ষিতৌ কলাবেব শাস্ত্রপ্রচারাৎ। সত্যযুগাদৌ ব্যাধ্যভাবাৎ। উত্তমাদিশব্দানাং যুগাদীনামনভিধানাচ্চ পলমত্র সৌশ্রুতমিতি গুরবঃ। চরকার্দ্ধপলোন্মানং চরকে দশরক্তিকৈরিতি সৌশ্রুতপলং চরকার্দ্ধপলম্। ত্রিভিরক্ষৈরিতি চরকস্য ত্রিভিস্তোলৈঃ। পলার্দ্ধেনেতি চরকে কর্ষৈকেন যুগপ্রভাবাৎ জঘন্যা এব সর্ব্বে, অতএব জঘন্যা মাত্রা সর্ব্বেষাং দাতব্যা। কিঞ্চ কর্ষশ্চূর্ণস্য কল্কস্য গুড়িকানাঞ্চ সর্ব্বশ ইতি জঘন্যমাত্রামাশ্রিত্য চক্রদত্তেন স্বসংগ্রহে লিখিতমিতি দিক্। কাথ্যমিত্যর্হণার্থং যৎ, কাথমর্হতি ইতি কাথ্যং। তেষু স্নেহকাথ্যৌষধেষু অথবা কাথ্যৌষধেষু চেতি কাথ্যমৌষধং যৈঃ ক্ষীরজলকাঞ্জিকাদিভিঃ; অতস্তানি ক্ষীরাদীনি ভক্ষণীয়ানি। অতো ভক্ষণমাত্রেতি গুরবঃ প্রাহুঃ ॥ ২৪ ॥

একপল, মধ্যমাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে—তিন অক্ষ এবং অধমাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে—অর্দ্ধপল নির্দ্দিষ্ট। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এস্থলে সৌশ্রুত মান ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুশ্রুতের একপল চরকের অর্দ্ধপল; অতএব এস্থলে সুশ্রুতের একপল চারি তোলা। তিন অক্ষ তিন তোলা, অর্দ্ধপল দুই তোলা। কারণ সুশ্রুতে ৫ রতিতে মাষা এবং চরকে দশ রতিতে মাষা; অতএব সুশ্রুতের পরিমাণ অপেক্ষা চরকের পরিমাণ দ্বিগুণ। কলিযুগে সকলেরই অগ্নি বল অতি অল্প, তজ্জন্য সকলের পক্ষেই জঘন্য অর্থাৎ অল্প মাত্রা প্রযোজ্য ॥ ২৪ ॥

গুড় ও খণ্ড প্রবলাগ্নিবল পুরুষের পক্ষে দেড়পল, মধ্যমাগ্নি বলের পক্ষে একপল এবং হীনাগ্নিবলের পক্ষে অর্দ্ধপল মাত্রা ব্যবস্থা। এখানেও বৃদ্ধ

শ্রেষ্ঠমধ্যমহীনেষু দ্বাদশাষ্টচতুষ্টয়ৈঃ।
মাষকৈর্গুগ্‌গুলোর্ম্মাত্রাং কোষ্ঠং বীক্ষ্যাবতারয়েৎ ॥ ২৫ ॥
গুঞ্জামাত্রং রসং দেবি! হেমজীর্ণঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
তারং ত্রিগুঞ্জকং প্রোক্তং রবিজীর্ণং দ্বিগুঞ্জকম্ ॥
লৌহাভ্রনাগবঙ্গানাং খর্পরস্য শিলাজতোঃ।
ষড়্ গুঞ্জাপ্রমিতা মাত্রা মলোপরসমাষকম্ ॥
কাংস্যপিত্তলয়োর্মানং ভক্ষয়েৎ তাম্রজীর্ণবৎ।
যবমাত্রং বিষং দেবি! গুঞ্জামাত্রন্তু কুষ্ঠিনে ॥
বজ্রং যবদ্বয়মিতং তালকং যবসপ্তকম্।
ততো বুদ্ধা ভিষগ্‌দদ্যাৎ প্রায়ো মাত্রেতি কীর্ত্তিতা ॥ ২৬ ॥
তস্মাচ্চ দ্বিবিধং মানং কালিঙ্গং মাগধং তথা।
কালিঙ্গান্মাগধং শ্রেষ্ঠম্ এবং মানবিদো বিদুঃ ॥

পঞ্চশতিমাষাত্মক মানে পল গ্রাহ্য। এইরূপ মোদক, বটক ও লেহ উত্তমাগ্নিবলাদি ভেদে যথাক্রমে একপল, দুইকর্ষ এবং এককর্ষ প্রয়োগ করিবে গুগ্‌গুলুর মাত্রা কোষ্ঠাদি বিবেচনা করিয়া উত্তমাগ্নিবলের বার মাষা, মধ্যাগ্নি বলের পক্ষে আট মাষা এবং অধমাগ্নিবলের পক্ষে চারি মাষা ব্যবস্থা করিবে ॥ ২৫ ॥

শোধিত পারদ ও জারিত স্বর্ণের মাত্রা একরতি, রৌপ্যের মাত্রা তিন রতি, তাম্রের মাত্রা দুইরতি এবং লৌহ, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, খর্পর ও শিলাজতুর মাত্রা ছয়রতি। মলধাতু (মণ্ডুরাদি) ও উপরসের মাত্রা একমাষা। কাঁসা ও পিত্তলের মাত্রা দুইরতি। বিষের মাত্রা এক যব, কিন্তু কুষ্ঠরোগিকে একরতি পরিমিত দেওয়া যাইতে পারে। হীরক দুইযব মাত্রায় এবং হরিতাল সাতযব মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাবে ইহাদের মাত্রা কথিত হইলেও বিবেচক ভিষক্ রোগির বল, দেহ বয়স ও অগ্ন্যাদি লক্ষ্য করিয়া মাত্রা স্থির করিবেন ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কালিঙ্গ ও মাগধভেদে মান দুই প্রকার, তন্মধ্যে কালিঙ্গ মপেক্ষা মাগধ মান শ্রেষ্ঠ। কালিঙ্গমানই সৌশ্রুত মান, এই মতে পাঁচ রতিতে

কালিঙ্গং সৌশ্রুতং মানং পঞ্চরক্তিকমানতঃ।
দশরক্তিকমানন্তু মাগধং চরকেরিতম্‌ ॥
তয়োর্মাগধমানন্তু প্রশংসন্তি ভিষগ্বরাঃ।
কালিঙ্গং শুদ্ধলৌহাদি-দ্রব্যস্য * কল্পনে মতম্‌।
কষায়োঽনুবাসনাদি-দ্রব্যাদানে তু মাগধম্‌ ॥ ২৭ ॥

পাচনাদৌ জলপরিমাণমাহ

কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্‌ দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্‌ ॥
ততস্তু কুড়বং যাবৎ তোয়মষ্টগুণং ভবেৎ ॥
চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং ভবেৎ।
ক্বাথ্যদ্রব্যপলে কুর্য্যাৎ প্রস্থার্দ্ধং পাদশেষিতম্‌ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। ক্বাথ্যদ্রব্যপল ইতি। প্রবলাগ্নিবলপুরুষাপেক্ষয়া ক্বাথ্যদ্রব্যস্য পলং গ্রাহ্যম্‌। তৎসাধনার্থং প্রস্থার্দ্ধং জলং দত্ত্বা পাদাবশিষ্টং কার্য্যম্‌। প্রস্থার্দ্ধত্বাৎ জলমষ্টগুণং শরাবদ্বয়ং পাদশেষেণ পলচতুষ্টয়ং গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

মাষা। চরকোক্ত মানকে মাগধমান কহে, এই মতে দশরতিতে মাষা। চিকিৎসকগণ কালিঙ্গমান অপেক্ষা মাগধ মানেরই আদর করিয়া থাকেন। (কিন্তু ইদানীন্তন চিকিৎসকগণ এক তোলা ও এক টাকার ওজন সমান করিবার নিমিত্ত বাররতিতে মাষা ধরিয়া থাকেন। প্রমাণ যথা—"গৌড়ো দ্বাদশভিস্তথা। অয়ন্তু বিহিতো মাষঃ সদ্ভিগৌড়ে প্রযুজ্যতে ॥" ইতি আনন্দমানসংগৃহীত পরিভাষা) শোধিত লৌহাদি (পাঠান্তরে—গুড় ও লৌহাদি) সেবন বিষয়ে কালিঙ্গমান এবং কষায় ও অনুবাসনাদি দ্রব্যগ্রহণ সম্বন্ধে মাগধ মান প্রশস্ত ॥ ২৭ ॥

পাচনাদিতে জলের পরিমাণ।—দুই তোলা হইতে পলপরিমাণ পর্য্যন্ত ক্বাথ্যদ্রব্য ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থভাগ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। আটতোলার পর কুড়ব পরিমাণ পর্য্যন্ত ক্বাথ্য দ্রব্য আট গুণ এবং

---

* গুড়লৌহাদিদ্রব্যস্যেতি পাঠান্তরম্‌।

মৃদৌ চতুর্গুণং দেয়ং কঠিনেঽষ্টগুণং ভবেৎ।
কঠিনাৎ কঠিনং যচ্চ দত্বাৎ ষোড়শিকং জলম্॥
মৃদ্বাদিদ্রব্যসঙ্ঘাতে মানান্মুক্তৌ চিকিৎসকাঃ।
মধ্যস্থোভয়ভাগিত্বাদিচ্ছন্ত্যষ্টগুণং জলম্॥ ২৯॥

জলপরিমাণপ্রসঙ্গতঃ পাচনানাং দ্রব্য-পরিমাণমাহ

দশরক্তিকমানেন গৃহীত্বা তোলকদ্বয়ে।
দত্বাম্ভঃ ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
ইমাং মাত্রাং প্রকুর্ব্বন্তি ভিষজঃ পাচনেষু চ॥ ৩০॥

মৃদ্বাদি ইতি আর্দ্রদ্রব্যম্, আদিশব্দাৎ কঠিনাতিকঠিনয়োর্গ্রহণম্। এতেষাং মিলিতানাং দ্রব্যাণাম্ অনুক্তজলপরিমাণানাং পাচনাদিসাধনবিধৌ জলপরিমাণং মধ্যস্থ মধ্যস্থিতস্থ মৃদ্বতিকঠিনয়োঃ কঠিনস্থ জলপরিমাণং প্রাগ্‌যদুক্তম্ অষ্টগুণং তদেব দত্বা পক্তব্যম্। উভয়ভাগিত্বাদিতি উভয়োর্ম্মৃদ্বতিকঠিনয়োঃ কঠিনস্থ জলপরিমাণং প্রাগ্‌যদুক্তম্। মধ্য এব ভাগোক্তত্বাদিতি জলমষ্টগুণমুচিতমেব গুরবঃ ২৯॥

চতুর্গুণ অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। অপর —ক্বাথ্যদ্রব্য একপল হইলে অর্দ্ধপ্রস্থ (দ্রবদ্বৈগুণ্যে দুই সের) জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থভাগাবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইতে হয়। ক্বাথ্যদ্রব্য কোমল হইলে চারিগুণ, কঠিন হইলে আটগুণ এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিবে। কিন্তু যদি মৃদু কঠিন ও অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ করিতে হয়, তবে মিলিত ক্বাথ্য দ্রব্যের আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া লইবে॥ ২৮।২৯॥

জলপরিমাণ প্রসঙ্গে পাচনের দ্রব্যপরিমাণ বলা যাইতেছে—দশরতিতে যে মাষা আধুনিক বাররতিতে যে মাষা), তাহারই আট মাষায় তোলা ধরিয়া সেইরূপ দুতোলা ঔষধ দ্রব্য ষোলগুণ অর্থাৎ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ

অথ যবাগ্বাদিসাধনে জলভেষজয়োঃ পরিমাণমাহ

কাথ্যদ্রব্যাঞ্জলিং ক্ষুণ্নং শ্রপয়িত্বা জলাঢ়কে।
পাদাবশেষে তেনাথ যবাগ্বাদ্যুপকল্পয়েৎ॥
যূষাংশ্চ রসকাংশ্চৈব কল্পেনানেন সাধয়েৎ॥ ৩১॥
যদপ্সু শৃতশীতাসু ষড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যতে।
কর্ষমাত্রং ততো দ্রব্যং সাধয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি।
অর্দ্ধশৃতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদিসংবিধৌ॥ ৩২॥

কল্কসাধ্যাং পেয়ামাহ কেশরী টীকাকারঃ।

কর্ষার্দ্ধং বা কণাশুণ্ঠ্যোঃ কল্কদ্রব্যস্য বা পলম্।
বিনীয় পাচয়েদ্‌যুক্ত্যা বারিপ্রস্থেন চাপরাম্॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ। কর্ষার্দ্ধমিত্যাদি কণা শুণ্ঠী চ তয়োর্মিলিত্বা কর্ষার্দ্ধং গৃহীত্বা কল্কদ্রব্যস্য চ তণ্ডুলাদেঃ পলং বিনীয়, বিনীয়েতি পাঠে নীত্বা ইত্যর্থঃ। বিলীয়েতি পাঠে কল্কীকৃত্যেত্যর্থঃ। বারিপ্রস্থেনেতি একত্বমবিবক্ষিতং অগ্ন্যাদ্যপেক্ষয়া অধিকেনেতি যাবৎ, তেন প্রস্থদ্বয়ে জলে সাধয়িত্বার্দ্ধশৃতেন বারিপ্রস্থেন যুক্ত্যা কিঞ্চিন্ন্যূনেন অধিকেন বা প্রবলাগ্নিপুরুষাপেক্ষয়া ইত্থঞ্চাপরাম্ কল্কসাধ্যাং যবাগূং পাচয়েৎ সুসিদ্ধাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপি পেয়াদিসাধনে প্রবলাগ্নিপুরুষাদৌ যুক্ত্যা প্রচুরতরং

যবাগ্বাদি সাধনে জল ও ঔষধের পরিমাণ।—চারিপল কাথ্যদ্রব্য ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থভাগাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কাথসাধ্য যবাগূ, যূষ ও মাংসরস প্রস্তুত করিবে॥ ৩১॥

শৃতশীতপানীয়ার্থ মুস্তকাদি দ্রব্য দুই তোলা, চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পানার্থ ইহা প্রযোজ্য। বিশেষ বিধির উল্লেখ না থাকিলে সাধারণতঃ কাথসাধ্য পেয়া যূষ রসাদিও এই পরিভাষানুসারে প্রস্তুত করিবে॥ ৩২॥

কেশরীটীকাকারের মতে কল্কসাধ্য পেয়া প্রস্তুত বিধি—পিপুল শুঁঠ প্রভৃতি কাথ্যদ্রব্য মিলিত একতোলা (মতান্তরে—প্রত্যেক একতোল

সলিলং, কল্কদ্রব্যং বা গ্রাহ্যম্। সাধনক্রমমাহ। কণাশুণ্ঠ্যোঃ কর্ষার্দ্ধং গৃহীত্বা ক্বাথ্যদ্রব্যস্ত পলঞ্চ প্রস্থদ্বয়েঽম্ভসি অর্দ্ধশৃতীকৃত্য বারিপ্রস্থং বস্ত্রেণ ছানয়িত্বা নাতিসান্দ্রাং নাতিস্বচ্ছাং যবাগূং সাধয়েৎ। কণাশুণ্ঠ্যোঃ প্রত্যেকং কর্ষার্দ্ধং কৃত্বা পৃথগ্ যোগোঽয়মিতি কশ্চিৎ। ননু যদ্যেবং ভেষজং ক্বাথঃ সামান্যাধিক্যমপি তৎ কিমর্থং—কর্ষমাত্রং ততো দ্রব্যং সাধয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি ইতি ষড়ঙ্গপরিভাষা? অত আহ, ষড়ঙ্গপরিভাষায়াং প্রায় ইতি প্রাচুর্য্যেণ প্রচুরস্থলে ষড়ঙ্গপরিভাষৈব পেয়াদিসম্মতা পেয়াদিষু কীর্ত্তিতা। পেয়াদিষু মণ্ডত ইতি যাবৎ। অয়মর্থঃ প্রায়েণ ষড়ঙ্গপরিভাষৈব ব্যবহার ইতি ষড়ঙ্গপরিভাষোক্তা। প্রবলাগ্নিপুরুষে তু বহুভক্তরি স্তোকতোয়েন যবাগূর্ন সিদ্ধ্যতি যুক্ত্যা ক্বাথপ্রাবল্যং ক্বাথপ্রাবল্যে ভেষজপ্রাবল্যং, কেশাকৃষ্ট্যা পতিতমিতি সর্ব্বমবদাতম্। নিশ্চলকরেণ তু পলমত্র সৌশ্রুতমিত্যবধেয়মিতি ব্যাখ্যাতম্। অত্র নারায়ণদাসেন ব্যাখ্যাতং কণাশুণ্ঠ্যোঃ কর্ষার্দ্ধং বেতি তীক্ষ্ণদ্রব্যোপলক্ষণং, কল্কদ্রব্যস্ত বা পলমিতি মৃদুদ্রব্যোপলক্ষণং, মৃদুকঠিনয়োর্যুক্ত্যা কর্ষদ্বয়মিতি। অপরামিতি যে যবাগ্বাদয়ঃ ষড়ঙ্গপরিভাষয়া সিদ্ধাঃ ন তদর্থেয়ং পরিভাষা, কিন্তু তদিতরার্থেয়মিত্যর্থঃ। আকৃতি পূর্ব্বমত্র কর্ষমাত্রং দ্রব্যমুক্তম্, অত্র তু কর্ষাধিকমপি পূর্ব্বত্রতু প্রস্থমাত্রং জলমুক্তম্, অত্র প্রবলাগ্নিবলপুরুষার্থং বহুযবাগূসাধনে প্রস্থাধিকমপি গৃহ্যতে, ক্বচিৎ প্রস্থন্যূনেঽপি যূষঃ সাধ্যতে পূর্ব্বম্ অর্দ্ধশৃতজলমুক্তম্, অত্র তু ক্বচিৎ পাদাবশিষ্টমপি মাংসরসে সাধ্যমানে পানযোগ্যাবশিষ্ট ইতি যুক্তিশব্দার্থঃ। তদেতদুক্তং ভবতি। যবাগূঃ ষড়্গুণে তোয়ে প্রস্থে প্রস্থাধিকেঽপি বা। রসেন পাকে মাংসস্য সুসিধ্যতি হি যাবতা। অর্দ্ধশিষ্টো ভবেদ্যূষঃ ক্বচিৎ পাদবিশেষিতঃ। অষ্টাদশগুণে তোয়ে যূষঃ শার্ঙ্গধরেরিতঃ॥ ইতি গুরবস্ত্বাহুঃ। পরিভাষেয়ং পানীয়সাধনবিষয়িণী। চক্রপাণিদত্তেন পানীয়সাধনপ্রকরণে ষড়ঙ্গপানীয়ত্র্যঙ্গপানীয়ানন্তরং পিপ্পলীপানীয়ং লিখিতম্। কণাশুণ্ঠ্যোঃ কর্ষার্দ্ধং বারিপ্রস্থেন সাধ্যম্। ননু অত্র কল্কদ্রব্যস্ত বা পলমিতি কথমুক্তম্? অত আহ নারায়ণান্তরঙ্গঃ,—মৃদুদ্রব্য উপলক্ষণমিতি। যদ্যপি পিপ্পলীয়ে পানীয়ে আনুষঙ্গিকত্বাদ্ যুক্ত্যাপরান্ যূষান্ পেয়াদীন্ বা ধাত্বপেক্ষয়া সাধয়েৎ তদা তণ্ডুলাদীনাং পলং কল্কীকৃত্য বারিপ্রস্থেনার্দ্ধশৃতেন সাধ্যম্, অতঃ ষড়ঙ্গপরিভাষৈব প্রায়ঃ পেয়াদিসম্মতেত্যুক্তা পশ্চাদেষা লিখিতা, পেয়াদয়স্তু ষড়ঙ্গপরিভাষয়া সর্ব্বত্র সাধনীয়াঃ, প্রায়ঃশব্দাৎ প্রচুরস্থলে ষড়ঙ্গপরিভাষা সম্মতা তদিতরার্থেয়মিতি॥ ৩৩॥

তণ্ডুলাদি কল্কদ্রব্য একপল, একত্র চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া নাতিঘন ও নাতিতরল যবাগূ প্রস্তুত করিবে। এস্থলে বক্তব্য—

থাকে এবং ক্ষুধা অধিক হয় তাহা হইলে বিবেচনা-

যবাগূসাধনে তণ্ডুলপ্রকারমাহ

যবাগূমুচিতাদ্ভক্তাচ্চতুর্ভাগকৃতাং বদেৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্নাদিসাধনে জলপরিমাণমাহ

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী চ চতুর্গুণে।
মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে যবাগূঃ ষড়্‌গুণেঽম্ভসি ॥ ৩৫ ।

উচিততণ্ডুলাচ্চতুর্ভাগৈকভাগমানং। ক্ষুদ্রিততণ্ডুলমাহৈস্তৈঃ কৃতাং যবাগূং বদেদি-ত্যর্থঃ, যাউ ইতি লোকে ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্বক তণ্ডুল এবং তণ্ডুলের অনুরূপ দুইগুণ বা তিন গুণ জল গ্রহণ করিয়া যবাগূ প্রস্তুত করিবে। এ বিষয়ে চক্রপাণির মত—বীর্য্য ভেদে দ্রব্য সাধারণতঃ তিনপ্রকার। তীক্ষ্ণবীর্য্য—যেমন পিপুল শুঁঠ প্রভৃতি। মধ্যবীর্য্য—যেমন বেলছাল, গণিয়ারিছাল প্রভৃতি। মৃদুবীর্য্য আমলক্যাদি। যে সকল যবাগূ কল্কসাধ্য, তন্মধ্যে দ্রব্য তীক্ষ্ণবীর্য্য হইলে মোট দুইতোলা; মধ্যবীর্য্য হইলে চারিতোলা এবং মৃদুবীর্য্য হইলে একপল বা আট তোলা গ্রহণ করা রীতি। কল্কদ্রব্য শিলায় উত্তমরূপ বাটিয়া চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া কল্কসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিবে ॥ ৩৩ ॥

যবাগূসাধনে তণ্ডুলের পরিমাণ।—যে ব্যক্তি সেই দিবসে যত পরিমাণ তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে পারে, তাহার জন্য তাহার চারি ভাগের একভাগ অর্থাৎ সিকি পরিমাণে তণ্ডুল গ্রহণ ও অর্দ্ধকুট্টিত করিয়া যবাগূ প্রস্তুত করিবে। যবাগূকে চলিত ভাষায় যাউ বলিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

অন্নাদি প্রস্তুতকরণে জলের পরিমাণ—তণ্ডুলের পরিমাণ যত, তদপেক্ষা পাঁচগুণ জল দিয়া অন্ন পাক করিতে হয়। চারিগুণ জল দিয়া বিলেপী, চতুর্দ্দশ গুণ জল দিয়া মণ্ড এবং ছয়গুণ জল দিয়া পেয়া প্রস্তুত করিতে হয় * ॥ ৩৫ ॥

---

* কেহ কেহ এই শ্লোকের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করেন, যথা—তণ্ডুলাপেক্ষা পাঁচগুণ জল দিয়া অন্ন, নয়গুণ জল দিয়া বিলেপী, উনিশগুণ জল দিয়া মণ্ড এবং একাদশগুণ জল দিয়া পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়। তাঁহারা প্রথম পাঁচগুণ অপর প্রত্যেকটির সহিতই অন্বয় করিয়া থাকেন।

মণ্ডাদিলক্ষণমাহ।

সিক্থকৈ রহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্থসমন্বিতা।
যবাগূর্ব্বহুসিক্থা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রবা ॥ ৩৬ ॥

অন্যচ্চ—যবাগূঃ ষড়্গুণে তোয়ে সিদ্ধা স্যাৎ কৃশরা ঘনা।
তণ্ডুলৈর্মুদ্গমাষৈশ্চ তিলৈর্ব্বা সাধিতা হি সা ॥
যবাগূর্গ্রাহিণী বল্যা তর্পণী বাতনাশিনী ॥
বিলেপী চ ঘনা সিক্থৈঃ সিদ্ধা নীরে চতুর্গুণে।
বিলেপী তর্পণী হৃদ্যা মধুরা পিত্তনাশিনী ॥
দ্রবাধিকা ঘনা সিক্থা চতুর্দ্দশগুণে জলে।
সিদ্ধা পেয়া বুধৈর্জ্জ্ঞেয়া যূষঃ কিঞ্চিদ্ঘনঃ স্মৃতঃ ॥
পেয়া লঘুতরা জ্ঞেয়া গ্রাহিণী ধাতুপুষ্টিদা।
যূষো বল্যঃ স্মৃতঃ কণ্ঠ্যো লঘুপাকঃ কফাপহঃ ॥
জলে চতুর্দ্দশগুণে তণ্ডুলানাং চতুঃপলম্।
বিপচেৎ স্রাবয়েন্মণ্ডঃ স ভক্তো মধুরো লঘুঃ ॥
নীরে চতুর্দ্দশগুণে সিদ্ধো মণ্ডস্ত্বসিক্থকঃ ॥ ৩৭ ॥

তণ্ডুলানামিতি ক্ষুদ্রিততণ্ডুলানামিত্যর্থঃ। স্রাবয়েদিতি বস্ত্রাদিনা চালয়েৎ। অসিক্থক ইতি সিক্থকরহিত ইত্যর্থঃ। অন্নাদিরহিতসিক্থকঃ কুটীতি (সিটি) লোকে ॥ ৩৭ ॥

মণ্ডাদির লক্ষণ।—যাহা সিক্থক (সিটা) রহিত অথচ তরল, তাহাকে মণ্ড কহে। যে যবাগূতে সিটা অল্প, তরলভাগ অধিক, তাহাকে পেয়া এবং যাহাতে সিক্থক পদার্থের ভাগ অধিক এবং তরলপদার্থের ভাগ অল্প থাকে, সেই যবাগূকে বিলেপী কহে ॥ ৩৬ ॥

মতান্তর।—তণ্ডুল, মুগ, মাষকলায় বা তিল ইহাদের যে কোন একটির সহিত ছয় গুণ জলে সিদ্ধ করিলে যবাগূ প্রস্তুত হয়। সেই ঘন পদার্থকে কৃশরাও কহিয়া

অথ মাংসরসসাধনবিধানমাহ

দ্রব্যতো দ্বিগুণং মাংসং সর্ব্বতো দ্বিগুণং পয়ঃ।
পাদস্থং সংস্কৃতং চাজ্যে ষড়ঙ্গো যূষ উচ্যতে ॥ ৩৮ ॥
পলানি দ্বাদশ প্রস্থে ঘনেঽথ তনুকে তু ষট্।
মাংসস্য বটকং কুর্য্যাৎ পলমচ্ছতরে রসে ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ। ঘনে মাংসরসে কর্ত্তব্যে প্রস্থে জলে মাংসস্য দ্বাদশপলং দত্ত্বা পক্তব্যম্। তদনু তনুকে রসে কর্ত্তব্যে মাংসস্য ষট্পলং পানীয়ং প্রস্থমেব দাতব্যম্। অচ্ছতরে রসে কর্ত্তব্যে প্রস্থে জলে মাংসস্য পলং দত্ত্বা এতন্মাংসং পিষ্ট্বা প্রস্থার্দ্ধশেষস্থিতজলে পক্ত্বা অনুরূপং স্থাপ্যং বস্ত্রেণ ছানয়িত্বা যূষঃ কার্য্যঃ। মাংসস্য বটকং কুর্য্যাদিতি স্বিন্নমাংসস্য পলং পিষ্ট্বা বটকান্ বিধায় ঘৃতাদৌ ভর্জ্জয়িত্বা অচ্ছতররসং সাধ্যমিত্যর্থঃ। অন্যথা মাংসপলস্যাতিদ্রবপাকে বিলয়নং স্যাদিত্যাশঙ্কয়া বটকং কুর্য্যাদিত্যাহ ॥ ৩৯ ॥

থাকে। যবাগূ—ধারক, বলকারক, তৃপ্তিজনক ও বায়ুনাশক। চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ, ঘন, সিক্থ সমন্বিত পদার্থকে বিলেপী কহে। বিলেপী তৃপ্তিজনক, হৃদ্য, মধুর রস ও পিত্তনাশক। চতুর্দ্দশগুণ জলে সিদ্ধ অধিক তরল এবং সিক্থসমন্বিত ভক্তকে পেয়া কহে। যূষ—ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন। পেয়া—লঘু, ধারক ও ধাতুপুষ্টিকারক। যূষ—বলকারক, কণ্ঠের হিতকর, লঘুপাক ও কফদোষনাশক। চতুর্দ্দশগুণ জলে ৪ পল কুট্টিত তণ্ডুল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই বস্ত্রপূত তরল ভক্তকে মণ্ড কহে। মণ্ড-মধুর ও লঘু। মতান্তরে—চতুর্দ্দশ গুণ জলে সিদ্ধ সিটারহিত ভক্তকে মণ্ড কহে ॥ ৩৭ ॥

মাংসরস প্রস্তুতবিধি—ঔষধ দ্রব্যের সহিত মাংস রস প্রস্তুত করিতে হইলে দ্রব্যের দ্বিগুণ মাংস এবং সকলের দ্বিগুণ জল দিয়া একত্র পাক করিবে এবং চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ঘৃতাদি দ্বারা সংস্কৃত করিলে মাংস রস প্রস্তুত হইবে। ঘন মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে বারপল মাংস চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত অবস্থায় নামাইবে এবং উত্তমরূপে চটকাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপ অপেক্ষাকৃত তরল মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে চারি

লাক্ষারসসাধনমাহ

ষড়্গুণেনাম্ভসা লাক্ষা দোলাযন্ত্রে হ্যুপস্থিতা।
ত্রিসপ্তধা পরিস্রাব্য লাক্ষারসমিদং বিদুঃ ॥ ৪০ ॥

অথ প্রক্ষেপবিধিমাহ

প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ ক্বাথ্যাৎ স্নেহে কল্কসমো মতঃ।
পরিভাষামিমামন্যে প্রক্ষেপেঽপ্যূচিরে পরম্ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ। স্নেহে পাতব্যঘৃতাদিসাধনে তৈলাদিসাধনে বা প্রক্ষেপঃ কল্কসমো মত জ্ঞায়তেস্ম ইত্যর্থঃ। শর্করামধুপ্রভৃতীনামিতি ক্বাথ্যাদিতি পাচনাদিদ্রব্যাৎ কর্ষাৎ প্রক্ষেপঃ পাদিকশ্চতুর্মাষকো জ্ঞেয় ইতি চক্রপাণিদত্তসম্মতঃ। অন্যেঽপি বৃদ্ধাদয় ইমা পরিভাষাং প্রক্ষেপেঽপি উচিরে পরিভাষায়াং বভূবুঃ, অতএব চক্রদত্তোঽপি তৎ স্বীকৃত্য স্বসংগ্রহে লিখিতবান্ ॥ ৪১ ॥

মাংস পাক করিবে। আর খুব তরল মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে একপল মাংস চারিসের জলে প্রথমে সিদ্ধ করিয়া তাহা বটক (বড়া) করিয়া ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লইবে, পরে সেই জলেই পাক করিয়া যথাসময়ে নামাইবে। সিদ্ধ মাংস বটক করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া না লইলে জলে গলিয়া বিলীন হইয়া যাইতে পারে ॥ ৩৮। ৩৯ ॥

লাক্ষারসপ্রস্তুতবিধি—লাক্ষা ছয়গুণ জলে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া একুশ বার ছাঁকিয়া লইলে লাক্ষারস প্রস্তুত হয় ॥ ৪০ ॥

প্রক্ষেপবিধি—ক্বাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ যত, তাহার চারিভাগের একভাগ প্রক্ষেপ দিবে। ঘৃতাদি স্নেহ বস্তুতে কল্কদ্রব্যের সমান প্রক্ষেপ দিবে। এই পরিভাষা পণ্ডিতেরা অন্যরূপেও কহিয়া থাকেন; যথা—চূর্ণ, কল্ক ও গুড়িকা সকলের মাত্রা দুইতোলা *। যদি চূর্ণ কল্ক ও গুড়িকা দ্রববস্তুর সহিত লেহন করিবার বিধি থাকে, তাহা হইলে চূর্ণাদির মাত্রা দুইতোলা হইলে

---

* কেহ কেহ বলেন—চূর্ণ, কল্ক ও গুড়িকা ঔষধ সেবনকালে দুইতোলা প্রক্ষেপ দিতে হয়। জলে।

চূর্ণাদীনাং ভক্ষণপ্রকারমাহ

কর্ষশ্চূর্ণস্য কল্কস্য গুড়িকানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
দ্রবশুক্ত্যা স লেঢ়ব্যঃ পাতব্যশ্চ চতুর্দ্রবঃ।
মাত্রা ক্ষৌদ্রঘৃতাদীনাং স্নেহক্বাথেষু চূর্ণবৎ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ। চূর্ণং কল্কো গুড়িকা, চকারাৎ বটিকা চ, যদ্যুপযুজ্যতে চ তর্হি সর্ব্বত্র বক্ষ্যমাণবিশেষং বিনা তোলকদ্বয়মুপযুজ্যতে। স চূর্ণাদেঃ কর্ষঃ যদি লেঢ়ব্যঃ, তর্হি দ্রবশুক্ত্যা মাক্ষিকপ্রভৃতীনাং অর্দ্ধপলেন তোলকচতুষ্টয়েনেতি যাবৎ, চূর্ণস্য তথা লেঢ়ুং সুখত্বাৎ; পাতব্যশ্চেৎ তদা চতুর্দ্রব ইতি মাক্ষিকাদীনাং চতুর্গুণেন পলেনেতি শেষঃ। তথা সতি চূর্ণস্য পাতুং সুখত্বাদিত্যস্য প্রধানার্থঃ সাম্প্রদায়িকৈশ্চক্রদত্তাদিভির্ম্মন্যতে। অন্যে তু প্রক্ষেপেঽপ্যেনাং মন্যতে। তথাহি তেনাময়মর্থঃ যত্র চূর্ণস্য কল্কস্য গুড়িকানাঞ্চ ভেষজানামুপযোগস্তত্র কর্ষঃ প্রক্ষেপো দাতব্যঃ। শেষার্থঃ সুগমঃ। মাত্রা ক্ষৌদ্রঘৃতাদীনামিতি ক্ষৌদ্রপ্রভৃতীনাং মধুঘৃতগুড়ানাং স্নেহে ক্বাথে বা প্রক্ষেপশ্চূর্ণবৎ চূর্ণস্য উক্তঃ; তর্হি যত্র ঘৃতাদয়ঃ প্রক্ষেপ্যাস্তত্রৈষাং ঘৃতক্ষৌদ্রাদীনাং কর্ষ ইত্যর্থঃ। এতন্ন রাস্নাদিক্বাথ্যস্য কর্ষস্য প্রক্ষেপ্যং, মিলিতয়োঃ শর্করামধুনোঃ পাদিকং মাষচতুষ্টয়ং প্রদেয়মিতি সাম্প্রদায়িকমতম্। যদুক্তমন্যত্র। প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ ক্বাথ্যাৎ স্নেহে কল্কসমো মতঃ ইতি। অয়মগ্র্যতমঃ সর্ব্ববাদিনামবিবাদতঃ ইতি। অন্যে তু শর্করামধুনোঃ প্রত্যেকং দ্রংক্ষণং কৃত্বা মিলিত্বা দ্রংক্ষণদ্বয়ং কর্ষং দাতব্যমাহুঃ। শাণৌ দ্বৌ দ্রংক্ষণং বিদ্যাৎ তৌ দ্বৌ কর্ষ উড়ুম্বরঃ। পরমতমব্যাহতমনুমতমেবেতি ন্যায়াৎ চক্রদত্তানুমতমেতৎ, কিন্তু সর্ব্বত্র নৈবম্। অপিতু কচিৎ কিঞ্চিদ্দোষবয়োবহ্ন্যাদ্যপেক্ষয়া ইত্যবধেয়ম্। বস্তুতস্তু বাতজ্বরার্ত্তে রাস্নাদিকষায়ে শর্করামাষকত্রয়ং মধুমাষৈকং প্রক্ষেপ্তুমর্হতি যথা চৈতৎ। তথা ষোড়শাষ্টচতুর্ভাগং বাতে পিত্তে কফে ক্রমাৎ। ক্ষৌদ্রং কষায়ে দাতব্যং বিপরীতা তু শর্করেতি সংহিতোপায়ে স্বয়মেব চক্রেণ ব্যাখ্যাতম্, ইহ তু পাদিকঃ প্রক্ষেপাৎ ক্রিয়াসিদ্ধিরিত্যভিপ্রায়েণ তন্নাভিহিতং হেয়মন্যৎ কিঞ্চ চূর্ণবদিতি প্রক্ষেপ্যক্ষৌদ্র-ঘৃতাদীনামপি চূর্ণ ইব চূর্ণস্য জরণাদের্যথা শাণঃ প্রক্ষেপস্তথা ক্ষৌদ্রঘৃতাদীনামপি শাণো দেয়ঃ ইতি গুরবঃ। প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ ক্বাথ্যাদিতি বাক্যস্য একবাক্যত্বান্মনোহরম্ ॥৪২॥

দ্রবের পরিমাণ চারিতোলা হইবে। আর চূর্ণ, কল্ক ও গুড়িকা যদি পান করিবার বিধি থাকে, তাহা হইলে চূর্ণাদির মাত্রা দুই তোলা হইলে দ্রবদ্রব্যের পরিমাণ আট তোলা হইবে। স্নেহ বা ক্বাথে প্রক্ষেপার্থ মধু ও ঘৃতাদির মাত্রা চূর্ণের মত (কল্কের

ক্বাথেন চূর্ণপানং যৎ তত্র ক্বাথপ্রধানতা।
প্রবর্ত্ততে ন তেনাত্র চূর্ণাপেক্ষী চতুর্দ্রবঃ ॥ ৪৩ ॥

মতান্তরমাহ দ্রব্যবিশেষস্য

মাষিকং হিঙ্গুসিন্ধূত্থং জরণাদ্যাস্তু শাণিকাঃ।
সিতোপলাগুড়-ক্ষৌদ্রং সামান্যাংশপ্রকল্পনাঃ ॥ ৪৪ ।

অস্যার্থঃ। যত্র চূর্ণপানং যৌগিকং তত্র চূর্ণস্য প্রাধান্যাৎ কর্ষমানং, তস্মাৎ ক্বাথ্য চতুর্গুণং, তস্য ক্বাথস্য তত্র অপ্রাধান্যং ; যত্র ক্বাথেন সহ প্রক্ষেপ্যস্য চূর্ণস্য পা তত্র ক্বাথস্য প্রধানত্বাচ্চূর্ণাপেক্ষী চতুর্দ্রবঃ চতুর্গুণত্বং দ্রবস্য ন প্রবর্ত্তত ইতি ॥ ৪৩ অস্যার্থঃ। হিঙ্গুসৈন্ধবয়োঃ প্রক্ষেপ্যয়োস্তৈক্ষ্ণ্যান্মাষিকং। জীরকাদ্যাঃ পুনঃ ক্বাথ্যা পাদিকা এব। সিতোপলাসিতাশর্করাদীনাঞ্চ সামান্যানাং সামান্যবাক্যানাং উত্তমস্য পল মাত্রা ইত্যাদীনামিব অংশাংশকল্পনাঃ কার্য্যা ইতি সামান্যাংশম্, পলত্রিকর্ষার্দ্ধপলরূপ সৌশ্রুতমিত্যর্থঃ। সামান্যমিতি প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ ক্বাথ্যাদিতি, তেন পাদিকা ইি

ক্বাথ্যের চতুর্থাংশ) জানিবে। ইহাই চক্রদত্তের মত এবং এই মতই প্রধান তথাপি বক্ষ্যমাণ পরিভাষানুসারে বাতাদিদোষ, বয়স, বলাদি এবং প্রক্ষেপ্য দ্রব্যে প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৪১ । ৪২ ॥

যেখানে ক্বাথের সহিত কোন চূর্ণ ঔষধ পান করিবার বিধি থাকিবে, তথা প্রাধান্যহেতু চতুর্গুণ ক্বাথের সহিত চূর্ণ ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু যেখানে ক্বা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবার বিধি থাকিবে, তথায় ক্বাথ্যের চতুর্থাংশ প্রক্ষে দিবে ॥ ৪৩ ॥

দ্রব্যভেদে প্রক্ষেপবিষয়ে মতভেদ—তীক্ষ্ণত্বপ্রযুক্ত হিঙ্গু ও সৈন্ধবলব একমাষা (ক্বাথ্যের অষ্টমাংশ) প্রক্ষেপ দিবে। কিন্তু জীরক, চিনি, গুড়, মধু প্রভৃতি ক্বাথের চতুর্থাংশ প্রক্ষেপ দিবে ॥ ৪৪ ॥

দোষভেদে মধুশর্করয়োঃ প্রক্ষেপমানমাহ

ষোড়শাষ্টচতুর্ভাগং বাতপিত্তকফাৎ ত্রিষু।
ক্ষৌদ্রং কষায়ে দাতব্যং বিপরীতা তু শর্করা ॥ ৪৫ ॥

ক্ষীরাদিপাকমাহ

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ ॥
ক্ষীরমস্ত্বারনালানাং পাকো নাস্তি বিনাম্ভসা।
সম্যক্‌পাকং ন গচ্ছন্তি তস্মাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি আয়ুর্ব্বেদপরিভাষাপ্রদীপ-সংগ্রহে দ্বিতীয়খণ্ডঃ।

গুরবঃ ॥ ৪৪ ॥ ষোড়শাষ্টচতুর্ভাগমিতি বায়ৌ পিত্তে চ কফে চ কষায়পানে ক্ষৌদ্রং প্রক্ষেপাম্। বায়ৌ ষোড়শাংশং পিত্তে অষ্টাংশং কফে চতুর্থাংশং। শর্করায়াস্তু বায়ৌ চতুর্থাংশং, পিত্তে অষ্টমাংশং, কফে ষোড়শাংশমিতি বিপরীতেতি বচনসামর্থ্যাৎ ॥ ৪৫ ॥

এতং তু বচনং কেবলক্ষীরপক্বপাচনাদৌ ক্ষীরপঞ্চমূল্যাদাবিত্যর্থঃ। নাত্মত্র তৈলঘৃতাদিপাকে, তত্র দ্রবান্তরমস্ত্বেব, কেবলতৈলাদিপাকে, চতুর্গুণং ক্ষীরমেবাস্তি ন দ্রবান্তরমস্তি তত্র কণ্ঠোক্তত্বাৎ পরিভাষা ন প্রবর্ত্ততে। যথা "অব্যক্তাস্ফুক্ত-লেশোক্তসন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকা" ইত্যভিপ্রেত্য ব্যাখ্যেয়মিতি গুরবঃ ॥ ৪৬ ॥

দোষভেদে মধু ও শর্করার প্রক্ষেপবিধি—ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিতে হইলে বাতজনিত রোগে ষোল অংশের এক অংশ, পিত্তজনিতরোগে আট অংশের এক অংশ এবং কফজনিত রোগে চারি অংশের এক অংশ মধু প্রয়োগ করিবে; কিন্তু শর্করা প্রয়োগ সম্বন্ধে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাতজনিতরোগে চারি অংশের এক অংশ, পিত্তজনিতরোগে আট অংশের এক অংশ এবং কফজনিতরোগে ষোলঅংশের একাংশ চিনি ব্যবহার করিবে ॥ ৪৫ ॥

দুগ্ধপাকবিধি—যে দ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাক করিতে হইবে, তাহার আটগুণ দুগ্ধ ও দুগ্ধের চারিগুণ জলগ্রহণ করিয়া একত্র সিদ্ধ করিবে। জল নিঃশেষ হইলে অর্থাৎ দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। জল ব্যতিরেকে দুগ্ধ, দধির

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথ স্নেহসাধনে ক্বাথ্যজলাদেঃ পরিমাণমাহ

ক্বাথ্যাচ্চতুর্গুণং বারি পাদস্থং স্যাচ্চতুর্গুণম্।
স্নেহাৎ স্নেহসমং ক্ষীরং কল্কস্তু স্নেহপাদিকঃ।
চতুর্গুণস্ত্বষ্টগুণং দ্রবদ্বৈগুণ্যতো ভবেৎ ॥ ১ ॥

অপিচ—অত্র দ্রবান্তরানুক্তৌ ক্ষীরমেব চতুর্গুণম।
দ্রবান্তরেণ যোগে হি ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ ॥ ২ ॥

পাক হয় না, তজ্জন্য চারিগুণ জল দিয়া পাক করা বিধি। ঘৃত তৈলাদিতে যে দুগ্ধ পাক করিতে হয়, সেস্থলে এ নিয়ম নহে, কেবল ক্ষীরাদিসিদ্ধ পাচন অর্থাৎ ক্ষীরপঞ্চমূল্যাদি পাচনের পক্ষে এই নিয়ম জানিবে ॥ ৪৬ ॥

দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

ঘৃতাদিপ্রস্তুতকরণে ক্বাথ্য ও জলাদির পরিমাণ—মোট ক্বাথ্য দ্রব্য যত হইবে, তাহার চারিগুণ জল দিয়া সিদ্ধ করত চতুর্থাংশাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথ স্নেহের চতুর্গুণ হইবে। স্নেহের সমান দুগ্ধ ও স্নেহের চতুর্থভাগ কল্ক গ্রহণ করিবে। এস্থলে চারি গুণ জলের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু দ্রববস্তুর দ্বিগুণ-গ্রহণ বিধি অনুসারে উহা ক্বাথ্য দ্রব্য অপেক্ষা আটগুণ গ্রহণ করিতে হইবে। ঘৃতাদি স্নেহপাকে ক্বাথ স্বরসাদি দ্রবান্তরের উল্লেখ থাকিলেই স্নেহের সমান দুগ্ধ দিতে হইবে; নতুবা কেবল দুগ্ধের উল্লেখ থাকিলে চারিগুণ দুগ্ধ দিবে ॥ ১।২ ॥

অন্যচ্চ।—জলমষ্টগুণং ক্বাথ্যাৎ ক্বাথশ্চ জলপাদিকঃ।

ক্বাথাচ্চ পাদিকঃ স্নেহঃ স্নেহাৎ কল্কস্তু পাদিকঃ॥ ৩॥

পঞ্চপ্রভৃতি যত্র স্যুর্দ্রবাণি স্নেহসংবিধৌ।

তত্র স্নেহসমান্যাহুরর্ব্বাক্ চ স্যাচ্চতুর্গুণম্ *॥ ৪॥

অস্যার্থঃ। অথ স্নেহাদের্যত্রেতি—যশোধরাব্যাখ্যামাহ অত্র মিলিত্বৈব চাতুর্গুণ্যমিতি, যুক্তমেব একাদিচতুর্দ্রবপর্য্যন্তম্। অন্যথাত্রানুপপত্তিঃ স্যাৎ। দ্রবচতুষ্টয়বিষয়েণ চরিতার্থমেব তদ্বচনং। তত্র দ্রবচতুষ্টয়সমত্বে তু ন বস্তুক্ষতিঃ। তস্মাদেকেস্যাপি চাতুর্গুণ্যম্ ইত্যাদিচতুঃসমমিত্যন্তা পরিভাষা দ্রবচতুষ্টয়বিষয়ে তাবৎ। যত্র স্নেহাদেঃ পাকবিধৌ দ্রবাণি পঞ্চ প্রভৃতি ষট্সপ্তাষ্টাধিকতরাণি চ দেয়ানি স্যুঃ, তত্র স্নেহসমানানি দেয়ানি। অর্ব্বাগিতি পঞ্চশব্দস্য অর্ব্বাক্ পঞ্চমাদিত্যর্থঃ। তেন একাদিচতুঃপর্য্যন্তং দ্রবাণাং চাতুর্গুণ্যং স্নেহভাগাপেক্ষয়া ইতি। এক-দ্বি-ত্রিদ্রবযোগেঽপি মিলিত্বা চাতুর্গুণ্যম্; চতুর্ষু

মতান্তর।—ক্বাথ্যদ্রব্য আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া জলের চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। ক্বাথের চতুর্থাংশ স্নেহদ্রব্য এবং স্নেহের চতুর্থাংশ কল্ক গ্রহণ করিবে॥৩॥ একটি, দুইটি, তিনটি অথবা চারিটি দ্রবপদার্থের সহিত স্নেহ পাক করিতে হইলে মিলিত দ্রব দ্রব্য, স্নেহের চতুর্গুণ গ্রহণ করিবে। পাঁচটি অথবা

---

* দ্রবাণি যত্র স্নেহেষু পঞ্চাদীনি ভবন্তি হি।

তত্র স্নেহসমান্যাহুর্যথাপূর্ব্বং চতুর্গুণম্॥

পঞ্চাদীনীতি পঞ্চষট্সপ্তাষ্টকানি তদতিরিক্তান্যপি যত্র স্নেহে দ্রবাণি দেয়ানি স্যুঃ, তত্রেমানি স্নেহতুল্যানি ভবন্তি। যথাপূর্ব্বমিতি প্রতিলোমরীত্যা পূর্ব্বং পূর্ব্বং চতুঃপ্রভৃত্যেকপর্য্যন্তং প্রত্যেকং স্নেহাচ্চতুর্গুণং দ্রবং দেয়মিতি কেচিদাহুঃ। অন্যেতু একাদিচতুঃপর্য্যন্তং মিলিত্বা চতুর্গুণং দদতে, তেনৈকস্যাপি চাতুর্গুণ্যং, দ্বাভ্যামপি ত্রয়াণামপি চতুর্ণামপি চাতুর্গুণ্যমিতি। যথা—মহেশ্বরশ্চক্রশেষটীকায়ামাহ। গুড়ূচীতৈলে গুড়ূচীক্বাথং দ্বাদশশরাবং দুগ্ধং শরাবচতুষ্টয়ম্ মিলিত্বা ষোড়শ শরাবং টীকায়াং লিখতি এবং দ্রাক্ষারসস্য ষোড়শ শরাবং দত্ত্বা একস্য দ্রবস্য চতুর্গুণং লিখতি। এবং ... যষ্টিমধুগাম্ভারিফলয়োর্মিলিতয়োশ্চতুঃষষ্টিপলং গৃহীত্বা পাকার্থং চতুঃষষ্টিশরাবে পানী... পক্ক্বাবশিষ্টষোড়শশরাবং দত্ত্বা তৈলত্রয়ং পচতি। যথা "গুড়ূচীক্বাথদুগ্ধাভ্যাং তৈ... দ্রাক্ষারসেন বা। সিদ্ধং মধুককাশ্মর্য্যরসৈর্ব্বা বাতরক্তনুৎ" ইতি

অন্যচ্চ। একদ্বিত্রিদ্রবদ্রব্যৈঃ কুর্য্যাৎ স্নেহাচ্চতুর্গুণম্।
ক্ষীরং স্নেহসমং দেয়ং চতুর্ভিশ্চ চতুর্গুণম্ ॥ ৫ ॥
কল্কাচ্চতুর্গুণং স্নেহঃ স্নেহাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্বাথ্যাচ্চতুর্গুণং বারি ক্বাথঃ স্নেহসমো ভবেৎ ॥ ৬ ॥
জলস্নেহৌষধানাঞ্চ প্রমাণং যত্র নেরিতম্।
পাদঃ স্যাদৌষধং স্নেহাৎ স্নেহাত্তোয়ং চতুর্গুণম্ ॥ ৭ ॥

দ্রবেষু তু প্রত্যেকং স্নেহস্য ভাগাপেক্ষয়া চাতুর্গুণ্যমিত্যেকে বদন্তি। এতেন চতুর্ণাং চাতুর্গুণ্যম্। ত্রয়াণামপি দ্বয়োরপি একস্যাপি চাতুর্গুণ্যম্। পঞ্চাপেক্ষয়া এষাম্ একাদিচতুর্ণাং প্রতি চার্ব্বাকত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

তাহার অধিক দ্রব দ্রব্যের উল্লেখ থাকিলে প্রত্যেকটি স্নেহের সমান গ্রহণ করা উচিত * ॥ ৪ ॥

মতান্তর।—একটি, দুইটি, তিনটি অথবা চারিটি দ্রব দ্রব্যের সহিত স্নেহ পাক করিতে হইলে মোট স্নেহের চতুর্গুণ দ্রব গ্রহণ করিবে। এবং দুগ্ধ স্নেহের সমান দিবে। চক্রপাণির মত—স্নেহপাকে যেখানে দুগ্ধ এবং অন্য ক্বাথ স্বরসাদি থাকিবে, তথায় দুগ্ধের সহিত স্নেহের চতুর্গুণ দ্রবদ্রব্য দিবে। কারণ স্নেহপাকে চতুর্গুণ দ্রব-দ্রব্যেরই বিধি আছে ॥ ৫ ॥

কল্কের চতুর্গুণ স্নেহ এবং স্নেহের চতুর্গুণ জল। ক্বাথ্যের চতুর্গুণ জল এবং ক্বাথ্য দ্রব্য স্নেহের সমান হওয়া উচিত ॥ ৬ ॥

স্নেহপাকে জল, স্নেহ ও ঔষধের পরিমাণ উক্ত না থাকিলে, স্নেহের চতুর্থাংশ ভেষজকল্ক এবং চতুর্গুণ জল গ্রহণ করিবে ॥ ৭ ॥

---

* কেহ কেহ—একটি, দুইটি, অথবা তিনটি দ্রবদ্রব্যের সহিত স্নেহপাক করিতে হইলে, মোট স্নেহের চতুর্গুণ এবং চারিটির সহিত পাক করিতে হইলে, প্রত্যেকটি স্নেহের [illegible]। কিন্তু ইহা শাস্ত্র সম্মত বা বহুবৈদ্যসম্মত নহে।

বৃষাদিকুসুমাৎ কল্কঃ কেবলস্নেহসিদ্ধয়ে।
যত্রোক্তঃ স্নেহপাদার্দ্ধঃ স্নেহকার্য্যে মনীষিভিঃ ॥ ৮ ॥

অন্যচ্চ। স্নেহঃ সিদ্ধ্যতি শুদ্ধাম্বু-নিঃকাথস্বরসৈঃ ক্রমাৎ।
কল্কস্য যোজয়েদংশং চতুর্থং ষষ্ঠমষ্টমম্ ॥ ৯ ॥
স্বরসক্ষীরমাঙ্গল্যৈঃ পাকো যত্রেরিতঃ ক্বচিৎ।
জলং চতুর্গুণং তত্র বীর্য্যাধানার্থমাবপেৎ ॥ ১০ ॥
ন মুঞ্চতি রসং দ্রব্যং ক্ষীরাদিভিরুপস্কৃতম্।
সম্যক্ পাকো ন জায়েত তস্মাত্তোয়ং চতুর্গুণম্ ॥ ১১ ॥

স্বরসক্ষীরমাঙ্গল্যৈরত্রোপলক্ষণে তৃতীয়া। মাঙ্গল্যং দধি ॥ ১০ ॥ বিষ্ণুতৈলপাকে কেবলং দুগ্ধচতুর্গুণে পাকস্তত্র বীর্য্যাধানার্থং জলং চতুর্গুণং কেচিদিচ্ছন্তি, তদসৎ। নায়ং ক্ষীরপাকঃ, কিন্তু ক্ষীরচতুর্গুণে তৈলস্য পাকঃ, নেদং তৈলং দ্রবপ্রধানম্, এতদঙ্গবরং তৈলমিতি গ্রন্থান্তরে পাঠাৎ, অঙ্গবরং কল্কপ্রধানমিত্যর্থঃ। অথবা পাকো দ্বিবিধঃ ক্ষীরস্য, ক্ষীরকরণকঃ ক্ষীরকর্ম্মকঃ। অত্র পুনঃ ক্ষীরকরণকঃ পাকঃ। ক্ষীরকর্ম্মকঃ ক্ষীরপাকঃ "দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্" ইতি বচনাৎ। অত্র চতুর্গুণং দ্রবং বিনা সম্যক্ পাকো ন স্যাদিত্যর্থঃ। যদি তু বিষ্ণুতৈলে

বাসকাদি পুষ্পের কল্কে স্নেহপাক করিবার বিধি থাকিলে, স্নেহের অষ্টমাংশ কল্ক গ্রহণ করিবে ॥ ৮ ॥

কেবল জলের সহিত স্নেহপাক করিতে হইলে স্নেহের চতুর্থাংশ, ক্বাথের সহিত পাক করিতে হইলে ষষ্ঠাংশ এবং স্বরসের সহিত পাক করিতে হইলে অষ্টমাংশ কল্ক প্রদান করিবে। কিন্তু এই পরিভাষা চরক সুশ্রুত সম্মত নহে ॥ ৯ ॥

কেবল স্বরস, দুগ্ধ বা দধির সহিত স্নেহপাক করিতে হইলে ঔষধের বীর্য্যাধানার্থ চারিগুণ জল দিবে। কারণ, কেবল দুগ্ধাদি দ্বারা স্নেহপাক করিলে তাহাদের গাঢ়তা প্রযুক্ত কল্ক দ্রব্যের রস সম্যক্‌রূপে নির্গত হয় না, তজ্জন্য চারিগুণ জল দেওয়া উচিত। এই পরিভাষানুসারে কেহ কেহ বিষ্ণু তৈল চারিগুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিবার বিধি থাকিলেও তাহাতে চারিগুণ জল দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। দুগ্ধপাক দুই প্রকার, দুগ্ধ দ্বারা স্নেহের পাক

স্নেহপাকবিধৌ যত্র ক্ষীরমেকন্তু কথ্যতে।
তোয়াদীনামনির্দ্দেশে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্॥ ১২॥
অকল্কোঽপি ভবেৎ স্নেহো যঃ সাধ্যঃ কেবলে দ্রবে॥ ১৩॥
স্নেহপাকবিধৌ যত্র প্রমাণং নেরিতং ক্বচিৎ।
স্নেহস্য কুড়বং তত্র পচেৎ কল্কপলেন তু॥
মানানুক্তৌ ঘৃতে তৈলে প্রস্থমাহুশ্চিকিৎসকাঃ॥ ১৪॥
দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি বহুমাত্রাচ্চ পাদিকম্।
যোগং যদি পচেন্মূঢ়ো হীনবীর্য্যং ভবেৎ তদা॥ ১৫॥

জলং চতুর্গুণং দদাতি তদা দ্রববাহুল্যদোষঃ স্যাৎ, চতুর্গুণদুগ্ধেনৈব ফলসিদ্ধেঃ, গুরবস্ত্বাহুঃ। পরিভাষা তু কণ্ঠোক্তং বিনা ইতি শেষঃ॥ ১১॥

এতদেব সমাধানমত্র্যাচিতম্॥ ১২॥

উক্ত তৈল দুগ্ধদ্বারা পাক হইবে, সুতরাং এ স্থলে চারিগুণ জল দিলে দ্রববাহুল্য দোষ ঘটিবে। যেখানে (ক্ষীর-পঞ্চমূল্যাদি পাচনে) দুগ্ধের পাক হইবে, তথায় দুগ্ধের চতুর্গুণ জল দেওয়া উচিত। কোন কোন পণ্ডিত এই পরিভাষা ঋষি প্রণীত নহে বলিয়া গ্রাহ্য করেন না॥ ১০। ১১॥

স্নেহপাক বিষয়ে যদি জলাদি অন্য দ্রব পদার্থের উল্লেখ না থাকিয়া কেবল একমাত্র দুগ্ধেরই উল্লেখ থাকে অর্থাৎ যদি কেবল দুগ্ধ দিয়াই স্নেহ পাক করিতে হয়, তাহা হইলে স্নেহের চারিগুণ দুগ্ধ দিতে হইবে॥ ১২॥

কল্কব্যতিরেকে কাথ স্বরসাদি দ্রব দ্রব্য দ্বারাও স্নেহপাক হইয়া থাকে॥ ১৩॥

স্নেহপাকবিধানে স্নেহের কোন পরিমাণ উল্লিখিত না হইলে চারি পল স্নেহ একপল কল্কের সহিত পাক করিবে। এই পরিভাষা নস্যার্থ স্নেহ পাক বিষয়ে জানিবে। অন্যত্র ঘৃত বা তৈলের পরিমাণ উক্ত না হইলে এক প্রস্থ (দ্রবদ্বৈগুণ্যে চারিসের) গ্রহণ করিবে। কোন কোনও অনভিজ্ঞ চিকিৎসক শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা বহু মাত্রায় অথবা হীনমাত্রায় তৈলাদি পাক করে, তাহাতে ঔষধের গুণ হানি হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রে যে ঔষধ যে মাত্রায় প্রস্তুত করিবার সেই মাত্রাতেই প্রস্তুত করিবে॥ ১৪॥ ১৫॥

তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা।
অনুক্তে দ্রবকার্য্যে তু সর্ব্বত্র সলিলং মতম্॥ ১৬॥

অন্যেঽপ্যাহুঃ—অঙ্গেঽপ্যনুক্তে বিহিতন্তু মূলং
ভাগেঽপ্যনুক্তে সমতা বিধেয়া।
দ্রব্যেঽপ্যনুক্তে জলমেব দেয়ং
কালেঽপ্যনুক্তে দিবসস্য পূর্ব্বম্॥ ১৭॥

প্রসারণ্যাদিনির্দ্দিষ্টং শতমেকং পৃথক্ পৃথক্।
জলদ্রোণেন চৈকৈকং সাধয়েৎ শ্লক্ষ্ণকুট্টিতম্॥
ক্বাথ্যদ্রব্যস্য বাহুল্যাদুদকং স্বল্পমেবতু।
সম্যক্ পাকং ন জায়েত হীনবীর্য্যস্তু কেবলম্॥ ১৮॥

যে সকল ক্বাথে ক্বাথ্যের পরিমাণ একতুলা নির্দ্দিষ্ট, অথচ জলপরিমাণের কোন উল্লেখ নাই, সেস্থলে জলের পরিমাণ এক দ্রোণ অর্থাৎ দ্রবদ্রব্যের দ্বৈগুণ্যপ্রযুক্ত ৬৪ সের গ্রহণ করিবে। আর যে স্থলে জলের পরিমাণ এক দ্রোণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু ক্বাথ্য পরিমাণের উল্লেখ নাই, সে স্থলে ক্বাথ্য দ্রব্য একতুলা (সাড়ে বারসের) গ্রহণ করিবে। দ্রবকার্য্যে দ্রবের বিশেষ কোন নির্দ্দেশ না থাকিলে জল গ্রহণ করিবে॥ ১৬॥

প্রকারান্তর।—উদ্ভিদের কোন্ অঙ্গ লইতে হইবে বলা না থাকিলে মূল, দ্রব্য সমূহের ভাগ অনুক্ত হইলে সকলের সমান সমান ভাগ, দ্রব পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে জল এবং কালের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্রাতঃকাল বুঝিতে হইবে॥১৭॥

ক্বাথার্থ প্রসারণীপ্রভৃতি বহু পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট থাকিলে প্রতি শতপল প্রসারণী দ্রোণপরিমিত জলে পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধ করিয়া লইবে, কারণ একবারে সমস্ত ক্বাথ করিয়া লইতে হইলে ক্বাথ্যদ্রব্যের আধিক্যহেতু তাহার উপযুক্ত পরিমাণ জল একবারে দেওয়া যায় না, সুতরাং জলের অল্পতা প্রযুক্ত সম্যকরূপে সিদ্ধ না হওয়ায়, গুণের হানি হইয়া থাকে॥ ১৮॥

কল্ককাথাবনির্দ্দেশে গণাৎ তস্মাৎ সমাহরেৎ।
সমস্তবর্গমর্দ্ধং বা যথালাভমথাপি বা।
প্রযুঞ্জীত ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ কালসাত্ম্যবিভাগবিৎ ॥ ১৯ ॥
যত্রাধিকরণেনোক্তির্গণে স্যাৎ স্নেহসংবিধৌ।
তত্রৈব কল্কনির্য্যূহাবিষ্যেতে স্নেহবেদিনা ॥ ২০ ॥
গণোক্তমপি যদ্দ্রব্যং ভবেদ্ব্যাধাবযৌগিকম্।
তদুদ্ধরেদ্ যৌগিকন্তু প্রক্ষিপেদ্ যদকীর্ত্তিতম্ ॥ ২১ ॥

যত্রেত্যাদি। অধিকারিতয়া যত্র গণত্বমধিকৃতং তত্রোভয়কল্পনা, যত্র তন্নাস্তি তত্র কল্ককল্পনৈব। অতশ্চক্রপাণিকৃতসংগ্রহে পিপ্পল্যাদিঘৃতে তেনৈব পরিভাষা লিখিতা। তত্র নিশ্চলকরেণ ব্যাখ্যাতম্ নচায়ং পিপ্পল্যাদিগণোঽধিকরণেন উক্তিরিতি। অতঃ পিপ্পল্যাদেঃ কল্কসাধ্যত্বং জ্ঞেয়ম্ ন কাথকল্কৌ কুর্য্যাদিতি। অত্র চোক্তম্ "এতদ্বাক্যবলাদেব কল্কসাধ্যং পরং ঘৃতমিতি।" যত্র স্নেহসাধনে অধিকরণেন উক্তিঃ স্যাত্তত্রগণে কল্কনির্য্যূহৌ সাধ্যৌ। যত্র গণে অধিকরণেন উক্তির্নাস্তি তত্র কল্ককল্পনৈব, ন কাথঃ কার্য্য ইতি ॥ ২০ ॥

যত্র ব্যাধৌ যে গণাঃ সন্তি তত্রৈব ধাত্বপেক্ষয়া ন বিহিতাস্তত্র গণোক্তা অপি অযৌগিকত্বাদ্ধেয়াঃ, ধাতুব্যাধ্যনুরূপমকীর্ত্তিতমপি যৌগিকং প্রক্ষিপেৎ। যথা বায়ৌ রুক্ষশৈত্যাদি। তীক্ষ্ণকটুকাদি পিত্তে। কফে স্নিগ্ধমধুরাদি। এতৎ সর্ব্বং গণোক্তমপি ন দেয়ং, বাতাদিষু যদ্যদুক্তং তদেব দেয়ং। যদুক্তং লৌহশাস্ত্রে পাতঞ্জলাদয়ঃ। "উচিতমপি হেয়মৌষধমনুচিতমুপাদেয়মিতি সঙ্ক্ষেপঃ"। উচিতমপ্যযৌগিকং হেয়ম্, অনুচিতং যৌগিকমপি ধাত্বনুরূপমুপাদেয়ং গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ঘৃতাদি স্নেহপাকাগ্রে যে স্থলে বিদারীগন্ধাদি গণ, আরগ্বধাদি গণ এইরূপ "গণ" শব্দের উল্লেখ থাকিবে, তথায় স্নেহপাকবিদ্ বৈদ্য উক্ত "গণের" কল্ক ও কাথ উভয়ই গ্রহণ করিবে। "গণ" এই কথার উল্লেখ না থাকিলে কেবল কল্কই গ্রহণ করিবেন *। গণোক্ত দ্রব্য সমূহের সমস্ত, অর্দ্ধেক অথবা যতগুলি পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাই কালসাত্ম্যবিভাগবিৎ চিকিৎসক স্নেহপাক সমাপ্ত করিবেন। আরও গণোক্তদ্রব্য

---

* যেস্থলে দ্রব্যসমূহের কাথ বা কল্ক লইবার বিশেষ বিধি না থাকিবে, তথায় কাথ কল্ক উভয়ই গ্রহণ করিবে। "গণ" শব্দের অর্থ দ্রব্য সমূহ। সুতরাং কেবল আজ্ঞামাত্র সাধ্য গ্রহণ করিবে। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের মত।

শার্ঙ্গধরস্ত্বাহ।

কল্কাচ্চতুর্গুণীকৃত্য ঘৃতং বা তৈলমেব বা।
চতুর্গুণদ্রবে সাধ্যং তস্য মাত্রা পলোন্মিতা ॥ ২২ ॥

ক্ষীরে দ্বিরাত্রং স্বরসে ত্রিরাত্রং তক্রারনালাদিষু পঞ্চরাত্রম্।
স্নেহং পচেদ্বৈদ্যবরঃ প্রযত্নাদিত্যাহুরেকে ভিষজঃ প্রবীণাঃ * ॥

দ্বাদশাহন্তু মূলানাং বল্লীনাং ক্রমমেব চ।
একাহং ব্রীহিমাংসানাং পাকং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ২৩ ॥

পলোন্মিতেতি পানাদৌ মাত্রা দেয়া নিষ্পন্নস্য ঘৃতাদেঃ ২২ ॥

সমূহের মধ্যে সমস্ত বা আংশিক দ্রব্য যদি রোগ ও রোগির প্রকৃতির অনুপযোগী হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে এবং কথিত না হইলেও যাহা উপযোগী বোধ হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে ॥ ১৯—২১ ॥

পাকনিষ্পন্ন ঘৃতাদির পানমাত্রা—কল্কের চতুর্গুণ ঘৃত বা তৈল চতুর্গুণ দ্রবে পাক করিবে। সেই পাকনিষ্পন্ন ঘৃতাদি এক পল মাত্রায় (উপযুক্ত মাত্রায়) পান করিতে দিবে, ইহা শার্ঙ্গধরের মত ॥ ২২ ॥

স্নেহপদার্থ দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দুই রাত্রি, স্বরসের সহিত পাব তিনরাত্রি এবং তক্র কাঁজী প্রভৃতির সহিত পাক করিয়া পাঁচ রাত্রি ন্যূন বিরাম দিবে। মূল ও লতার পাক দ্বাদশ দিবসে এবং ব্রীহি (ধান্য মাষাদি) ও মাংসের পাক, সেই দিবসেই সম্পন্ন করিবে। (পাঠান্তরের অর্থ—দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দুইরাত্রি, স্বরসের সহিত পাক করিয়া তিনরাত্রি, কষায়ের সহিত পাক করিয়া পাঁচরাত্রি এবং দধি ও কাঁজির সহিত পাক করিয়া একরাত্রি ন্যূন পক্ষে বিশ্রাম দিবে। যেখানে কেবল কল্কের সহিত স্নেহ পাক করিবার বিধি আছে তথায় চতুর্গুণ জল দিয়া পাঁচরাত্রি বিশ্রাম দিবে) ॥ ২৩ ॥

---

* স্নেহান্ বিপাচ্যৈব বিরামমেবং তু ক্ষীরে দ্বিরাত্রং স্বরসে ত্রিরাত্রম্, চ পঞ্চরাত্রং কষায়সারে পুনরেকরাত্রম্। ইতি পাঠান্তরম্।

চতুর্গুণং মৃদুদ্রব্যে কঠিনেঽষ্টগুণং জলম্।
তথাচ মধ্যমে দ্রব্যে দদ্যাদষ্টগুণং পয়ঃ।
অত্যন্তকঠিনে দ্রব্যে নীরং ষোড়শিকং মতম্॥ ২৪॥
কর্ষাদিতঃ পলং যাবৎ ক্ষিপেৎ ষোড়শিকং জলম্।
তদূর্দ্ধং কুড়বং যাবদ্ ভবেদষ্টগুণং পয়ঃ।
প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং খারীং যাবচ্চতুর্গুণম্॥ ২৫॥
অম্বুক্কাথরসৈর্যত্র পৃথক্ স্নেহস্য সাধনম্।
কল্কস্যাংশং তত্র দদ্যাচ্চতুর্থং ষষ্ঠমষ্টমম্॥ ২৬॥
দুগ্ধে দধ্নি রসে তক্রে কল্কো দেয়োঽষ্টমাংশিকঃ।
কল্কস্য সম্যক্ পাকার্থং তোয়মত্র চতুর্গুণম্॥ ২৭॥

কেবলজলসিদ্ধে স্নেহমাত্রে কল্কস্য চতুর্থাংশং স্নেহাপেক্ষয়া দেয়ম্। এবং ক্রমাৎ কেবলস্তু কাথসিদ্ধে কল্কস্য ষড়ংশং দেয়ম্। রসৈরিতি স্বরসৈঃ সিদ্ধে কল্কস্যাষ্টাংশং দেয়মিত্যর্থঃ॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ। কেবলদুগ্ধসিদ্ধে তৈলাদৌ স্নেহাদষ্টাংশিকঃ কল্কো কার্য্যঃ। এবং দধিরস ইতি স্বরূপে। তক্র ইতি পারিভাষিকতক্রে সর্ব্বত্রাষ্টাংশিকঃ কল্কোদেয়ঃ। তষাং ঘনত্বেন কদাচিৎ সম্যক্ পাকাঽভাবত্বাৎ সর্ব্বস্মিন্নপি চতুর্গুণং জলং দাপয়ন্তি ক ২৭॥

মৃদু দ্রব্যে চারিগুণ, কঠিন দ্রব্যে এবং নাতি মৃদু নাতি কঠিন দ্রব্যে আটগুণ ও অত্যন্ত কঠিন দ্রব্যে ষোলগুণ জল দিয়া চতুর্থাংশাবশেষ থাকিতে নামাইবে। কর্ষ হইতে পলপরিমিত কাথ্যদ্রব্যে ষোলগুণ জল, তদূর্দ্ধ কুড়ব পর্য্যন্ত আটগুণ জল এবং প্রস্থ হইতে খারী পর্য্যন্ত চারিগুণ জল দিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে॥ ২৪। ২৫॥

কেবল জলদ্বারা স্নেহের পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থাংশ, কেবল কাথদ্বারা স্নেহের পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের ষষ্ঠাংশ এবং স্বরস স্নেহের পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ লইবে॥ ২৬॥

কেবল দুগ্ধ, দধি, স্বরস বা তক্র দ্বারা স্নেহপাক করিতে হইলে, কল্ক দ্রব্য স্নেহের পাকার্থ চতুর্গুণ জল দিতে হইবে॥ ২৭॥

দ্রবেণ কেবলেনৈব স্নেহপাকো ভবেদ্ যদি।
তত্রাম্বুপিষ্টকল্কঃ স্যাদ্ দ্রবঞ্চাত্র চতুর্গুণম্॥
ক্বাথেন কেবলেনৈব পাকো যত্রেরিতঃ ক্বচিৎ।
ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কল্কোঽপি তত্র স্নেহে প্রযুজ্যতে॥
কল্কহীনস্তু যঃ স্নেহঃ স সাধ্যঃ কেবলে দ্রবে॥ ২৮॥
পুষ্পকল্কস্তু যঃ স্নেহস্তত্র তোয়ং চতুর্গুণম্।
স্নেহাৎ স্নেহাষ্টমাংশস্তু পুষ্পকল্কঃ প্রযুজ্যতে॥ ২৯॥

অথ স্নেহনিষ্পত্তিলক্ষণমাহ

স্নেহকল্কো যদাঙ্গুল্যা বর্ত্তিতো বর্ত্তিবদ্ভবেৎ।
বহ্নৌ ক্ষিপ্তে চ নো শব্দস্তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ *॥
শব্দব্যুপরমে প্রাপ্তে ফেনস্যোপরমে তথা।
গন্ধবর্ণরসাদীনাং সম্পত্তৌ সিদ্ধিমাদিশেৎ।

কেবল ক্বাথদ্বারা যেখানে স্নেহপাকের বিধি আছে, তথায় বুঝিতে হইবে যে, ঐ ক্বাথেরই কল্ক সহ স্নেহ পাক করিতে হইবে। কিন্তু কল্ক ব্যতিরেকেও কেবল দ্রব দ্রব্য দ্বারা অর্থাৎ স্বরসাদি দ্বারা স্নেহপাক করা যায়, (এই কয়েকটি পরিভাষা চরক-সুশ্রুতসম্মত নহে বলিয়া, পণ্ডিতগণ এই মত গ্রাহ্য করেন না। বিধানেই ক্বাথ ও কল্ক প্রদান করিয়া থাকেন)॥ ২৮॥

পুষ্পকল্ক গ্রহণবিধি—স্নেহপাকে পুষ্প যদি কল্কদ্রব্য হয়, তাহা হইলে স্নেহের চতুর্গুণ জল দিবে এবং পুষ্পকল্ক স্নেহের অষ্টমাংশ লইবে॥ ২৯॥

স্নেহপাকজ্ঞানবিধি—স্নেহের কল্কপদার্থ পাকাঙ্গুলির যখন বাতির ন্যায় হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে কোন শব্দ হয় না, তখন স্নেহপাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। আরও যখন শব্দের ও ফেনের নিবৃত্তি এবং যথোপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপ হয়, তখন জানিবে, ঘৃতের পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে। তৈলের পাকবিধিও ঘৃতবৎ

* ক্ষিপ্তে কৃশানৌ ন করোতি শব্দং নাঙ্গুষ্ঠলেপী বিশদোঽপি নাস্তি। সম্যক্ সুপৈতি কল্কো নিষ্পত্তিরেষা ঘৃততৈলয়োস্তু। ইত্যন্যৈঃ পাঠঃ।

ফেনোঽতিমাত্রং তৈলস্য শেষং ঘৃতবদাদিশেৎ ॥ ৩০ ॥
অস্মিন্নবসরে তোয়ং ক্ষারসাধ্যং ক্ষতাদিষু।
ফেনোদয়স্য নিষ্পিত্তির্ঘটদুগ্ধসমাকৃতিঃ ॥
স এব তস্য পাকস্য কালো নেতরলক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥
স্নেহপাকস্ত্রিধা প্রোক্তো মৃদুর্ম্মধ্যঃ খরস্তথা।
ঈষৎ সরসকল্কস্তু স্নেহপাকো মৃদুর্ভবেৎ ॥
মধ্যপাকস্য সিদ্ধিশ্চ কল্কে নীরসকোমলে।
ঈষৎ কঠিনকল্কশ্চ স্নেহপাকো ভবেৎ খরঃ ॥
তদূর্দ্ধং খরপাকঃ * স্যাদ্ দাহকৃন্নিষ্প্রয়োজনঃ।
আমপাকশ্চ নির্ব্বীর্য্যো বহ্নিমান্দ্যকরো গুরুঃ † ॥ ৩২
নস্যার্থং স্যান্মৃদুঃ পাকো মধ্যমঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
অভ্যঙ্গার্থং খরঃ প্রোক্তো যুঞ্জ্যাদেবং যথোচিতম ॥ ৩৩

বিধির ন্যায় জানিবে; প্রভেদ এই শেষপাকে তৈলের অতিমাত্র ফেনোদ্গম হই[illegible] থাকে ॥ ৩০ ॥

ক্ষতাদিতে যে সকল ক্ষারসাধ্য জল পাক করিতে হয়, শেষপাক কালে [illegible] [illegible]দ্যা) দুগ্ধের ন্যায় তাহার ফেন উদ্গম হয়, ইহাই ক্ষারসাধ্য জলের শেষ পা[illegible] অন্যলক্ষণ নাই ॥ ৩১ ॥

স্নেহপাক তিন প্রকার; মৃদু, মধ্য ও খর। কল্কদ্রব্য ঈষৎ সরস থাকিলে মৃ[illegible] নীরস অথচ কোমল থাকিলে মধ্য এবং ঈষৎ কঠিন থাকিলে খরপাক জানিবে তাহার অতিরিক্ত পাককে দগ্ধপাক কহে; দগ্ধপাক দাহকর ও নিষ্প্রয়োজন। আমপ[illegible] স্নেহ হীনবীর্য্য অগ্নিমান্দ্যকারি ও গুরু। নস্যার্থ মৃদুপাক, অভ্যঙ্গার্থ খরপাক এবং মধ[illegible] [illegible]

* দগ্ধপাকঃ স্যাদিতি বা পাঠঃ।

† অস্যৎপাকলক্ষণমাহ।—বর্ত্তিবৎ স্নেহকল্কঃ স্যাদঙ্গুল্যাচ বিবর্ত্তিতঃ। শব্দহীনোঽ[illegible] স্নেহ[illegible] ভবেত্তদা। যদা ফেনোদ্গমস্তৈলে ফেনহীনস্তু সর্পিষি। বর্ণগন্ধরসে[illegible] [illegible]ত্তদা ভবেৎ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

অন্যচ্চ। মৃদুর্নস্যে খরোঽভ্যঙ্গে বস্তৌ পানে চ মধ্যমঃ।
তুল্যে কল্কে চ নির্য্যাসে ভেষজানাং মৃদুঃ স্মৃতঃ।
শম্পাক ইব নির্য্যাসো মধ্যো দার্ব্বীং বিমুঞ্চতি॥
শীর্য্যমাণে তু নির্য্যাসে বর্ত্তমানে খরঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪॥
সর্ব্বেষামিহ দ্রব্যাণাং মধ্যপাকঃ প্রশস্যতে।
বরং পাকো মৃদুঃ কার্য্যঃ তথাপি ন খরো মতঃ॥
কিঞ্চিদ্বীর্য্যং মৃদুর্ধত্তে তজ্জহাতি খরঃ পুনঃ॥ ৩৫॥
ঘৃত-তৈল-গুড়াদীংশ্চ নৈকাহাদবতারয়েৎ।
ব্যুষিতাস্ত প্রকুর্ব্বন্তি বিশেষেণ গুণান্ যতঃ॥
কেবলং ব্রীহিজস্ত্বঙ্গ-কাথো ব্যুষ্টস্ত দোষলঃ *॥ ৩৬॥

অথ গুড়পাকলক্ষণমাহ

যদা দর্ব্বীপ্রলেপঃ স্যাদ্ যদা বা তন্তুলী ভবেৎ।
তোয়পূর্ণে চ পাত্রে তু ক্ষিপ্তো ন প্লবতে গুড়ঃ॥

অপর মত।—নস্যে মৃদুপাক, অভ্যঙ্গে খরপাক এবং পান ও বস্তিক্রিয়ায় মধ্যপাক প্রয়োগ করিবে।

মতান্তর।—ঔষধনির্য্যাস কল্কের ন্যায় হইলে মৃদুপাক, সোঁদালের আঠার ন্যায় হইলে মধ্যপাক এবং বর্ত্তি শীর্য্যমাণ হইলে তাহা খরপাক জানিবে॥ ৩৪॥

সকল দ্রব্যেরই মধ্যপাক প্রশস্ত। বরং মৃদুপাক ভাল, তথাপি খরপাক করিবে না। কারণ, মৃদুপাকে ঔষধের কিঞ্চিৎ গুণ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু খরপাকে তাহাও থাকে না॥ ৩৫॥

ঘৃত তৈল ও গুড়াদির পাক এক দিবসে সমাপন করিবে না। ঘৃতাদি উষিত অর্থাৎ অধিকদিন পচিলে বিশেষ গুণকর হইয়া থাকে। কেবল ব্রীহি (ধান্য-মাষাদি) এবং প্রাণ্যঙ্গকৃত কাথের পাক সেই দিবসেই সম্পন্ন করিবে নতুবা তাহা বাসি হইলে দোষযুক্ত হইবে॥ ৩৬॥

---

* ঘৃত-তৈল-গুড়াদীংশ্চ সাধয়েন্নৈকবাসরে। কুর্ব্বন্তি ব্যুষিতাস্তে তে বিশেষাদ্গুণসঞ্চয়ম্।

ক্ষিপ্তস্তু নিশ্চলস্তিষ্ঠেৎ পতিতস্তু ন শীর্য্যতি।
এষ পাকো গুড়াদীনাং সর্ব্বেষাং পরিকীর্ত্তিতঃ।
সুখমর্দ্দঃ সুখস্পর্শো গন্ধবর্ণরসান্বিতঃ।
পীড়িতো ভজতে মুদ্রাং গুড়ঃ পাকমুপাগতঃ॥
গুড়বদ্‌গুগ্‌গুলোঃ পাকঃ সবন্ধস্তু * বিশেষতঃ।
শ্রেষ্ঠমধ্যমহীনেষু দ্বাদশাষ্টচতুষ্টয়ৈঃ।
মাষকৈর্গুগ্‌গুলোর্মাত্রাং ব্যাধিং বীক্ষ্য প্রযোজয়েৎ॥ ৩৭॥

অথ লৌহশোধনাদিপরিভাষামাহ

যদাহুস্ত্রিবিক্রমাদয়ঃ লৌহপ্রদীপে—
শুদ্ধ্যর্থং ত্রিফলা লৌহাৎ কর্ত্তব্যা দ্বিগুণা সদা।
চতুর্গুণং ফলাৎ তোয়মর্দ্ধভাগাবশেষিতম্॥

গুড়পাকের লক্ষণ—দর্ব্বী (তাড়ু) দ্বারা গুড় আলোড়ন কালে তাহাতে যদি উহা প্রলেপের মত সংলগ্ন হয় কিংবা কিঞ্চিৎ গুড় তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা আবর্ত্তন করিলে যদি তাহা তন্তুর ন্যায় হয় অথচ ছাড়্‌ থাকে অর্থাৎ হাতে জড়াইয়া না ধরে, অথবা কোনও জলপূর্ণ পাত্রে কিঞ্চিৎ গুড় নিক্ষেপ করিলে যদি উহা নিশ্চল ভাবে থাকে ও ক্রমশঃ সূতার ন্যায় নির্গত হয় বা পাত্রের অধোভাগে নিমগ্ন হইলেও ছড়াইয়া না পড়ে, তাহা হইলে গুড়ের পাক হইয়াছে জানিবে। আরও যে সময়ে গুড় অনায়াসে মর্দ্দন বা স্পর্শ করা যায়, উপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রসবিশিষ্ট হয় এবং অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে গুড়ের উপর অঙ্গুলির চিহ্ন পতিত হয়, তখন গুড়ের সম্যক্ পাক হইয়াছে, নিশ্চয় করিবে। গুগ্‌গুলুর পাক গুড়পাকের ন্যায়, বিশেষ এই—গুড় পাকশেষে তরল থাকে, গুগ্‌গুলু গাঢ় হয়। প্রবলাগ্নিবলাদি বিবেচনা করিয়া যথাক্রমে গুগ্‌গুলু বার, আট এবং চারি মাষা প্রয়োগ করিবে॥৩৭॥

লৌহশোধনাদি বিধি।—ত্রিবিক্রমাদি পণ্ডিতগণ লৌহপ্রদীপ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন -শোধনার্থ লৌহের দ্বিগুণ ত্রিফলা চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-

---

* গন্ধস্তু তথা রসো গন্ধ ইতি পাঠান্তরদ্বয়ম্।

এষ এব বিধির্নিত্যং ক্ষালনেঽপি প্রশস্যতে ॥ ৩৮ ॥
বধার্থং ত্রিফলা গ্রাহ্যা লৌহান্নিত্যং চতুর্গুণা।
তোয়মষ্টগুণন্তত্র চতুর্ভাগাবশেষিতম্ ॥
ভানুপাকার্থমিচ্ছন্তি ত্রিফলাময়সা সমাম্।
সলিলং দ্বিগুণন্তত্র চতুর্ভাগাবশেষিতম্ ॥
পাচ্যদ্রব্যাৎ তু পাকার্থং ত্রিফলা ত্রিগুণেরিতা।
স্যাৎ ষোড়শগুণং তোয়মষ্টভাগাবশেষিতম্ ॥ ৩৯ ॥
অন্যানি যানি বস্তূনি যোক্তব্যানি পুটাদিষু।
তানি লৌহসমান্যাহুর্জলং প্রাগেব কীর্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥
লভ্যতে স্বরসো যেষাং তেষাং ক্বাথোঽত্র নেষ্যতে।
ত্রিফলাব্যতিরেকেণ মতমেতৎ পতঞ্জলেঃ ॥
এষ এব বিধির্নিত্যং ক্ষালনেঽপি প্রশস্যতে ॥ ৪১ ॥

ভাগাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে প্রস্তুত ক্বাথ লৌহ প্রক্ষালনে প্রশস্ত ॥ ৩৮ ॥

মারণার্থ—লৌহের চতুর্গুণ ত্রিফলা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশেষ থাকিতে নামাইবে। আর ভানুপাকার্থ—লৌহের সমান ত্রিফলা দ্বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে। পাকার্থ—লৌহের ত্রিগুণ ত্রিফলা ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টভাগাবশেষ থাকিতে নামাইবে ॥ ৩৯ ॥

পুটপাকার্থ যে সকল বস্তুর বিধান আছে, তাহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে ক্বাথ্যদ্রব্য লৌহের সমান গ্রহণ করিয়া মৃদু-মধ্য-কঠিন ভেদে যথাক্রমে চারিগুণ, আটগুণ এবং ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থ ভাগ, অষ্টমভাগ এবং ষোড়শভাগ থাকিতে নামাইয়া লইবে ॥ ৪০ ॥

ত্রিফলা ব্যতীত যে সকল দ্রব্যের স্বরস পাওয়া যাইবে, তাহাদের ক্বাথ করিবে না, স্বরসই লইবে। ইহা পতঞ্জলির মত। লৌহ প্রক্ষালন বিষয়েও এই বিধিই প্রশস্ত ॥ ৪১ ॥

লৌহবৎ ত্রিফলা ব্যোম্নি ত্রিফলাবৎ পয়োমতম্।
প্রাক্‌কীর্ত্তিতং জলঞ্চাত্র মৃদুমধ্যাদিভেদতঃ ॥ ৪২ ॥
মৃদুমধ্যকঠোরত্বাৎ ক্বাথ্যদ্রব্যং ত্রিধা মতম্।
ক্বাথ্যদ্রব্যানুসারেণ দেয়ং স্থাপ্যং জলং ত্রিধা ॥ ৪৩ ॥

পতঞ্জলিশ্চাহ সামান্যপরিভাষাং লৌহমারণার্থম্।

দ্বিগুণা ত্রিফলা লৌহাৎ ফলাৎ ষোড়শিকং জলম্।
অষ্টভাগাবশিষ্টস্তু মারণে জলমিষ্যতে ॥ ৪৪ ॥
সমা চ ত্রিফলা গ্রাহ্যা জলঞ্চাষ্টগুণস্তথা।
বধার্থে স্থাপয়েৎ তোয়ং তস্যার্দ্ধং বস্ত্রশোধিতম্ ॥ ৪৫ ॥
বধার্থেন সমং গ্রাহ্যং পাকার্থঞ্চ সমং ফলম্।
অষ্টভাগাবশিষ্টঞ্চ পাকার্থং জলমিষ্যতে ॥
এবং জলং ফলং প্রোক্তং যথাসংখ্যেন যোজয়েৎ ॥ ৪৬

অভ্রবিষয়েও লৌহবৎ ত্রিফলা এবং জল গ্রহণ করিবে। ত্রিফলা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের মৃদু মধ্যাদি ভেদে উপরি কথিত বিধানে জল গ্রহণ করিবে ॥ ৪২ ॥

মৃদু, মধ্য, কঠিন ভেদে ক্বাথ্যদ্রব্য তিন প্রকার, সুতরাং ক্বাথ্য দ্রব্যানুসারে জলের পরিমাণও তিন প্রকার জানিবে ॥ ৪৩ ॥

লৌহমারণ।—পতঞ্জলিকথিত সামান্য পরিভাষা।—মারণার্থ লৌহের দ্বিগুণ ত্রিফলা ষোলগুণ (ত্রিফলার ষোলগুণ) জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টভাগাবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে ॥ ৪৪ ॥

অন্যপ্রকার।—লৌহের সমান ত্রিফলা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধভাগাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে ॥ ৪৫ ॥

অন্যপ্রকার।—মারণার্থ ও পাকার্থ ত্রিফলা, লৌহের সমান গ্রহণ করিয়া যথাবিধি সিদ্ধ করিবে। কিন্তু পাকার্থ অষ্টভাগাবশেষ থাকিতে নামাইবে ॥ ৪৬ ॥

অথ লৌহপাকলক্ষণমাহ

তদুক্তং পতঞ্জলিনা—

তাবল্লৌহং পচেদ্বৈদ্যো যাবদ্বস্ত্রেণ গালিতম্।
সমুদ্রং জায়তে ব্যক্তং ন নিঃসরতি স্যন্দিভিঃ॥ ৪৭॥

ন্যচ্চ।—অঙ্গুলিভ্যাং নিঘৃষ্টন্তু যদা চূর্ণত্বমাগতম্।
তদা সিদ্ধিং বিজানীয়াল্লৌহং লৌহবিদাং বরঃ॥ ৪৮॥

ন্যচ্চ।—অঞ্জনাভং ঘনং স্নিগ্ধং শ্লথমূল-*-মলেপনম্।
অক্লিন্নমম্ভসি ক্ষিপ্তং সম্যক্ পক্কস্য লক্ষণম্॥ ৪৯॥
মন্দমাহুরথো লৌহমলব্ধাখিললক্ষণম্।
অতিপাকেন তজ্জ্ঞেয়ং খরমুজ্ঝিতলক্ষণম্॥ ৫০॥

অমোঘতন্ত্রে চোক্তম্—

পাকস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো মৃদুমধ্যমতীক্ষ্ণকঃ।
ত্রৈবিধ্যাৎ সর্ব্বধাতূনাং পিত্তানিলকফাত্মনাম্॥

লৌহপাক লক্ষণ—বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিলে লৌহ যখন বস্ত্রছিদ্র সকল আবৃ- রয়া থাকে, সহসা নিম্নে পতিত হয় না এবং অঙ্গুলি দিলে লৌহের উপর অঙ্গুলির ক্ত পতিত হয়, তখন লৌহের পাক হইয়াছে জানিবে॥ ৪৭॥

অপরলক্ষণ।—অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে যদি তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া যায়, তবে ৌহের পাক সম্পন্ন হইয়াছে, বুঝিবে॥ ৪৮॥

অন্তলক্ষণ।—লৌহ যদি অঞ্জনাভ, ঘন, স্নিগ্ধ, বাহিরে শ্লথমূল এবং অন্তরে কঠিন তএব লেপনাযোগ্য হয় এবং জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া না যায়, অর্থাৎ ছড়াইয়া ।ভ, তাহা হইলে লৌহের পাক হইয়াছে জানিবে॥ ৪৯॥

এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না পাইলে, লৌহ মন্দ পাক হইয়াছে বুঝিবে ে। সম্যক্ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পরেও পাক করিলে অর্থাৎ অতি ।কে লৌহ খরিয়া যায়॥ ৫০॥

* শ্লক্ষ্ণতমিতি বা পাঠঃ।

দর্ব্বীমাশ্লিষ্যতে যত্তৎ স্বৈরং স্খলতি বা ন বা।
মৃদুপাকং বিজানীয়াৎ পিত্তে তদ্বীক্ষ্য যোজয়েৎ॥
সিকতাপুঞ্জোপমং যৎ তু মূষিকেণ সমন্বিতম্।
তদয়ঃ খরপাকং স্যাৎ শ্লেষ্মণ্যেব প্রকীর্ত্তিতম্॥
একৈকগুণযোগিত্বান্ন তদিচ্ছন্তি তদ্বিদঃ।
সর্ব্বপ্রকৃতিসেব্যত্বান্মধ্যমং বহু পূজিতম্।
গুড়াদিঃ প্রবিশেদ্ যত্র তত্র পাকোঽস্য মৃদ্রয়া॥ ৫১॥

অথ ভাবনাবিধিঃ।

দ্রবেণ যাবতা দ্রব্যমেকীভূয়ার্দ্রতাং ব্রজেৎ।
তাবৎ প্রমাণং কর্ত্তব্যং ভিষগ্‌ভির্ভাবনাবিধৌ॥ ৫২॥

অত্র জলং পাকার্থমষ্টগুণং দেয়ং গ্রন্থান্তরদর্শনাৎ। ভাব্যদ্রব্যসমং কাথ্যং কাথ্যাদষ্টগুণং জলমিতি পশ্চাল্লিখিতমেব। কেচিৎ তু অনুক্তজলপরিমাণে চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা, দ্রবত্বাদিবিদস্বষ্টাংশশেষং গৃহ্নন্তি॥ ৫২॥

অমোঘ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

বায়ু-পিত্ত-কফভেদে ধাতুসমূহের ত্রৈবিধ্যহেতু লোহের শেষ পাকও মৃদু-মধ্য-তীক্ষ্ণ ভেদে তিন প্রকার। যে লৌহ হাতাতে লাগিয়া যায় অথবা কখনও হাতাতে লাগিয়া আপনি স্খলিত হয় বা কখনও স্খলিত হয় না, তাহা মৃদুপাক। বিবেচনা করিয়া ইহা পিত্তপ্রকৃতিতে প্রয়োগ করিবে। যে লৌহ বালুকারাশির ন্যায় অথবা ইঁদুর মাটির মত হয়, তাহা খরপাক। খরপাক লৌহ শ্লেষ্মপ্রকৃতিতে প্রযোজ্য। এই উভয়বিধ লৌহ এক এক প্রকৃতির হিতকর বলিয়া লৌহপাকবিৎ পণ্ডিতগণ উহাদিগকে তত উৎকৃষ্ট মনে করেন না। মধ্যপাক লৌহ বাতাদি সকল প্রকৃতির পক্ষেই হিতকর বলিয়া উহাকেই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গুড়াদিসহ পক্ক লৌহের লক্ষণ এই যে, হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে, তাহা বর্ত্তির মত হইয়া থাকে॥ ৫১॥

ভাবনাবিধি—যে পরিমিত দ্রবে দ্রব্য সকল সিক্ত হয়, ভাবনাক্রিয়ায় দ্রবের তাহাই পরিমাণ জানিবে। চূর্ণ দ্রব্য জল বা কাথাদি দ্রবপদার্থে ভিজাইয়া

দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌ রাত্রৌ চ বাসয়েৎ।
শ্লক্ষ্ণ*চূর্ণীকৃতং দ্রব্যং সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ ॥ ৫৩ ॥
গ্রন্থান্তরে চ—ভাব্যদ্রব্যসমং ক্বাথ্যং ক্বাথ্যাদষ্টগুণং জলম্।
অষ্টাংশশেষিতঃ ক্বাথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা ॥ ৫৪ ॥

ক্ষারোদকমাহ—

পানীয়ো যস্তু গুল্মাদৌ তং বারানেকবিংশতিম্ ॥
স্রাবয়েৎ ষড়্গুণে তোয়ে কেচিদাহুশ্চতুর্গুণে ॥ ৫৫ ॥

অথ দ্বিরুক্তদ্রব্যগ্রহণম্।

ঘৃততৈলাদিযোগে চ যদ্দ্রব্যং পুনরুচ্যতে।
জ্ঞাতব্যং তদিহাচার্য্যৈর্ভাগতো দ্বিগুণেন হি ॥ ৫৬ ॥

ক্ষারাৎ ষড়্গুণং জলং দত্ত্বা বস্ত্রেণ দোলাযন্ত্রং বিধায় তদধঃ পাত্রং পাতয়িত্বা ক্ষারোদকং গ্রাহ্যম্। এবমেকবিংশতিবারং পুনঃপুনঃ স্রাবয়িত্বা গ্রাহ্যম্। অথবা কেচিদাহুঃ ক্ষারাচ্চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা চতুর্থাবশিষ্টে স্রাবয়িত্বা তজ্জলং গ্রাহ্যম্ ॥ ৫৫।
আদিশব্দেন চূর্ণবটিকাদিলেহপ্রভৃতিষু জ্ঞেয়মিতি ॥ ৫৬ ॥

প্রতিদিন রৌদ্রে শুষ্ক এবং প্রতি রাত্রিতে বাসি করাকে ভাবনা কহে। বিশেষ বিধি না থাকিলে সাতদিন ঐরূপ ভাবনা দেওয়া বিধি। ক্বাথদ্বারা ভাবনা দিতে হইলে ক্বাথ্য দ্রব্য ভাব্য দ্রব্যের (যাহাকে ভাবনা দিতে হইবে) সমান পরিমাণে লইয়া আটগুণ (কেহ বলেন চারিগুণ) জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিবে ॥ ৫২—৫৪ ॥

ক্ষারোদক প্রস্তুত বিধি—গুল্মাদিরোগে কথিত পানীয় ক্ষারজল প্রস্তুত করিতে হইলে ছয়গুণ বা চারিগুণ জলে ক্ষার গুলিয়া দোলাযন্ত্রে স্থাপনপূর্ব্বক অধঃস্থপাত্রে পাতিত করিবে। এইরূপ একুশ বার করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন—চতুর্গুণ জলে ক্ষার গুলিয়া চতুর্থাংশাবশেষ বা অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে ক্ষারজল ছাঁকিয়া লইবে ॥ ৫৫ ॥

দ্বিরুক্তদ্রব্য গ্রহণবিধি—ঘৃত, তৈল বা চূর্ণাদি যোগে কোন দ্রব্য দুইবার উক্ত থাকিলে তাহা দুইভাগ গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ৫৬ ॥

---

* শুক্ষমিতি বা পাঠঃ।

অথ চূর্ণস্থ পাকনিষেধমাহ—

প্রায়ো ন পাকশ্চূর্ণানাং ভূরিচূর্ণস্ত তেন হি।
আসন্নপাকে প্রক্ষেপঃ স্বল্পস্থ পাকমাগতে ॥ ৫৭ ॥
চূর্ণে চূর্ণসমো জ্ঞেয়ো মোদকে দ্বিগুণো গুড়ঃ ॥ ৫৮ ॥
সঙ্খ্যা পলানাং শতশঃ পলং প্রশ্রূয়তে যতঃ।
তদা চাকৃতিমানেন তেষান্তু গ্রহণং বিদুঃ ॥ ৫৯ ॥

অথানুপানবিধিমাহ—

স্থিরতাং গতমক্লিন্নমন্নমদ্রবপায়িনঃ।
ভবত্যাবাধজনকমনুপানমতঃ পিবেৎ ॥ ৬০ ॥

প্রায় ইতি প্রাচুর্য্যেণ। প্রচুরার্থ ইতি। আসন্নপাক ইতি উপস্থিতপাকে, কতু পাকমাপন্নে, তথা সতি প্রচুরচূর্ণানাং প্রবেশো ন স্যাদিত্যর্থঃ। স্বল্পস্থ চূর্ণস্থ পাকান্তে কতুষ্ণদশায়াং প্রক্ষেপ ইতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥

আকৃতিমানেনেতি যদনুরূপসঙ্খ্যা যেষাং তয়া তেষাং দ্রব্যাণাং গ্রহণং বিদুঃ। এতেন মুদ্বাদীনাং দ্বৈগুণ্যং নানুষ্ঠেয়ম্। পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে ইতি বচনাৎ ॥ ৫৯ ॥ আবাধমিতি আ সম্যক্ প্রকারেণ বাধকং পীড়াজনকমিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

চূর্ণের পাকনিষেধ—চূর্ণ ঔষধের পাক করা উচিত নহে, কারণ পাক দ্বারা চূর্ণ ঔষধ নির্ব্বীর্য্য হয়। কিন্তু চূর্ণ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে মোদকাদি দ্রব্যের আসন্নপাকে অর্থাৎ পাকসমাপ্তির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রক্ষেপ দিবে ; কারণ, তাহা না হইলে চূর্ণ সকল ঔষধের সহিত সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত হইবে না। চূর্ণ পদার্থ যদি অল্প হয়, তবে পাক সমাপ্ত হইলে মোদকাদির সহিত মিশ্রিত করিবে। চূর্ণে চূর্ণসমান গুড় দিতে হয় এবং মোদক দ্বিগুণ গুড় দিয়া প্রস্তুত করিতে হয় ॥ ৫৭।৫৮।

যেখানে শতপল বলিয়া উল্লেখ থাকিবে, তথায় আকৃতিমানহেতু সেই পরিমাণেই গ্রহণ করিবে। মুদ্বাদিভেদে দ্বিগুণ লইবে না। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে "পল" বলিয়া উল্লিখিত হইলে, তাহার দ্বিগুণ লইবেনা ॥ ৫৯ ॥

অনুপান বিধি—আহারানন্তর জল দুগ্ধাদি তরল দ্রব্য অনুপান করা আবশ্যক, [illegible] অন্ন কঠিন এবং অক্লিন্ন হইয়া পীড়াজনক হইয়া থাকে। যেমন জল

যথা জলগতং তৈলং ক্ষণেনৈব প্রসর্পতি।
তথা ভৈষজ্যমঙ্গেষু প্রসর্পত্যনুপানতঃ ॥ ৬১ ॥
রোচনং বৃংহণং বৃষ্যং দোষঘ্নং বাতভেদনম্।
তর্পণং মার্দ্দবকরং শ্রমক্লমহরং পরম্ ॥
দীপনং দোষশমনং পিপাসাচ্ছেদনং পরম্।
রসবর্ণকরঞ্চাপি অনুপানং সদোচ্যতে ॥ ৬২ ॥
বাতাপির্ভক্ষিতো যেন অগস্ত্যেন দ্বিজোত্তম।
অনুপানং কৃতং তেন কা কথা সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৬৩ ॥
অনুপানং করোত্যূর্জ্জাং তৃপ্তিং ব্যাপ্তিং দৃঢ়াং গতিম্।
অন্নসঙ্ঘাতশৈথিল্য-বিক্লিত্তিজারণানি চ ॥ ৬৪
স্নিগ্ধোষ্ণং মারুতে শস্তং পিত্তে মধুরশীতলম্।
কফেঽনুপানং রুক্ষোষ্ণং ক্ষয়ে মাংসরসং পয়ঃ * ॥ ৬৫ ॥

"ব্যাপ্তিং" শরীরব্যাপিনীং। বিক্লিত্তির্ব্বিক্লিন্নতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

মধ্যে নিক্ষিপ্ত তৈল-বিন্দু তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ অনুপান যোগে সেবিত ঔষধও শরীরের মধ্যে আশু প্রসর্পিত হইয়া থাকে ॥ ৬০। ৬১ ॥

অনুপানের গুণ—যথাযথ-সেবিত অনুপান—রুচিকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, বৃষ্য, বায়ুর অনুলোমক, তৃপ্তিজনক, শরীরের কোমলতা সম্পাদক, শ্রান্তি ও ক্লান্তিনাশক, অগ্নির উদ্দীপক, দোষের শমতাকারক, পিপাসানাশক, রসধাতুবর্দ্ধক এবং বর্ণপ্রসাদক ॥ ৬২ ॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, অন্য জীবের কথা কি, যে অগস্ত্য মুনি বাতাপি রাক্ষসকে জীর্ণ করিয়াছিলেন, তিনিও অনুপান করিয়াছিলেন। অপর—অনুপান সমস্ত শরীরের বল ও তৃপ্তি সম্পাদন, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্তি, গমনশক্তির দৃঢ়তা, অন্নপিণ্ডের সংঘাত অর্থাৎ সংশ্লিষ্টতানাশ, বিক্লিন্নতা এবং পরিপাক করে ॥ ৬৩। ৬৪ ॥

বাতে স্নিগ্ধোষ্ণ, পিত্তে মধুরশীতল, কফে রুক্ষোষ্ণ এবং ক্ষয়ে মাংস রস ও দুগ্ধ (পাঠান্তরে—কেবল মাংসরস) অনুপান হিতকর ॥ ৬৫ ॥

উষ্ণোদকানুপানঞ্চ স্নেহানামথ শস্যতে।
ঋতে ভল্লাতকস্নেহাৎ তত্র তোয়ং সুশীতলম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্যচ্চ—ভল্লাতভৌবরে স্নেহে শীতমেব জলং পিবেৎ।
জলমুষ্ণং ঘৃতে পেয়ং যূষস্তৈলেঽনুশস্যতে।
বসামজ্জ্ঞোরন্নমণ্ডঃ স্যাৎ সর্ব্বেষূষ্ণমথাম্বু বা ॥ ৬৭ ॥

অন্যচ্চ—শীতোষ্ণতোয়াসবমদ্যযূষ-ফলাম্বুধান্যাম্লপয়োরসানাম্।
যস্যানুপানন্তু ভবেদ্ধিতং যৎ তস্মৈ প্রদেয়ং ত্বিহ মাত্রয়া তৎ ॥৬৮॥

অন্যচ্চ—যূষো মাংসরসো বাপি শালিমুদ্গাদিভোজিনাম্।
মাংসাদীনাঞ্চানুপানং ধান্যাম্লং দধিমস্তু বা ॥ ৬৯ ॥

অথানুপানমাত্রামাহ—

অনুপানং প্রযোক্তব্যং ব্যাধৌ শ্লেষ্মভবে পলম্।
পলদ্বয়ন্ত্বনিলজে পিত্তজে তু পলত্রয়ম্ ॥ ৭০ ॥

গুড়ক্ষৌদ্রসিতাদীনাং পলার্দ্ধঞ্চ বিশেষত ইতি। পলমত্র সৌশ্রুতম্ ॥ ৭০ ॥

সর্ব্বপ্রকার ঘৃতাদি স্নেহ পানের পর উষ্ণোদকানুপান প্রশস্ত; কেবল ভল্লাতক-নিষ্পাদিত স্নেহপানের পর শীতল জল পান করা উচিত ॥ ৬৬ ॥

অন্য প্রকার—ভল্লাতক স্নেহ এবং তৌবর (পশ্চিমার্ণবতীরজ বৃক্ষবিশেষ) স্নেহ পানের পর শীতল জল পান করিবে। ঘৃত পানের পর উষ্ণ জল, তৈলপানের পর মুদ্গাদির যূষ এবং বসা ও মজ্জা পানের পর অন্নমণ্ড অনুপান করিবে। অথবা এই সকল পানের পর কেবল উষ্ণ জল পান করিবে ॥ ৬৭ ॥

অপর মত—শীতল বা উষ্ণ জল, আসব, মদ্য, মুদ্গাদির যূষ, ফলরস, কাঁজী, দুগ্ধ এবং মাংসরস এই সকলের মধ্যে যাহার পক্ষে যে দ্রব্য হিতকর, তাহাকে তাহাই উপযুক্ত মাত্রায় অনুপান করিতে দিবে ॥ ৬৮ ॥

শালিতণ্ডুলের অন্ন ও মুদ্গাদি ভোজির পক্ষে যূষ বা মাংসরস এবং মাংসভোজি-মাত্র অনুপান প্রশস্ত ॥ ৬৯ ॥

দীপ্তাগ্নয়ো মহাকায়াঃ স্নেহসাত্ম্যা মহাবলাঃ।
বিসর্পোন্মাদগুল্মার্ত্তাঃ সর্পদংষ্ট্রাবিষার্দ্দিতাঃ।
জ্যেষ্ঠাং মাত্রাং পিবেয়ুস্তে পলান্যষ্টৌ বিশেষতঃ॥ ৭১॥

অথ লৌহানুপানমাহ

মাহিষং গব্যমাজঞ্চ পয়ো গ্রাহ্যং ত্রিধায়সি।
মাহিষং ভস্মকে দেয়মাজং ক্ষীরং পুনর্ম্মতম্॥
কোষ্ঠদোষে কফে শ্বাসে কাসে চাপি নবজ্বরে।
গব্যমন্যত্র সর্ব্বত্র সমবারি প্রসাধিতম্॥ ৭২॥
সর্ব্বত্র গব্যমেবেতি মতমাহ পতঞ্জলিঃ।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং লৌহাৎ ষষ্টিগুণং পয়ঃ॥
যদা তু বর্দ্ধিতং ক্ষীরং তদার্দ্ধং ভোজনে পিবেৎ।
দদ্যাৎ সমশনে তস্য যোঽত্যর্থং ক্ষীণপাবকঃ॥ ৭৩॥

অনুপানের মাত্রা—শ্লেষ্মজনিত রোগে ১ পল, বাতজে ২ পল এবং পিত্তজে ৩ পল মাত্রায় অনুপান প্রয়োগ করিবে। গুড়, মধু ও চিনির অনুপান মাত্রা—অর্দ্ধ পল। এস্থলে সুশ্রুতোক্তমানানুসারে পল গণনা করিবে॥ ৭০॥

দীপ্তাগ্নি, অতিকায়, ঘৃতাদি-স্নেহসাত্ম্য ও বলবান্ ব্যক্তি এবং যাহারা বিসর্প, গুল্ম ও উন্মাদরোগে পীড়িত, সর্পদষ্ট বা বিষপীত তাহারা পূর্ণ মাত্রা ৮ পল অনুপান করিবে॥ ৭১॥

লৌহসেবির অনুপান বিধি—লৌহসেবির মাহিষ, গব্য ও ছাগ দুগ্ধ অনুপান হিতকর। ভস্মকাগ্নি রোগে মাহিষ দুগ্ধ অনুপান করিবে। কোষ্ঠদোষে, কফে, কাসে, শ্বাসে ও নবজ্বরে ছাগদুগ্ধ অনুপান প্রশস্ত। এতদ্ব্যতীত অন্য সর্ব্বস্থলে লৌহসেবনানন্তর গব্য দুগ্ধ অনুপান করিবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই দুগ্ধ সমপরিমাণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া প্রয়োগ করিবে॥ ৭২॥

পতঞ্জলি বলেন—সর্ব্বত্রই গব্যদুগ্ধ প্রশস্ত। লৌহের ষষ্টিগুণ দুগ্ধ অনুপান করিবে। ক্রমশঃ যখন দুগ্ধের পরিমাণ অধিক হইবে, তখন

অথানুপানবিশেষমাহ

অনুপানং হিমং বারি যবগোধূময়োর্হিতম্।
দধিমণ্ডে বিষে ক্ষৌদ্রেঽম্বুষ্ণং পিত্তাময়েঽপি চ ॥ ৭৪ ॥
ঊর্দ্ধজত্রুগদে শ্বাস-কাসোরঃক্ষতপীনসে।
গীতভাষ্যপ্রসক্তেষু স্বরভেদে ন তদ্ধিতম্ ॥
ন পিবেৎ শ্বাসকাসার্ত্তো রোগে চাপ্যূর্দ্ধজত্রুগে।
ক্ষতোরস্কঃ প্রসেকী চ যস্য চোপহতঃ স্বরঃ ॥ ৭৫ ॥

অথ শিশোর্ভেষজপরিমাণমাহ

প্রথমে মাসি জাতস্য শিশোর্ভেষজরক্তিকা।
অবলেহ্যা তু কর্ত্তব্যা মধুক্ষীরসিতাঘৃতৈঃ।
একৈকাং বর্দ্ধয়েৎ তাবদ্ যাবৎ সংবৎসরো ভবেৎ ॥ ৭৬

জাতস্য শিশোর্বালকস্য প্রথমে মাসি ভেষজস্য রক্তিকা মাত্রা মধ্বাদিভির্লেঢ়ুং দাতব্যা। প্রথমমাসাদারভ্য দ্বাদশমাসপর্য্যন্তং মাসং মাসং প্রতি রক্তিকৈকাবৃদ্ধিঃ

লৌহ সেবনানন্তর ও কিয়দংশ আহার কালে পান করিবে। পাকশক্তি অতি অল্প হইলে সমশনে (অর্থাৎ আহার্য্যের সহিত) দুগ্ধ পান করিবে ॥ ৭৩ ॥

বিশেষ অনুপান বিধি—যব বা গোধূম ভক্ষণের পর শীতল জল পান প্রশস্ত। দধির মাত, বা মধু পানান্তে কিংবা বিষদোষে ও পিত্তজ রোগে শীতল জল অনুপান করিবে ॥ ৭৪ ॥

অনুপানের নিষিদ্ধ স্থল—ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ, শ্বাস, কাস, উরঃক্ষত, পীনস ও স্বরভেদ রোগে এবং গীত ও অতিভাষণে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল পান হিতকর নহে। মতান্তর—শ্বাস, কাস, উরঃক্ষত, ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ, প্রতিশ্যায় এবং স্বরভেদ রোগে পীড়িত ব্যক্তি শীতল জল অনুপান করিবে না ॥ ৭৫ ॥

শিশুর ঔষধ মাত্রা—এক মাস বয়স্ক বালকের ঔষধের মাত্রা—১ রতি। এক এক রতি অর্থাৎ এক মাসে ১ রতি, ২ মাসে রতি

তদূৰ্দ্ধং মাষবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ যাবদাষোড়শাব্দিকঃ।
ততস্তু সপ্ততিং যাবৎ কর্ষমাত্রাং প্রযোজয়েৎ।
এবমেব বিভাগোঽয়ং তদূৰ্দ্ধং বালবৎ ক্রিয়া ॥ ৭৭ ॥
অন্যেঽপ্যাহুঃ।—রক্তিমারভ্য কর্ষস্তু মানং বালগদে মতম্।
কর্ষাদৌ তু জলশ্রুত্যা ক্বাথ্যস্য কার্ষিকো মতঃ ॥ ৭৮ ॥
যস্তু স্যাৎ ক্ষীরপো বালঃ কষায়ং পাতুমক্ষমঃ।
তদা ভিষক্ কুমারস্য তস্য ধাত্রীঞ্চ পায়য়েৎ ॥ ৭৯ ॥

কার্য্যা, নাত্র দশরক্তিকপরিমাণমাষকবিভাগঃ। কিন্তু সংবৎসরপূর্ণার্থং দ্বাদশ-রক্তিকা মাত্রা দেয়েতি ভাবঃ ॥ ৭৬ ॥

তদূৰ্দ্ধমিতি দ্বাদশমাসাদূৰ্দ্ধং, তেন, দ্বিতীয়বর্ষে প্রথমমাসাদারভ্য ষোড়শবর্ষ-পর্যান্তং মাষকবৃদ্ধ্যা কর্ষপূরণং কার্য্যম্। ততঃ ষোড়শবর্ষাৎ সপ্ততিং যাবৎ তাবদেব কর্ষেণৈব ব্যবহারঃ। তদূৰ্দ্ধং সপ্ততেঃ পরং যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং বালবন্মাত্রা কার্য্যেতি শেষঃ ॥ ৭৭ ॥

কর্ষাদাবিতি প্রাগুক্তং প্ররিভাষয়া—কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্ দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলমিত্যাখ্যয়েতি শেষঃ ॥ ৭৮ ॥

ইত্যাদিরূপে মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। দোষাদি বিবেচনা করিয়া মধু, দুগ্ধ, শর্করা ও ঘৃতের সহিত অবলেহরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এক বৎসরের পর অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম মাস হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ঔষধ ১ মাষা মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া ২ তোলা পূর্ণ করিবে। সপ্তদশ হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ ২ তোলা মাত্রায় ঔষধ সেব্য। তদনন্তর যাবজ্জীবন বালকের ন্যায় মাত্রা প্রয়োগ করিবে। মতান্তর—বালরোগে ঔষধের মাত্রা ১ রতি হইতে ১ কর্ষ পর্য্যন্ত ক্বাথ করিতে হইলে পূর্ব্বলিখিত বিধানে কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত কাথ্য দ্রব্য যোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া লইবে ॥ ৭৬—৭৮ ॥

দুগ্ধপায়ী বালক ক্বাথ সেবন করিতে না পারিলে তাহার ধাত্রীকে সেই ক্বাথ পান করাইবে। আর যে যে রোগে যে যে ঔষধ উক্ত হইয়াছে, বালকের সেই সেই

যে গদানাঞ্চ যে যোগাঃ প্রোক্তাঃ স্বে স্বে চিকিৎসিতে।
তেষাং কল্কেন সংলিপ্তৌ কুমারং পায়য়েৎ স্তনৌ ॥ ৮০ ॥
ত্রিবিধাঃ কথিতা বালাঃ ক্ষীরান্নোভয়বর্ত্তিনঃ।
স্বাস্থ্যং তাভ্যামদুষ্টাভ্যাং দুষ্টাভ্যাং ব্যাধিসম্ভবঃ ॥ ৮১ ॥

অথ ভৈষজ্যভক্ষণকালমাহ

ভৈষজ্যকালো ভক্তাদৌ মধ্যে পশ্চান্মুহুর্ম্মুহুঃ।
সামুদ্গং ভক্তসংযুক্তং গ্রাসে গ্রাসান্তরেঽষ্টধা ॥ ৮২ ॥
অপানে বিগুণে পূর্ব্বং সমানে মধ্যভোজনে।
ব্যানে তু প্রাতরশনমুদানে ভোজনোত্তরম্ ॥
বায়ৌ প্রাণে প্রদুষ্টে তু গ্রাসে গ্রাসান্ত ইষ্যতে।
শ্বাসকাসপিপাসাসু তৎ তু কার্য্যং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥

বালাস্ত্র ত্রিবিধা ভবন্তি; ক্ষীরবর্ত্তী, অন্নবর্ত্তী, উভয়বর্ত্তী চ। উভয়বর্ত্তীতি ক্ষীরান্নাভ্যাং দ্বাভ্যাং বর্ত্তনং যেষামিতি ॥ ৮১ ॥

সামুদ্গমিতি সামুদ্গং ভেষজং বিদ্যাদন্নস্যাদ্যবসানয়োরিতি ॥ ৮২ ॥

রোগ উপস্থিত হইলে তত্তৎরোগোক্ত ঔষধ কল্ক দ্বারা ধাত্রীর স্তন প্রলিপ্ত করিয়া তাহা শিশুকে পান করাইবে ॥ ৭৯। ৮০ ॥

বালক তিন প্রকার; দুগ্ধপায়ী, অন্নভোজী এবং দুগ্ধ ও অন্ন উভয়ভোজী। সুতরাং অদুষ্ট দুগ্ধ ও অন্ন ভোজনে বালকের স্বাস্থ্য এবং দূষিত দুগ্ধ ও অন্ন ভোজনে ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বালকের আহারের বিষয়ে সাবধান হইবে ॥ ৮১ ॥

ভৈষজ্যসেবনকালবিধি—ঔষধ সেবনের কাল আট প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা—ভোজনের পূর্ব্বে, ভোজনের মধ্যে, ভোজনের শেষে, মুহুর্ম্মুহুঃ, সামুদ্গ (আহারের আদিতে ও শেষে ঔষধ সেবনের নাম সামুদ্গ), ভক্তসংযুক্ত, গ্রাস ও গ্রাসান্তর। অপান বায়ু বিগুণ হইলে ভোজনের পূর্ব্বে, সমান বায়ু কুপিত হইলে ভোজনমধ্যে, ব্যান বায়ু কুপিত হইলে প্রাতর্ভোজনে, উদান বায়ু কুপিত হইলে

সামুদ্গং হিক্কিনে দেয়ং লঘুনান্নেন সংযুতম্।
সভোজ্যং স্বৌষধং ভক্ষ্যৈবি চিত্রৈররুচৌ হিতম্॥ ৮৩॥

অন্যেস্ত্বাহুঃ—অভক্তং পূর্ব্বভক্তঞ্চ মধ্যভক্তং সভক্তকম্।
ভক্তোপরিষ্টাৎ সামুদ্গং ভক্তস্যৈবান্তরেঽপিচ॥
গ্রাসে গ্রাসান্তরে চৈব মুহুর্ম্মুহুরিতি স্মৃতঃ।
কালা দশৈতে বীমদ্ভিরৌষধস্য সমাসতঃ॥
বলিনো মহতো ব্যাধেরভুক্তে ভেষজং হিতম্।
সর্ব্বব্যাধিহরং পথ্যং পূর্ব্বভক্তং মহৌষধম্॥
মধ্যকায়গতান্ রোগান্ মধ্যে ভক্তং নিহন্তি চ।
সভক্তং সুকুমারাণাং বালানামৌষধদ্বিষাম্॥
ভক্তোপরিষ্টাৎ শস্তঞ্চ ঊর্দ্ধজত্রুবিকারিণাম্।
সামুদ্গং বর্চ্চসাধ্মানে দীপ্তাগ্নিবলিনাং হিতম্॥
ভক্তয়োরন্তরে জ্ঞেয়ং ভোজনদ্বয়মধ্যতঃ।
তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত মধ্যদেহবিকারিণাম্॥

ভোজনের পরে, প্রাণ বায়ু দূষিত হইলে গ্রাসে ও গ্রাসান্তরে, শ্বাস কাস ও পিপাসায় মুহুর্ম্মুহুঃ, হিক্কায় লঘু অন্নের সহিত সংযুক্ত করিয়া আহারের পূর্ব্বে ও পরে এবং অরুচিতে বিবিধ রুচিকর ভোজ্যের সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ৮২। ৮৩॥

প্রকারান্তর—অভক্ত, পূর্ব্বভক্ত, মধ্যভক্ত, সভক্তক, ভক্তানন্তর, সামুদ্গ, ভোজনমধ্যবর্ত্তী, প্রতিগ্রাস, গ্রাসান্তর ও মুহুর্ম্মুহুঃ এই দশ প্রকার ঔষধ সেবনের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রোগী বলবান্ এবং ব্যাধি প্রবল হইলে অভক্ত অর্থাৎ অনাহারে ঔষধ সেবন হিতকারী। পূর্ব্বভক্ত অর্থাৎ আহারের পূর্ব্বে সেবিত ঔষধ সর্ব্বব্যাধিনাশক ও হিতজনক। মধ্যভক্ত (ভোজনের মধ্যকালে সেবিত) ঔষধ মধ্যগত রোগনাশক। সভক্ত (অন্নের সহিত সেবিত) ঔষধ সুকুমারপ্রকৃতি ঔষধদ্বেষী বালকদিগের পক্ষে হিতকর। ভক্তানন্তর অর্থাৎ ভোজনের পর সেবিত

গ্রাসে গ্রাসে কৃশাগ্নীনাং বাহ্যাসক্তধিয়ামপি।
গ্রাসান্তরে হিতং বিদ্যাৎ কুষ্ঠমেহবিকারিণাম্।
শ্বাসকাসপিপাসানাং তৎ তু কার্য্যং মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৮৪॥

অন্যচ্চ—ভৈষজ্যমভ্যবহরেৎ প্রভাতে প্রায়শো বুধঃ।
কষায়াংস্তু বিশেষেণ তত্র ভেদস্তু দর্শিতঃ॥ ৮৫॥

প্রথমকালঃ।

জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্।
কিঞ্চিৎ সূর্য্যোদয়ে জাতে তথা দিবসভোজনে॥
সায়ন্তনে ভোজনে চ মুহুশ্চাপি তথা নিশি।
প্রায়ঃ পিত্তকফোদ্রেকে বিরেকবমনার্থয়োঃ॥

ভেদঃ পুনঃ কষায়পানেন বা পয়স্তু প্রাতঃ সায়ং মধ্যাহ্নে রাত্রৌ চ ব্যাধি-বিশেষ-ধাতুবিশেষ-প্রকৃতিবিশেষ-তারতম্যতয়া দেয়মিত্যর্থঃ॥ ৮৫॥

রোগির পক্ষে সামুদ্গ (ভোজনের আদি ও অন্তে সেবিত ঔষধকে সামুদ্গ কহে) ঔষধ হিতকর। মধ্যদেহসংক্রান্ত রোগে ভোজন দ্বয়ের মধ্যে ঔষধসেবন হিতকর। হীনাগ্নি ও বাহ্যাসক্ত বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে প্রতিগ্রাসে ঔষধ সেবন উপকারী। কুষ্ঠ ও মেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে গ্রাসান্তরে সেবিত ঔষধ প্রশস্ত। শ্বাস, কাস ও তৃষ্ণা রোগে বারংবার ঔষধ সেবন আবশ্যক॥ ৮৪॥

অন্যপ্রকার।—পণ্ডিতগণ প্রায়ই প্রাতঃকালে ঔষধ প্রয়োগ করেন। কেবল ক্বাথ বা দুগ্ধ, ব্যাধি ধাতু ও প্রকৃতিভেদে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে বা সায়ংকালে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন॥ ৮৫॥

মতান্তর।—শাস্ত্রান্তরে ঔষধ সেবনের কাল পাঁচপ্রকার উক্ত হইয়াছে। যথা—সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, দিবাভোজনকালে, সায়ং ভোজনকালে, মুহুর্মুহুঃ ও

লেখনার্থে চ ভৈষজ্যং প্রভাতেহনন্নমাহরেৎ।
এবং স্যাৎ প্রথমঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্ ॥ ৮৬ ॥

দ্বিতীয়কালঃ।

ভৈষজ্যং বিগুণেহপানে ভোজনাগ্রে প্রশস্যতে।
অরুচৌ চিত্রভোজ্যৈশ্চ মিশ্রং রুচিরমাহরেৎ ॥
সমানবাতে বিগুণে মন্দেহগ্নাবপি দীপনম্।
দদ্যাদ্ ভোজনমধ্যে তু ভৈষজ্যং কুশলো ভিষক্ ॥
ব্যানকোপে চ ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেৎ।
হিক্কাক্ষেপককম্পেষু পূর্ব্বমন্তে চ ভোজনাৎ ॥
এবং দ্বিতীয়কালশ্চ প্রোক্তো ভৈষজ্যকর্ম্মণি ॥ ৮৭ ॥

তৃতীয়কালঃ।

উদানে কুপিতে বাতে স্বরভঙ্গাদিকারিণি।
গ্রাসে গ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সান্ধ্যভোজনে ॥
প্রাণে প্রদুষ্টে সান্ধ্যস্য ভক্তস্যান্তে চ দীয়তে।
ঔষধং প্রায়শো ধীরৈঃ কালোহয়ং স্যাৎ তৃতীয়কঃ ॥ ৮৮ ॥

প্রথমকাল। পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপে এবং বিরেচন বমন ও লেখনার্থে প্রাতঃকালে আহার না করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হয় ॥ ৮৬ ॥

দ্বিতীয়কাল। অপান বায়ু দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে ঔষধ সেবন প্রশস্ত। অরুচিতে নানা প্রকার খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া রুচিজনক ঔষধ সেবনীয়। সমান বায়ু দূষিত এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে অগ্নিদীপক ঔষধ ভোজনমধ্যে সেবন করিবে। ব্যান বায়ু প্রকুপিত হইলে ভোজনের শেষে এবং হিক্কা আক্ষেপ ও কম্পে ভোজনের প্রথমে ও পরে ঔষধ সেবন করিতে হয় ॥ ৮৭ ॥

তৃতীয় কাল। স্বরভঙ্গাদিকারক উদান বায়ু কুপিত হইলে সায়ং ভোজনের প্রতি গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবনীয়। প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইলে সান্ধ্যভোজনের পর ঔষধ সেব্য ॥ ৮৮ ॥

চতুর্থকালঃ।

মুহুর্ম্মুহুশ্চ তৃট্‌ছর্দ্দি-হিকাশ্বাসগরেষু চ।
সান্নঞ্চ ভেষজং দদ্যাদিতি কালশ্চতুর্থকঃ ॥ ৮৯ ॥

পঞ্চমকালঃ।

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথা।
পাচনে শমনে দেয়মনন্নং ভেষজং নিশি ॥
ইত্যয়ং পঞ্চমঃ কালঃ প্রোক্তো ভৈষজ্যহেতবে ॥ ৯০ ॥

অথ ক্রিয়াকালব্যবস্থামাহ

যা তূদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া নতু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ ॥ ৯১ ॥

তথাচ চরক-চিকিৎসাপ্রাভৃতীয়াধ্যায়ে—

যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা হি ক্রিয়া বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্ ॥ ৯২ ॥

অন্যমিতি জ্বরাদীনাম্ অন্যতমং ন উদীরয়েদিতি ন বর্দ্ধয়েৎ, ন জনয়েদিত্যর্থঃ ॥৯১॥
ভিষজাং চিকিৎসকানামিত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥

চতুর্থ কাল। তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, শ্বাসরোগ ও বিষদোষে মুহুর্ম্মুহুঃ অন্নের সহিত ঔষধ প্রযোজ্য ॥ ৮৯ ॥

পঞ্চম কাল। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে এবং লেখন, বৃংহণ, পাচন ও শমনার্থে রাত্রিতে ঔষধ প্রযোজ্য ও লঙ্ঘন ব্যবস্থেয় ॥ ৯০ ॥

চিকিৎসার লক্ষণ—যাহা উৎপন্ন ব্যাধির শমতা করে অথচ অন্য রোগ আনয়ন করে না, তাহাই চিকিৎসা নামে অভিহিত। কিন্তু যাহা এক রোগের শমতা করিয়া অন্যরোগের উৎপত্তি করে তাহাকে চিকিৎসা বলা যায় না। চরক বলেন—ধাতু সকল বিষম হইলে যে সকল ক্রিয়া দ্বারা শরীরে সমধাতু উৎ-
চিকিৎসা এবং তাহাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য ॥ ৯১ । ৯২ ॥

অল্পে গদে মহৎ কর্ম্ম ক্রিয়া লঘ্বী মহাগদে।
দ্বয়মেতদকৌশল্যং কৌশল্যং যুক্তিকর্ম্মতা ॥ ৯৩ ॥
ক্রিয়ায়াস্তু গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং সমাচরেৎ।
পূর্ব্বস্যাং শান্তবেগায়াং ন ক্রিয়াসঙ্করো মতঃ ॥ ৯৪ ॥

তথাপি সাঙ্কর্য্যমাহ

ক্রিয়াভিস্তুল্যরূপাভিঃ ক্রিয়াসাঙ্কর্য্যমিষ্যতে।
ভিন্নরূপতয়া তাস্তু তন্ন কুর্ব্বন্তি দূষণম্ ॥ ৯৫ ॥

সঙ্করো ব্যামিশ্রতা। অতো মুখ্যপ্রয়োগাণাং মিশ্রণং একস্মিন্নেব রোগিণি ন কর্ত্তব্যং, পরস্পরগুণবিরোধাৎ ভৈষজ্যগুণবৈকল্যাদগ্নিমান্দ্যজননত্বাচ্চ ॥ ৯৪ ॥

তুল্যরূপাভিঃ ক্রিয়াভিঃ ক্রিয়াসাঙ্কর্য্যমিষ্যতে, তু পুনস্তাঃ ক্রিয়াঃ চেদ্ভিন্নরূপা ভবন্তি তদা ন সাঙ্কর্য্যমিতি তু শব্দেনৈতদুচ্যতে। অতো ভিন্নরূপতয়া অতুল্যরূপাভিঃ ক্রিয়াভির্ন ক্রিয়াসাঙ্কর্য্যং ভবতীত্যর্থঃ। এতেনৈবং বোধয়তি পাচনঘৃতয়োর্দ্বয়োগুড়বটকলেহগুড়িকাদীনাঞ্চ পাচনযুক্তানামেকস্মিন্নেব রোগিণ্যেকদিনে প্রয়োগঃ কর্ত্তব্যো যথা ব্যাধেরনুপানং যদ্যৎপাচনং বিহিতমিতি, কিন্তু ভিন্নরূপেণৌষধদ্বয়েন দোষপ্রসঙ্গঃ স্যাদেব, অতঃ পরস্পরবিরোধিত্বেন ঔষধদ্বয়কল্পনা ন কার্য্যা। যথা গুড়িকাদ্বয়ে লেহদ্বয়মধিকমিতি দিক্ ॥ ৯৫ ॥

স্বল্পরোগে প্রবল চিকিৎসা বা প্রবল রোগে সামান্য চিকিৎসা উভয়ই অহিতকর। যুক্তিপূর্ব্বক চিকিৎসাই কুশল চিকিৎসকের কার্য্য ॥ ৯৩ ॥

অনুষ্ঠিত কোন চিকিৎসায় ফললাভ না হইলে পূর্ব্ব ক্রিয়ার বেগ শান্ত হইলে পর তবে অন্যপ্রকার চিকিৎসা করিবে। একত্র মিশ্রচিকিৎসা করিবে না। কারণ, একই রোগিতে একই প্রকারের মিশ্র চিকিৎসা নিষিদ্ধ, এইরূপ মিশ্রপ্রয়োগ পরস্পর গুণবিরোধী ঔষধের গুণহানিকর এবং অগ্নিমান্দ্যজনক। কিন্তু ভিন্নপ্রকারে প্রযুক্ত মিশ্র-চিকিৎসা দোষজনক নহে ॥ ৯৪ । ৯৫ ॥

কতকগুলি ঋষি ছয় অহোরাত্রে কতকগুলি সাত অহোরাত্রে রসের পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন।

ষড়্‌ভিঃ কেচিদহোরাত্রৈঃ কেচিৎ সপ্তভিরেব চ।
ইচ্ছন্তি মুনয়ঃ প্রায়ো রসস্য পরিবর্ত্তনম্॥
শীতে শীতপ্রতিকার উষ্ণে চোষ্মনিবারণম্।
কৃত্বা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ ॥৯৬॥
সর্ব্বঞ্চ রোগে প্রশমায় কর্ম্ম হীনাতিরিক্তং বিপরীতকালম্।
মিথ্যোপচারান্নহি তদ্বিকারং শান্তিং নয়েৎ পথ্যমপি প্রযুক্তম্॥ ৯৭ ॥

অথ পারিভাষিকীসংজ্ঞা।

বৃক্ষাম্লমাতুলুঙ্গাম্লৌ বদরাম্লাম্লবেতসৌ।
চতুরম্লমিদং তদ্ধি পঞ্চাম্লঞ্চ সদাড়িমম্॥ ৯৮ ॥
সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেণ সহৈতানি পঞ্চ স্যুর্লবণানি চ।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ লবণানি ক্রমাদ্বিদুঃ॥ ৯৯ ॥

শীতকালে শীতনিবারণ অর্থাৎ শীতবিপরীত উষ্ণ ব্যবস্থা এবং উষ্ণ কালে উষ্মনিবারণ অর্থাৎ উষ্মবিপরীত শীতলব্যবস্থা করিয়া যোগ্য চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসার সময় উপস্থিত হইলে কখন তাহা লঙ্ঘন করিবে না॥ ৯৬॥

সুপথ্য প্রযুক্ত হইলেও হীনক্রিয়া, অতিরিক্ত ক্রিয়া, বিপরীত কাল অথবা মিথ্যোপচার এই সকল কারণে রোগ প্রশমিত হয় না॥ ৯৭॥

পারিভাষিকসংজ্ঞা।

চতুরম্ল ও পঞ্চাম্লের লক্ষণ—বৃক্ষাম্ল (মহাদা), ছোলঙ্গ, কুল, অম্লবেতস এই চারিটির সংযোগকে চতুরম্ল এবং এই চতুরম্লের সহিত দাড়িম যুক্ত করিলে তাহাকে পঞ্চাম্ল বলে॥ ৯৮॥

পঞ্চলবণ—সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট্, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র লবণ এই পাঁচটির সংযোগকে পঞ্চলবণ কহে এবং যথাক্রমে ইহাদের একটিকে একলবণ, দুইটির সংযোগকে দ্বিলবণ, তিনটির সংযোগকে ত্রিলবণ, চারিটির সংযোগকে চতুর্লবণ

অবিমূত্রমজামূত্রং গোমূত্রং মাহিষঞ্চ যৎ।
হস্তিমূত্রমথোষ্ট্রস্য হয়স্য চ খরস্য চ।
ইতি প্রোক্তানি মূত্রাণি যথাসামর্থ্যযোগতঃ॥ ১০০ ॥
সর্পিস্তৈলবসামজ্জা স্নেহোঽপ্যুক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ।
পানাভ্যঞ্জনবস্ত্যর্থং নস্যার্থঞ্চৈব যোগতঃ॥ ১০১ ॥
অবিক্ষীরমজাক্ষীরং গোক্ষীরং মাহিষঞ্চ যৎ।
উষ্ট্রীণাং হস্তিনীনাঞ্চ বড়বায়াঃ স্ত্রিয়স্তথা॥ ১০২ ॥
চাতুর্জাতং সমাখ্যাতং ত্বগেলাপত্রকেশরৈঃ॥ ১০৩ ॥
তদেব ত্রিসুগন্ধি স্যাৎ ত্রিজাতকমকেশরম্॥ ১০৪ ॥
চাতুর্জাতককর্পূর-কক্কোলাগুরুসিহ্লকম্।
লবঙ্গসহিতঞ্চৈব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১০৫ ॥
পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী মহতী ত্রিফলা মতা।
স্বল্পা কাশ্মর্য্যখর্জ্জুর-পরূষকফলৈর্ভবেৎ॥ ১০৬ ॥

মূত্রবর্গ—মেষীমূত্র, ছাগীমূত্র, গোমূত্র, মাহিষ মূত্র, হস্তিমূত্র, উষ্ট্রমূত্র, অশ্বমূত্র ও গর্দ্দভমূত্র; এই সকল মূত্র যথালাভ ঔষধে প্রযোজ্য॥ ১০০ ॥

চতুর্ব্বিধ স্নেহ।—ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা এই চারি প্রকার স্নেহ শাস্ত্রে হইয়াছে। পান, অভ্যঙ্গ, বস্তিকার্য্য ও নস্যার্থ ইহারা প্রযোজ্য॥ ১০১ ॥

দুগ্ধবর্গ—মেষীদুগ্ধ, ছাগীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মাহিষ দুগ্ধ, উষ্ট্রীদুগ্ধ ও গর্দ্দভী দুগ্ধ; এই কয়েকটিকে দুগ্ধবর্গ বলে॥ ১০২ ॥

চাতুর্জাত ও ত্রিজাতকের লক্ষণ—দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর এই কয়েকটীর সংযোগকে চাতুর্জাতক এবং নাগকেশর ভিন্ন দারুচিনি প্রভৃতি তিনটীকে ত্রিজাতক কহে॥ ১০৩। ১০৪ ॥

সর্ব্বগন্ধ—দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু শিহ্লক ও লবঙ্গ এই কয়টির সংযোগকে সর্ব্বগন্ধ কহে॥ ১০৫ ॥

[illegible]—হরীতকী, [illegible] আমলকী ইহ[illegible]

পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং ত্র্যূষণং বিদুঃ।
বিড়ঙ্গমুস্তচিত্রৈশ্চ ত্রিমদঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ১০৭ ॥
উড়ুম্বরো বটোঽশ্বত্থো বেতসঃ প্লক্ষ এবচ।
পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাঃ সংজ্ঞায়াং সমুদাহৃতাঃ ॥ ১০৮ ॥
আম্রজম্বূকপিত্থানাং বীজপূরকবিল্বয়োঃ।
গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্ ॥ ১০৯ ॥
পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরম্।
পঞ্চকোলমিদং প্রাহুঃ পঞ্চোষণমথাপরে ॥ ১১০ ॥
পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম্ ॥ ১১১ ॥

বেতসোঽত্র গন্ধিন ইতি খ্যাতঃ। গন্ধমুস্ত ইত্যুত্তরদেশে যস্য প্রসিদ্ধিঃ। প্লক্ষ ইতি বটঃ, অথবা পর্কটীত্যশ্বত্থভেদঃ ॥ ১০৮ ॥

এবং গাম্ভারী ফল, খর্জ্জূর ও ফল্সা এই তিনটির সংযোগকে স্বল্পা ত্রিফলা কহে ॥১০৬ ॥

ত্রিকটু ও ত্রিমদ।—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিনটীকে ত্রিকটু এবং বিড়ঙ্গ মুতা ও চিতার সংযোগকে ত্রিমদ কহে ॥ ১০৭ ॥

ক্ষীরিবৃক্ষ—যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, বেতস (একপ্রকার গন্ধযুক্তবৃক্ষ; উত্তরদেশে ইহাকে গন্ধমুতা বলে) ও প্লক্ষ (পাকুড়); এই পাঁচটিকে ক্ষীরিবৃক্ষ বলে ॥ ১০৮ ॥

পঞ্চপল্লব।—আম, জাম, কয়েৎবেল, টাবালেবু ও বেল এই পাঁচটির পত্রকে পঞ্চপল্লব কহে। পঞ্চপল্লব গন্ধকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয় ॥ ১০৯ ॥

পঞ্চকোল—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ মিলিত এই পাঁচটিকে পঞ্চকোল বা পঞ্চোষণ কহে ॥ ১১০ ॥

ষড়ূষণ—উল্লিখিত পঞ্চকোলের সহিত মরিচ মিলিত হইলে তাহাকে ষড়ূষণ

বিল্বশ্যোনাকগাম্ভারীপাটলাগণিকারিকা।
একত্মহৎ পঞ্চমূলং সংজ্ঞয়া সমুদাহৃতম্॥ ১১২॥
শালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণীবৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
কনীয়ঃ পঞ্চমূলং স্যাদুভয়ং দশমূলকম্॥ ১১৩॥
কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চৈব তৃণোদ্ভবম্।
পঞ্চতৃণমিদং খ্যাতং তৃণজং পঞ্চমূলকম্॥ ১১৪॥
বিদারী চাজশৃঙ্গী চ রজনী সারিবামৃতম্।
বল্লীজং পঞ্চমূলঞ্চ কথিতং মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ ১১৫॥
করমর্দ্দঃ শ্বদংষ্ট্রা চ হিংস্রা ঝিণ্টী শতাবরী।
কণ্টকাখ্যং পঞ্চমূলং নির্দ্দিষ্টং সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ॥ ১১৬॥
ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ মেদে দ্বে তথার্ষভকজীবকৌ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলীত্যষ্টবর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১১৭॥

করমর্দ্দঃ করঞ্জা। শ্বদংষ্ট্রা গোক্ষুরকঃ। হিংস্রা কুড়বকালী কালিয়াকড়া, স্পষ্টমন্যৎ। ১১৬॥

দশমূল—বিল্ব, শোনা, গাম্ভার, পারুল ও গণিয়ারি এই পাঁচটি বৃক্ষের মূলের ছালকে বৃহৎ পঞ্চমূল এবং শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটিকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। এই উভয় পঞ্চমূল মিলিত করিলে তাহাকে দশমূল বলা যায়॥ ১১২। ১১৩॥

পঞ্চতৃণ—কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, উলুমূল ও ইক্ষুমূল এই পাঁচটিকে পঞ্চতৃণ বা তৃণপঞ্চমূল বলে॥ ১১৪॥

বল্লীপঞ্চমূল—ভূমিকুষ্মাণ্ড, মেষশৃঙ্গী, হরিদ্রা, অনন্তমূল ও গুলঞ্চ এই পাঁচটিকে বল্লীপঞ্চমূল কহে॥ ১১৫।

কণ্টকপঞ্চমূল—করঞ্জ, গোক্ষুর, কালিয়া কড়া, ঝাঁটী ও শতমূলী এই পাঁচটি কণ্টকপঞ্চমূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ১১৬॥

অষ্টবর্গ—ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, ঋষভক, জীবক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী এই আটটি দ্রব্যের সংযোগকে অষ্টবর্গ বলা যায়॥ ১১৭॥

অষ্টবর্গশ্চ পর্ণিন্যৌ জীবন্তীমধুকং তথা।
জীবনীয়গণঃ প্রোক্তো জীবনশ্চ পুনস্ততঃ॥ ১১৮॥
শোভাঞ্জনস্য যদ্বীজং তৎ শ্বেতমরিচং স্মৃতম্।
জ্যেষ্ঠাম্বু তণ্ডুলাম্বু স্যাদুষ্ণাম্বু চ সুখোদকম্।
গুড়যোগাদ্ গুড়াম্বু স্যাদ্ গুড়বর্ণরসান্বিতম্॥ ১১৮॥
নিরস্থি পিশিতং পিষ্টং স্বিন্নং গুড়ঘৃতান্বিতম্।
কৃষ্ণামরিচসংযুক্তং বেশবার ইতি স্মৃতঃ॥ ১২০॥
কাঞ্জিকব্যুষিতং পক্বং মূলকং স্বম্লমূলকম্॥ ১২১॥
দধ্নঃ সসারকস্যাত্র তক্রং কট্বরমিষ্যতে॥ ১২২॥
তক্রং হ্যুদশ্বিন্মথিতং পাদাম্ব্বর্দ্ধাম্বু নির্জ্জলম্।
দধ্না সহ পয়ঃ পক্বং সা ভবেদ্দধিকূর্চ্চিকা।
তক্রেণ পক্বং যৎ ক্ষীরং সা ভবেৎ তক্রকূর্চ্চিকা॥ ১২৩॥

জীবনীয় গণ—পূর্ব্বোক্ত অষ্টবর্গোক্ত দ্রব্য সকলের সহিত মাষাণী, মুগানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিলিত করিলে, তাহাকে জীবনীয়গণ বলা যায়॥ ১১৮॥

শজিনার বীজকে শ্বেতমরিচ কহে। তণ্ডুলোদককে জ্যেষ্ঠাম্বু এবং উষ্ণ জলকে সুখোদক কহে।

ক্কা গুড়াম্বু লক্ষণ—গুড়সংযোগে উৎপন্ন, গুড়ের বর্ণ ও রস বিশিষ্ট জলকে গুড়াম্বু বলে॥ ১১৯॥

বেশবার লক্ষণ—অস্থিরহিত পিসিত মাংস গুড়, ঘৃত, পিপুল ও মরিচ সংযুক্ত করিয়া পাক করিলে বেশবার প্রস্তুত হয়॥ ১২০॥

পক্বমূলা কাঁজিতে ভিজাইয়া বাসি করিলে তাহাকে অম্লমূলক কহে॥ ১২১॥

কট্বর—সারবিশিষ্ট দধিজাত তক্রের নাম কট্বর॥ ১২২॥

তক্র উদশ্বিৎ মথিত—চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত দুগ্ধজাত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র, অর্দ্ধাংশ জলমিশ্রিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং নির্জ্জল-দুগ্ধজাত দধি মন্থন করিলে তাহাকে মথিত কহে।

কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ।
যত্র দ্রব্যেঽভিষূয়ন্তে তচ্চুক্রমভিধীয়তে ॥ ১২৪ ॥
সীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্বৈরপক্বৈরাসবো ভবেৎ।
মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্প-গুড়ধান্যাম্লসংহিতম্ ॥
আরনালস্তু গোধূমৈরামৈঃ স্যান্নিস্তুষীকৃতৈঃ।
পক্বৈর্ব্বা সন্ধিতৈস্তৎ তু সৌবীরসদৃশং গুণৈঃ ॥ ১২৫ ॥
মন্থনী নূতনা ধার্য্য কটুতৈলেন লেপিতা।
নির্ম্মলেনাম্বুনাপূর্য্য তস্যাং চূর্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ ॥
রাজিকাজীরলবণ-হিঙ্গুশুণ্ঠীনিশাকৃতম্।
নিক্ষিপেদ্বটকাংস্তত্র ভাণ্ডস্যাস্যঞ্চ মুদ্রয়েৎ ॥
ততো দিনত্রয়াদূর্দ্ধমম্লাঃ স্যুর্ব টকা ধ্রুবম্ ॥ ১২৬ ॥

দধিকূর্চ্চিকা—দধির সহিত পক্ক দুগ্ধকে দধিকূর্চ্চিকা কহে।

তক্রকূর্চ্চিকা—তক্রের সহিত পক্ক দুগ্ধকে তক্রকূর্চ্চিকা বলে ॥ ১২৩ ॥

শুক্ত—কন্দ, মূল, ফলাদি দ্রব্য—তৈল ও লবণ সংযুক্ত করিয়া কোন তরল দ্রব্যে ভিজাইয়া সন্ধিত করিলে শুক্ত প্রস্তুত হয় ॥ ১২৪ ॥

সীধু ও আসব—পক্ক ইক্ষুরসে প্রস্তুত মদ্য বিশেষের নাম সীধু এবং অপক্ক ইক্ষুরসে প্রস্তুত মদ্য বিশেষের নাম আসব।

মৈরেয়—ধাইফুল, গুড় ও কাঁজী সংযোগে প্রস্তুত মদ্যের নাম মৈরেয়।

আরনাল—কাঁচা বা পক্ক তুষ রহিত গোধূম জলে সন্ধিত হইলে যে পদার্থ হয়, তাহাকে আরনাল কহে। উহা গুণে সৌবীরের সমান ॥ ১২৫ ॥

অম্লবটক—একটি নূতন হাঁড়ি সর্ষপ তৈলে প্রলিপ্ত করিয়া তাহা নির্ম্মল জলে পূর্ণ করিবে। তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে শ্বেতসর্ষপ, জীরা, সৈন্ধব লবণ, হিঙ্গু, শুঁঠ ও হরিদ্রা চূর্ণ দিয়া বটক (বড়া) সকল নিক্ষেপ করিবে এবং হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এইরূপ তিন দিন রাখিলেই অম্ল বটক প্রস্তুত হইবে ॥ ১২৬ ॥

তিলতণ্ডুলমাষৈশ্চ কৃশরা ত্রিশরেতি সা ॥ ১২৭ ॥
যন্মস্ত্বাদিশুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাঞ্জিকম্।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে ॥ ১২৮ ॥
যদপক্বৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ ॥
অরিষ্টঃ ক্বাথসিদ্ধঃ স্যাৎ সম্পক্বো মধুরদ্রবৈঃ।
আশৃতশ্চাপি সীধুঃ স্যাদিত্যাহুস্তদ্বিদো জনাঃ ॥ ১২৯
সুরামণ্ডঃ প্রসন্না স্যাৎ ততঃ কাদম্বরী ঘনা।
তদধো জগলো জ্ঞেয়ো মেদকো জগলাদ্ঘনঃ ॥
বক্কসো হৃতসারঃ স্যাৎ সুরাবীজঞ্চ কিণ্বকম্।
যত্তালখর্জ্জূররসৈরাবৃতা সৈব বারুণী ॥ ১৩০ ॥

আশৃত ইতি সম্যক্ পক্বঃ ॥ ১২৯ ॥

কৃশরা—তিল, তণ্ডুল ও মাষকলায় সংযোগে কৃশরা (খিচুড়ী) বা ত্রিশরা প্রস্তুত হয় ॥ ১২৭ ॥

চুক্র—পরিষ্কৃত পাত্রে দধির মাত্ প্রভৃতি দ্রব্য, গুড়, মধু ও কাঁজীর সহিত একত্র করিয়া মুখ বন্ধ করত ধান্যরাশির মধ্যে তিন রাত্রি (গ্রীষ্ম ঋতুতে এই ব্যবস্থা ; শরৎকালে ৩ দিন, বর্ষাকালে ৪ দিন, বসন্তে ৬ দিন এবং শীতকালে ৮ দিন রাখিবে) স্থাপন করিলে চুক্র প্রস্তুত হয়। ইহাদের পরিমাণ যথা—গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজী ৪ ভাগ এবং দধির মাত ৮ ভাগ গ্রহণীয় ॥ ১২৮ ॥

অপক্ব কুট্টিত ঔষধ কাঁচাজলে কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিলে তাহা অম্লরসসিক্ত হইয়া যে মদ্যবিশেষে পরিণত হয়, তাহাকে আসব এবং সিদ্ধ ক্বাথ ও মধুর রসযুক্ত অম্লরসবিশিষ্ট পদার্থকে অরিষ্ট কহা যায়। সম্যক্ পক্ব মদ্যকে সীধু কহিয়া থাকে ॥ ১২৯ ॥

সুরাভেদ—সুরার উপরিস্থ স্বচ্ছভাগের নাম সুরামণ্ড, তদপেক্ষা ঘন পদার্থের নাম কাদম্বরী, কাদম্বরীর অধঃস্থ পদার্থের নাম জগল ; জগল অপেক্ষা মেদক ঘন। ... নাম বক্কস এবং সুরাবীজের অর্থাৎ বাকসের নাম কিণ্ব। বারুণী।—

গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা।
আসুতং চাম্লতাং জাতং গুড়শুক্তং তদুচ্যতে ॥
এবমেবেক্ষুশুক্তং স্যান্মৃদ্বীকাসম্ভবং তথা ॥ ১৩১ ॥
তুষাম্বু চাসুতং জ্ঞেয়মামৈর্ব্বিদলিতৈর্যবৈঃ ॥ ১৩২ ॥
সুনিস্তুষৈশ্চ পক্বৈশ্চ সৌবীরং চাসুতং ভবেৎ ॥ ১৩৩ ॥
কুল্মাষো ধান্যমণ্ডেন চাসুতং কাঞ্জিকং ভবেৎ ॥ ১৩৪ ॥

অন্যৎ যদাহ চরকঃ।

ভৃষ্টান্ মাষতুষান্ সিদ্ধান্ যবচূর্ণসমন্বিতান্।
আসুতানম্ভসা তদ্বজ্জাতং তচ্চ তুষোদকম্ ॥ ১৩৫ ॥
আশুধান্যং ক্ষোদিতঞ্চ বালমূলন্তু খণ্ডশঃ।
কৃতং প্রস্থমিতং পাত্রে জলং তত্রাঢ়কং ক্ষিপেৎ ॥

তাল ও খর্জ্জূরের রসে সন্ধিত হইয়া যে মদ্যবিশেষে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বারুণী অর্থাৎ তাড়ী কহে ॥ ১৩০ ॥

গুড়শুক্ত—গুড় মিশ্রিত জল, তৈল, কন্দ, শাক ও ফল এই সকল একত্র সন্ধিত হইয়া অম্লরস হইলে তাহাকে গুড়শুক্ত কহে। এইরূপে ইক্ষুশুক্ত বা মৃদ্বীকাশুক্তও প্রস্তুত হইতে পারে ॥ ১৩১ ॥

তুষাম্বু—কুট্টিত কাঁচা যব জলে সন্ধিত করিলে তুষাম্বু প্রস্তুত হয় ॥ ১৩২ ॥

সৌবীর। নিস্তুষ পক্ক যব দ্বারা সন্ধিত দ্রব্যকে সৌবীর কহে ॥ ১৩৩ ॥

কাঁজী—ধান্যমণ্ডের সহিত কুল্মাষ অর্থাৎ অর্দ্ধস্বিন্ন গোধূম-চণকাদি সন্ধিত হইলে কাঁজী প্রস্তুত হয় ॥ ১৩৪ ॥

চরকোক্ত তুষোদকের লক্ষণ—মাষকলায়ের খোসা ভাজিয়া সিদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ তাহার সহিত যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। উহা সন্ধানযোগে অম্লরস হইলেই তুষোদক প্রস্তুত হইল, জানিবে ॥১৩৫॥

ঈষৎ কুট্টিত আশু ধান্য /৮ সের, খণ্ডীকৃত কচি মূলা /২ সের, জল ১৬ সের; এই সকল দ্রব্য একত্র কোন পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। উহা সন্ধিত

তাবৎ সন্ধায় সংরক্ষেদ্ যাবদম্লত্বমাগতম্।
কাঞ্জিকং তৎ তু বিজ্ঞেয়মেতৎ সর্ব্বত্র পূজিতম্॥ ১৩৬
শিণ্ডাকী চাসুতা জ্ঞেয়া মূলকৈঃ সর্ষপাদিভিঃ॥ ১৩৭॥
জম্বীরস্বরসপ্রস্থং মধুনঃ কুড়বস্তথা।
তাবচ্চ পিপ্পলীমূলাদেকীকৃত্য ঘটে ক্ষিপেৎ।
ধান্যরাশৌ স্থিতং মাসং মধুশুক্তং তদুচ্যতে॥ ১৩৮॥
তক্রং কপিত্থচাঙ্গেরী-মরিচাজাজিচিত্রকৈঃ।
সুপক্কং খড়যূযোঽয়ময়ং কাম্বলিকোঽপরঃ।
দধ্যম্ললবণস্নেহ-তিলমাষসমন্বিতঃ॥ ১৩৯॥
দ্রবেণালোড়িতাস্তেস্যুস্তর্পণং লাজশক্তবঃ॥ ১৪০॥

ভাবাপন্ন হইলেই কাঞ্জিক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রস্তুত কাঞ্জিক সর্ব্বত্র ব্যবহার যোগ্য॥ ১৩৬॥

শিণ্ডাকী—মূলক এবং সর্ষপাদি দ্বারা সন্ধিত পদার্থের নাম শিণ্ডাকী॥১৩৭॥

মধুশুক্ত—জামীরের রস /৪ সের, মধু /॥০ সের, পিপুলমূল অৰ্দ্ধ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র একটি পরিষ্কৃত মৃৎপাত্রে স্থাপন ও মুখ বন্ধ করিয়া এক মাস কাল ধান্যরাশির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। পরে উত্তোলন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহাকে মধুশুক্ত কহে॥ ১৩৮॥

খড়যূষ ও কাম্বলিক—তক্র /৪ সের, কয়েতবেল ও আমরুল শাক প্রত্যেকের চারি বা ছয় তোলা এবং মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিতা সমুদায়ে ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্যের সহিত কাঁচা মুগের দাইল পাক করিলে যে যূষ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম খড়যূষ। এই খড়যূষ দধি দ্বারা অম্লীকৃত, সৈন্ধবলবণ, তিল চূর্ণ, মাষকলায় চূর্ণ ও ঘৃতাদি স্নেহ যুক্ত করিয়া পাক করিলে, তাহাকে কাম্বলিক বলে॥ ১৩৯॥

তর্পণ—দ্রব দ্রব্যের সহিত খৈ চুণ (এবং তৃপ্তিজনক দ্রব্য সকল) আলোড়ন

শক্তবঃ সর্পিষা যুক্তাঃ শীতবারিপরিপ্লুতাঃ।
নাত্যচ্ছা নাতিসান্দ্রাশ্চ মন্থ ইত্যভিধীয়তে॥ ১৪১॥
ক্বাথ্যমানস্তু যৎ তোয়ং নিষ্ফেনং নির্ম্মলীকৃতম্।
ভবত্যর্দ্ধাবশিষ্টস্তু তদুষ্ণোদকমিষ্যতে॥ ১৪২॥
চিকিৎসিতং ব্যাধিহরং পথ্যং সাধনমৌষধম্।
প্রায়শ্চিত্তং প্রশমনং প্রকৃতিস্থাপনং হিতম্॥
বিদ্যাদ্ভেষজনামানি তচ্চাপি দ্বিবিধং স্মৃতম্।
স্বস্থস্যৌজস্করং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদার্ত্তস্য রোগনুৎ॥ ১৪৩॥

ইতি পরিভাষা-প্রদীপে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

মন্থ—ঘৃতযুক্ত শক্তু খুব পাতলাও না হয়, খুব গাঢ়ও না হয়, এরূপ ভাবে শীতল জলে আলোড়িত করিয়া লইলে, মন্থ প্রস্তুত হয়॥ ১৪১॥

উষ্ণোদক—জল সিদ্ধ করিতে করিতে অর্দ্ধাবশেষ ও ফেনরহিত হইলে (তাহা ফট্‌কিরি বা নির্ম্মলী ফলাদি দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া লইলে) তাহাকে উষ্ণোদক বলা যায়॥ ১৪২॥

চিকিৎসিত, ব্যাধিহর, পথ্য, সাধন, ঔষধ, প্রায়শ্চিত্ত, প্রশমন, প্রকৃতিস্থাপন ও হিত এই কয়েকটি ঔষধের নাম। এই ঔষধ দ্বিবিধ—কতকগুলি সুস্থ ব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক, কতকগুলি পীড়িতের রোগনাশক॥ ১৪৩॥

তৃতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অথ পঞ্চকর্ম্মাণ্যাহ—

দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতাঃ লঙ্ঘনপাচনৈঃ।
যে তু সংশোধনৈঃ শুদ্ধা ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ॥ ১॥
বমনং রেচনং নস্যং নিরূহশ্চানুবাসনম্।
জ্ঞেয়ং পঞ্চবিধং কর্ম্ম মাত্রা তস্য প্রযুজ্যতে॥
যদাবহেদ্ বহির্দোষান্ পঞ্চধা শোধনং হি তৎ॥ ২॥
ন নস্যং ন্যূনসপ্তাব্দে নাতীতাশীতিবৎসরে।
নচোনদ্বাদশে ধূমঃ কবলো নোনপঞ্চমে।
ন শুদ্ধিরূনদশমে ন চাতিক্রান্তসপ্ততৌ॥
ন ন্যূনষোড়শাতীতে সপ্ততৌ রক্তমোক্ষণম্।
আজন্মমরণাৎ শস্তঃ প্রতিমর্ষস্তু সর্ব্বদা॥ ৩॥

পাচনৈরিতি লঙ্ঘনপাচনাদিভির্দোষহারিভিরিত্যর্থঃ ১॥

চতুর্থখণ্ড।

পঞ্চকর্ম্ম।

লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা দোষ সকল প্রশমিত হইলেও বরং তাহাদের আবার প্রকোপ হইতে পারে, কিন্তু সংশোধন অর্থাৎ বমন-বিরেচনাদি দ্বারা দোষ সকল বিজিত হইলে, তাহাদের আর কখন পুনরুদ্ভব হয় না॥ ১॥

বমন, বিরেচন নস্য, নিরূহ ও অনুবাসন এই পাঁচটিকে পঞ্চকর্ম্ম কহে। যাহা দোষ সকল বহির্নিষ্কাশিত করিয়া শরীর শোধিত করে, তাহাকে শোধন কহে॥ ২॥

সপ্তম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে এবং অশীতি বর্ষ বয়সের পরে নস্য গ্রহণ, দ্বাদশ বর্ষ (অষ্টাদশ বর্ষ) বয়সের পূর্ব্বে ধূমপান, পঞ্চম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে কবল

তত্রাদৌ বমনমাহ—

পূর্ব্বাহ্ণে পায়য়েৎ পীতো জানুতুল্যাসনে স্থিতঃ।
তন্মনা জাতহৃল্লাস-প্রসেকশ্ছর্দ্দয়েৎ ততঃ ॥ ৪ ॥

চরকস্ত্বাহ

মাধবপ্রথমে মাসি নভস্যপ্রথমে পুনঃ।
সহস্য প্রথমে চৈব বাহয়েদ্দোষসঞ্চয়ম্ ॥ ৫ ॥

অন্যচ্চ—মধৌ সহে চ নভসি মাসি দোষাংস্তু বাহয়েৎ ॥ ৬ ॥

প্রত্যুষ্ণবর্ষশীতা হি গ্রীষ্মবর্ষহিমাগমাঃ।
ঔষধস্য শরীরস্য তে ভবন্তি বিকল্পকাঃ ॥ ৭ ॥

* মাধবপ্রথমে মাসীতি বৈশাখপ্রথমে ভাগে, ভাদ্রস্য প্রথমে, পৌষস্য প্রথমে চ দোষসঞ্চয়ং দোষাণাং সঞ্চয়ং উপচয়ং বাহয়েৎ সারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
মধৌ চৈত্রে মাসি, সহে অগ্রহায়ণে, নভসি শ্রাবণে দোষান্ বাহয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
বিকল্পকা ইতি বিরুদ্ধকার্য্যজনকাঃ ॥ ৭ ॥

রণ, দশম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ও সপ্ততি বর্ষ বয়সের পরে শুদ্ধি (বমন-বিরেচনাদি) বং ষোড়শ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ও সপ্ততি বৎসরের পরে রক্তমোক্ষণ কার্য্য কর্ত্তব্য হে। প্রতিমর্ষ জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্বদা হিতকর ॥ ৩ ॥

প্রাতঃকালে বমনকারক ঔষধ পান করিয়া জানুতুল্য উচ্চ আসনে বসিবে। দনন্তর তন্মনা হইয়া বমন চিন্তা করিবে ; তাহাতে প্রথমে বমন ভাব, পরে প্রসেক মুখ হইতে জল উঠা), তারপর বমন হইবে ॥ ৪ ॥

মহর্ষি চরক বলেন—বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে, ভাদ্রের প্রথমে এবং পৌষের থমে সঞ্চিত দোষের (যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফের) অপসারণ করিবে ॥ ৫ ॥

মতান্তর—চৈত্র, অগ্রহায়ণ ও শ্রাবণ মাসে দোষের অপসারণ করিবে ॥ ৬

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শিশির এই তিনটি প্রধান ঋতু। অতিউষ্ণলক্ষণ গ্রীষ্ম, অতিবর্ষ ক্ষণ বর্ষা ও অতি শীত লক্ষ

উপযুক্তকালমাহ—

প্রাবৃট্ শুচিনভৌ জ্ঞেয়ৌ শরদূর্জ্জসহৌ পুনঃ।
ফাল্গুনশ্চ মধুশ্চৈব বসন্তঃ শোধনং প্রতি॥
স্বস্থবৃত্তিমভিপ্রেত্য ব্যাধৌ ব্যাধিবশেন তু॥ ৮॥
ক্রমাৎ কফঃ পিত্তমথানিলশ্চ যস্যৈতি সম্যগ্বমিতঃ স ইষ্টঃ।
হৃৎপার্শ্বমূর্দ্ধেন্দ্রিয়মার্গশুদ্ধৌ তনোর্লঘুত্বেঽপি চ লক্ষ্যমাণে॥ ৯॥
কফপ্রসেকস্বরভেদতন্দ্রা নিদ্রাস্যদৌর্গন্ধ্যবিষোপসর্গাঃ।
গুরুত্বকাসগ্রহণীপ্রদোষা ন সন্তি জন্তোর্ব্বমিতঃ কদাচিৎ॥ ১০॥

অসম্যগ্বমিতে দোষমাহ

তৃশ্ছর্দ্দিতে স্ফোটককোঠকণ্ডূ-হৃৎখাবিশুদ্ধিগুরুগাত্রতা চ॥ ১১॥

আমাশয়স্থঃ কফস্তস্মাৎ কফস্রুত্যা তস্য প্রথমোল্লেখঃ। ততস্তদধঃ পিত্তাশয়-স্তস্মাৎ পিত্তং, পক্বাশয়স্তদধস্ততোঽনিলঃ এতি গচ্ছতি ক্রমাদিত্যনুক্রমাৎ॥ ৯॥
খমিন্দ্রিয়ম্ অতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়স্যাবিশুদ্ধিত্বং সামান্যাৎ। হৃৎ হৃদয়ম্, এতয়োর-বিশুদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ১১॥

জনক। (উপযুক্ত কাল বলা হইতেছে)—আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস প্রাবৃট্, ইহা নাত্যুষ্ণ বর্ষলক্ষণ; কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ শরৎ ইহা নাতিবর্ষ লক্ষণ; ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত; ইহা নাতিশীতোষ্ণ লক্ষণ; এই তিনটি সাধারণ ঋতু। এই সাধারণ ঋতুই শোধনের (বমন বিরেচনের) উপযুক্ত কাল। মানবগণের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ এই সাধারণ ঋতুত্রয় বিবেচনা করিয়া শোধন প্রয়োগ করিবে॥ ৭। ৮॥

প্রথমে কফ, পরে পিত্ত, তাহার পর বায়ু নির্গত হইলে এবং হৃদয় পার্শ্বদেশ, মস্তক ও ইন্দ্রিয়মার্গ সকল বিশুদ্ধ ও দেহের লঘুতা হইলে রোগির সম্যগ্রূপ বমন হইয়াছে, বুঝিবে। সম্যগ্বমিত ব্যক্তির কফপ্রসেক, স্বরভেদ, তন্দ্রা, নিদ্রা, মুখদৌর্গন্ধ্য, বিষজনিত উপসর্গ, শরীরের গুরুতা, কাস ও গ্রহণীদোষ হয় না॥ ৯।১০॥

কণ্ডুর উৎপত্তি, হৃদয় ও ইন্দ্রিয় সকলের অশুদ্ধি

অতিবমিতে দোষমাহ—

তৃণ্মোহমূর্চ্ছানিলকোপনিদ্রাবলাতিহানিং বমিতেঽতি বিদ্যাৎ ॥ ১২ ॥

অথ বমনভেষজমাত্রামাহ

ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কুড়বং শ্রপয়িত্বা জলাঢ়কে।
চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু বমনেষ্ববচারয়েৎ ॥
ক্বাথ্যদ্রব্যপলে বারি প্রস্থার্দ্ধং পাদশেষিতম্।
কর্ষং প্রদায় কল্কস্য মধুসৈন্ধবয়োস্তথা ॥
সুখোষ্ণং বিতরেদ্বান্তৌ মধূষ্ণং স্যান্নদোষকৃৎ।
প্রচ্ছর্দ্দনে নিরূহে চ মধূষ্ণং ন বিরুধ্যতে ॥
অলব্ধপাকমাশ্বেব তয়োর্যস্মান্নিবর্ত্তয়েৎ।
যাত্যধো দোষমাদায় পচ্যমানং বিরেচনম্ ॥
গুণোৎকর্ষাৎ তু যাত্যূর্দ্ধমপক্বং বমনং পুনঃ ॥ ১৩ ॥

তয়োরিতি বমনবিরেকয়োঃ পক্বাপক্বয়োরিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

এবং গাত্রের গুরুতা হয়। আর অধিক বমনে তৃষ্ণা, মোহ, মূর্চ্ছা, বায়ুর প্রকোপ, অনিদ্রা ও বলহানি হয় ॥ ১১।১২ ॥

বমনার্থ ক্বাথপ্রস্তুত বিধি—অর্দ্ধসের পরিমিত ক্বাথ্য দ্রব্য ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল উপযুক্ত মাত্রায় বমনার্থ ব্যবস্থা করিবে। ১ পল ক্বাথ্য দ্রব্য /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে কল্ক দ্রব্য (মদনফলাদি) ২ তোলা এবং মধু ও সৈন্ধবলবণ মিলিত ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া বমনার্থ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিতে দিবে। উষ্ণে মধু বিরোধী; অতএব এস্থলে কিরূপে তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে? তজ্জন্য বলা হইতেছে—বমনে ও নিরূহে (কষায় দ্বারা পিচকারী প্রয়োগে) উষ্ণ মধু দোষজনক হয় না। কারণ, মধু এরূপ স্থলে ধাত্বগ্নি দ্বারা পরিপাক হইবার পূর্ব্বেই বমন বা বিরেচন হইয়া দোষের সহিত নির্গত হইয়া

বমননিষেধমাহ

ন বাময়েত্তৈমিরিকং ন গুল্মিনং ন চাপি পাণ্ডূদররোগপীড়িতান্।
স্থূলক্ষতক্ষীণকৃশাতিবৃদ্ধানর্শোঽর্দ্দিতাক্ষেপকপীড়িতাংশ্চ ॥
রুক্ষে প্রমেহে তরুণে চ গর্ভে গচ্ছত্যথোর্দ্ধং রুধিরে চ তীব্রে।
দুষ্টে চ কোষ্ঠে ক্রিমিভির্ম্মনুষ্যং ন বাময়েদ্বর্চ্চসি চাতিবদ্ধে ॥
এতেঽপ্যজীর্ণব্যথিতা বম্যা যে চ বিষাতুরাঃ।
অত্যুল্বণকফা যে চ তে চ স্যুর্ম্মধুকাম্বুনা ॥ ১৪ ॥
মন্দোঽগ্নির্ব্বেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা।
সোৎক্লেশা চারুচির্যস্য স গুল্মী বমনোপগঃ ॥ ১৫
অন্যচ্চ—শরৎকালে বসন্তে চ প্রাবৃট্‌কালে চ দেহিনাম্।
বমনং রেচনঞ্চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥

তৈমিরিকাদয়োঽপি এতাদৃশ্যবস্থায়াম্ বম্যা ইতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

বিরেচন দ্রব্য পচ্যমান অবস্থায় অধোমার্গ দ্বারা এবং বমন দ্রব্য অপক্ক অবস্থায় গুণোৎকর্ষ হেতু উর্দ্ধমার্গ দ্বারা নির্গত হইয়া থাকে। (বৃদ্ধবৈদ্যগণ কচিৎ বমনাদির অযোগে অনিষ্টাশঙ্কায় মধু প্রয়োগ করেন না) ॥ ১৩ ॥

বমনাযোগ্যের নির্দ্দেশ—তিমির, গুল্ম, পাণ্ডু, অর্শঃ, উদর, আক্ষেপ ও অর্দ্দিত রোগে পীড়িত, স্থূল, ক্ষত, ক্ষীণ, কৃশ, অতিবৃদ্ধ, রুক্ষদেহ, প্রমেহপীড়িত, বালক, গর্ভিণী, তীব্র-উর্দ্ধগ-রক্তপিত্তী, ক্রিমিদূষিত-কোষ্ঠ এবং অতিবিবদ্ধমল ব্যক্তিদের বমন প্রশস্ত নয়। পরন্তু ইহারা যদি অজীর্ণ দ্বারা ব্যথিত বিষপীড়িত ও অত্যন্ত কফপ্রবল হয়, তাহা হইলে যষ্টিমধুর ক্বাথ দ্বারা বমন করাইবে ॥ ১৪ ॥

বমনার্হ গুল্মির লক্ষণ—অগ্নিমান্দ্য, মন্দ মন্দ বেদনা, কোষ্ঠের গুরুতা ও স্তিমিতভাব, বমনভাব এবং অরুচি উপস্থিত হইলে গুল্ম রোগিকে বমন করাইবে ॥ ১৫ ॥

মতান্তরে বমনবিধি—কুশল চিকিৎসক শরৎ, বসন্ত ও প্রাবৃট্ কালে বমন বিরেচন

বলবন্তং কফব্যাপ্তং হৃল্লাসাদিনিপীড়িতম্।
তথা বমনসাত্ম্যঞ্চ ধীরচিত্তঞ্চ বাময়েৎ ॥ ১৬ ॥
বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেঽগ্নৌ শ্লীপদেঽর্ব্বুদে।
বিসর্পকুষ্ঠহৃদ্রোগ-মেহাজীর্ণভ্রমেষু চ ॥
বিদারিকাপচীকাস-শ্বাসপীনসবৃদ্ধিষু।
অপস্মারে জ্বরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিষু ॥
নাসাতাল্বোষ্ঠপাকেষু কর্ণস্রাবেঽধিজিহ্বকে।
গলগণ্ডেঽতীসারে চ পিত্তশ্লেষ্মগদে তথা।
মেদোগদেঽরুচৌ চৈব বমনং কারয়েদ্ভিষক্ ॥ ১৭।
ন বামনীয়স্তিমিরী ন গুল্মী নোদরী কৃশঃ।
নাতিবৃদ্ধো গর্ভিণী চ ন স্থূলো ন ক্ষতাতুরঃ ॥
মদার্ত্তো বালকো রূক্ষঃ ক্ষুধিতশ্চ নিরূহিতঃ।
উদাবর্ত্তোর্দ্ধরক্তী চ দুশ্ছর্দ্দ্যঃ কেবলানিলী ॥

বমনযোগ্যের লক্ষণ—বলবান্, কফব্যাপ্ত শরীর, বমন সাত্ম্য (যাহাদের বমনকারক ঔষধ সেবন অভ্যাস আছে) ও ধীরচিত্ত ব্যক্তিদের বমনবেগ উপস্থিত হইলে বমন করাইবে ॥ ১৬ ॥

বমনযোগ্যের নির্দ্দেশ—বিষদোষ, স্তন্যরোগ, অগ্নিমান্দ্য, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, বিসর্প, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, মেহ, অজীর্ণ, ভ্রম, বিদারিকা, অপচী, কাস, শ্বাস, পীনস, বৃদ্ধিরোগ, অপস্মার, জ্বর, উন্মাদ, রক্তাতিসার, নাসাপাক, তালুপাক, ওষ্ঠপাক, কর্ণস্রাব, অধিজিহ্ব, গলগণ্ড, অতীসার, পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগ, অরুচি এবং মেদোরোগে ॥

তিমির, গুল্ম, উদর, উদাবর্ত্ত, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, ক্রিমি, মদরোগ, কেবল বায়ু রোগ এবং অধ্যয়ন হেতু স্বরভঙ্গ রোগে পীড়িত, কৃশ, অতিবৃদ্ধ, বালক, গর্ভিণী, হিত, রূক্ষ, ক্ষুধিত এবং যাহাদের কষ্টে বমন হয়, তাহাদিগকে

পাণ্ডুরোগী ক্রিমিব্যাপ্তঃ পঠনাৎ স্বরঘাতকঃ।
এতেঽপ্যজীর্ণব্যথিতা বম্যা যে বিষপীড়িতাঃ।
কফব্যাপ্তাশ্চ তে বম্যা মধুক্কাথস্য পানতঃ॥ ১৮॥

গ্রন্থান্তরস্থান্যাং রসমাত্রামাহ—

ক্কাথপানে নবপ্রস্থা জ্যেষ্ঠা মাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
মধ্যমা ষণ্মিতা প্রোক্তা ত্রিপ্রস্থা চ কনীয়সী॥

প্রসঙ্গাদন্যৌষধানাঞ্চ মাত্রামাহ

কল্কচূর্ণাবলেহানাং ত্রিপলং শ্রেষ্ঠমাত্রয়া।
মধ্যমং দ্বিপলং দদ্যাৎ কনীয়স্কং পলং ভবেৎ॥ ১৯॥
বমনে চাপি বেগাঃ স্যুরষ্টৌ পিত্তান্তা উত্তমাঃ।
ষড়্‌বেগা মধ্যমা বেগাশ্চত্বারোঽপ্যবরা মতাঃ॥ ২০॥
কফং কটুকতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ পিত্তং স্বাদুহিমৈর্জ্জয়েৎ।
সুস্বাদুলবণোষ্ণৈশ্চ সংসৃষ্টং বায়ুনা কফম্॥ ২১॥

ইতি বমনম্।

করাইবে না। কিন্তু ইহারা যদি অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত বা বিষপীড়িত হয়, তবে বমন করাইবে। আর অত্যন্ত কফপ্রবল ব্যক্তিকেও যষ্টিমধুর ক্কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে॥ ১৮॥

ক্কাথপানের প্রধান মাত্রা—৯ প্রস্থ; মধ্যম মাত্রা—৬ প্রস্থ এবং ন্যূনমাত্রা—৩ প্রস্থ। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য ঔষধের মাত্রা বলা যাইতেছে—কল্ক, চূর্ণ ও অবলেহের প্রধান মাত্রা—৩ পল, মধ্যম মাত্রা—২ পল এবং ন্যূন মাত্রা—১ পল॥ ১৯॥

আটবার বমি হইলে উত্তম বেগ এবং বমন করিতে করিতে পিত্ত দেখা যাইলে উৎকৃষ্ট বমন হইয়াছে জানিবে। ৬ বার বমি হইলে মধ্যম বেগ এবং ৪ বার বমি হইলে নিকৃষ্ট বেগ বলা যায়॥ ২০॥

কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা কফ, মধুর শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্ত এবং মধুর লবণ দ্রব্য দ্বারা বায়ুসংসৃষ্ট কফ নাশ করিবে॥ ২১॥

অথ বিরেচনম্।

শার্ঙ্গধরঃ।

স্নিগ্ধস্বিন্নস্য বান্তস্য দদ্যাৎ সম্যগ্ বিরেচনম্ ॥ ২২ ॥

অস্য গুণমাহ সুশ্রুতঃ।

বুদ্ধেঃ প্রসাদং বলমিন্দ্রিয়াণাং ধাতুস্থিরত্বং জ্বলনাতিদীপ্তিম্।
চিরাচ্চ পাকং বপুষঃ করোতি বিরেচনং সম্যগুপাস্যমানম্ ॥২৩॥
অবান্তস্য ত্বধঃস্রস্তো গ্রহণীং ছাদয়েৎ কফঃ।
মন্দাগ্নিং গৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েদ্বা প্রবাহিকাম্ ॥ ২৪ ॥
অথবা পাচনৈরামং বলাসঞ্চ বিপাচয়েৎ ॥ ২৫ ॥
স্নিগ্ধস্য স্নেহনৈঃ কার্য্যং স্বেদৈঃ স্বিন্নস্য রেচনম্।
শরদৃতৌ বসন্তে চ দেহশুদ্ধ্যৈ বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥

গ্রহণী অগ্নিবহধমনী, তাৎস্থ্যাদগ্নিমাহুঃ; তাং ছাদয়েদিতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥

বিরেচনাধিকার—স্নিগ্ধ, স্বিন্ন ও বান্ত ব্যক্তিকেই বিরেচন দিবে ॥ ২২ ॥

বিরেচনের ফল। সম্যগ্‌রূপে বিরেচন হইলে বুদ্ধির প্রসন্নতা, সকলের বল, ধাতুসমূহের স্থিরতা, অগ্নির দীপ্তি এবং বহু বিলম্বে শরীরের জরা উপস্থিত হয় ॥ ২৩ ॥

বমন না করাইয়া বিরেচন দিলে কফ অধোভাগে গ্রহণী নাড়ীতে গমন করিয়া গ্রহণীস্থিত অগ্নিকে আচ্ছাদিত করে। তাহাতে অগ্নিমান্দ্য, শরীরের গুরুতা এবং প্রবাহিকা উপস্থিত হয়। অতএব এরূপস্থলে পাচক ঔষধ দ্বারা আম ও কফের পরিপাক করিবে ॥ ২৪। ২৫ ॥

স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ এবং স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া বিরেচন প্রয়োগ করিবে। শরৎ ও বসন্তকালে দেহের শোধন কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

বিরেকনিষেধমাহ—

বালবৃদ্ধাবতিস্নিগ্ধঃ ক্ষতঃ ক্ষীণো ভয়ার্দ্দিতঃ।
শ্রান্তস্তৃষার্ত্তঃ স্থূলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্বরী॥
নবপ্রসূতা নারী চ মন্দাগ্নিশ্চ মদাত্যয়ী।
শল্যার্দ্দিতশ্চ রুক্ষশ্চ ন বিরেচ্যো ভিষগ্বরৈঃ॥ ২৭॥

বিরেচ্যমাহ—

জীর্ণজ্বরী গরব্যাপ্তো বাতরক্তী ভগন্দরী।
অর্শঃপাণ্ডূদরগ্রন্থি-হৃদ্রোগারুচিপীড়িতাঃ॥
যোনিরোগপ্রমেহার্ত্ত-গুল্মপ্লীহব্রণার্দ্দিতাঃ।
বিদ্রধিচ্ছর্দ্দিবিস্ফোট-বিসূচীকুষ্ঠসংযুতাঃ॥
কর্ণনাসাশিরোবক্ত্র-গুদমেঢ্রাময়ার্দ্দিতাঃ।
প্লীহশোথাক্ষিরোগার্ত্তাঃ ক্রিমিরোগানিলার্দ্দিতাঃ॥
শূলিনো মূত্রাঘাতার্ত্তা বিরেকার্হা নরা মতাঃ॥ ২৮॥
বহুপিত্তো মৃদুঃ প্রোক্তো বহুশ্লেষ্মা চ মধ্যমঃ।
বহুবাতঃ ক্রূরকোষ্ঠো দুর্বিরেচ্যঃ স কথ্যতে॥ ২৯॥

বিরেচনাযোগ্যের নির্দ্দেশ।—বালক, বৃদ্ধ, অতিস্নিগ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ, রুক্ষ, গর্ভিণী, ভীত, শ্রান্ত, পিপাসাযুক্ত, শল্যপীড়িত, নবপ্রসূতা এবং নবজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও মদাত্যয় রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিরেচন প্রশস্ত নহে॥ ২৭॥

বিরেচনযোগ্যের নির্দ্দেশ—জীর্ণজ্বর, বাতরক্ত, ভগন্দর, অর্শঃ, পাণ্ডু, উদর, গ্রন্থি, হৃদ্রোগ, অরুচি, যোনিরোগ, প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা, ব্রণ, বিদ্রধি, বমন, বিস্ফোট, বিসূচী, কুষ্ঠ, শোথ, নেত্ররোগ, ক্রিমি, বাত, শূল, মূত্রাঘাত, বিষদোষ এই সকল রোগে এবং কর্ণ, নাসা, মুখ, শিরঃ, গুহ্য ও মেঢ্র রোগে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিরেচন প্রয়োগ করিবে॥ ২৮॥

পিত্তবহুল কোষ্ঠকে মৃদু কোষ্ঠ, শ্লেষ্মবহুল কোষ্ঠকে মধ্য কোষ্ঠ এবং বাতবহুল কহে। বাতবহুল কোষ্ঠ দুর্বিরেচ্য॥ ২৯॥

তস্য মাত্রামাহ—

মাত্রোত্তমা বিরেকস্য ত্রিংশদ্বেগৈঃ কফান্তকম্।
বেগৈর্ব্বিংশতিভির্মধ্যা হীনোক্তা দশবেগকৈঃ॥
দ্বিপলং শ্রেষ্ঠমাখ্যাতং মধ্যমঞ্চ পলং ভবেৎ।
পলার্দ্ধঞ্চ কষায়াণাং কনীয়স্কং বিরেচনম্॥ ৩০॥

আনন্দসেনস্ত্বাহ—

পিত্তেন স্যান্মৃদুঃ কোষ্ঠঃ ক্রূরো বাতকফাশ্রয়াৎ।
মধ্যমঃ সমদোষঃ স্যান্ মাত্রা যোজ্যানুরূপতঃ॥
পলস্তু শ্রেষ্ঠমাখ্যাতং মধ্যস্ত্বর্দ্ধপলং ভবেৎ।
কর্ষমানং কনীয়ঃ স্যাৎ জ্ঞেয়ং শ্রেষ্ঠাদ্যপেক্ষয়া॥ ৩১॥

বমনবিরেকয়োশ্চতুর্দ্ধা বিশুদ্ধিমাহ

বৈনিকী মাণিকা চাপি অন্তকী নলিকী তথা।
চতুর্ব্বিধা শুদ্ধিরুক্তা বমনে চ বিরেচনে॥ ৩২॥

যে মাত্রায় বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে ৩০ বার ভেদ এবং শেষে কফ নির্গত হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ মাত্রা; ২০ বার ভেদ হইলে মধ্য মাত্রা এবং ১০ বার ভেদ হইলে ন্যূন মাত্রা বলা যায়। বিরেচনার্থ ক্বাথপানের প্রধান মাত্রা ২ পল; মধ্য মাত্রা—১ পল ও ন্যূন মাত্রা—৪ তোলা॥ ৩০॥

আনন্দ সেন বলেন—পিত্ত হেতু মৃদু কোষ্ঠ, বায়ু ও কফ হেতু ক্রূর কোষ্ঠ এবং দোষের সমতা হেতু মধ্য কোষ্ঠ হয়। অতএব কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া মাত্রা নির্ণয় করিবে। তন্মতে বিরেচনার্থ ক্বাথপানের প্রধান মাত্রা—১ পল; মধ্য মাত্রা—অর্দ্ধ পল, ন্যূন মাত্রা—২ তোলা॥ ৩১॥

বমন বিরেচনে চারি প্রকার বিশুদ্ধির নাম যথা—বৈনিকী, মাণিকা, অন্তকী নলিকী॥ ৩২॥

জঘন্যমধ্যপ্রবরে তু বেগাশ্চত্বার ইষ্টা বমনে ষড়ষ্টৌ।
দশৈব তে দ্বিত্রিগুণা বিরেকে প্রস্থস্তথা দ্বিত্রিচতুর্গুণাশ্চ ॥ ৩৩ ॥

বমনে চ বিরেকে চ তথা শোণিতমোক্ষণে।
সার্দ্ধত্রয়োদশপলং প্রস্থমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
পিত্তান্তমিষ্টং বমনং কফান্তঞ্চ বিরেচনম্ ॥ ৩৪ ॥

বিরেকমাহ—

দ্বিত্রান্ সবিট্কানপনীয় বেগান্ মেয়ং বিরেকে বমনে তু পীতম্।
ক্রমাৎ কফঃ পিত্তমথানিলশ্চ যস্যৈতি সম্যগ্বমিতঃ স ইষ্টঃ ॥ ৩৫ ॥

---

* জঘন্যমিতি জঘন্যে বমনে চত্বারো বেগাঃ, মধ্যমে ষড়্বেগাঃ, প্রবরেঽষ্টবেগাঃ। তথা চ জঘন্যবিরেকে দশ বেগাঃ, মধ্যমে বিরেকে দশদ্বিগুণা বিংশতিরিত্যর্থঃ। প্রবরে শ্রেষ্ঠে বিরেকে দশত্রিগুণা ত্রিংশদ্বেগা ইত্যর্থঃ। বিরেকে দোষমানেনাপি জঘন্যাদিত্বমাহুঃ। প্রস্থ ইত্যাদি দ্বিগুণঃ প্রস্থো জঘন্যে, ত্রিগুণো মধ্যমে, চতুর্গুণঃ প্রবরে ইত্যর্থঃ। পিত্তান্তমিতি আত্যন্তিকী শুদ্ধির্বিরেকার্দ্ধভেষজমাত্রয়া কার্য্যা, বিরেকে যৎ প্রস্থাদিনা জঘন্যত্বমুক্তং তদর্দ্ধপরিমাণেন জঘন্যাদিত্বমপরং বমনে জ্ঞেয়ম্। কফান্তমিতি অতিরেকেণাত্যন্তিকী শুদ্ধিরুক্তা ॥ ৩৩ ॥

বিরেকে দ্বিত্রান্ সবিট্কান্ বেগান অপনীয় ত্যক্ত্বা নেয়ং গণনীয়ং পরিমাণং কার্য্যং, বিরেকসঙ্খ্যা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। তথা বমনে পীতং ঔষধমপনীয় মানং কর্ত্তব্যং,

---

জঘন্য মধ্য ও উৎকৃষ্ট ভেদে বমনের বেগ ত্রিবিধ। ৪ বার বমি হইলে অধম বেগ, ৬ বার বমি হইলে মধ্যম বেগ এবং ৮ বার বমি হইলে প্রবর (উৎকৃষ্ট) বেগ বলা যায়। জঘন্যাদি ভেদে বিরেচনও ত্রিবিধ। ১০ বার বিরেচন হইলে নিকৃষ্ট বেগ, ২০ বার বিরেচন হইলে মধ্যবেগ এবং ৩০ বার বিরেচন হইলে উৎকৃষ্ট বেগ বলা যায়। (বেগসংখ্যাভেদে জঘন্যাদি ভেদ বলিয়া দোষমানভেদে বিরেচনের জঘন্য-মধ্য-প্রবরতা বলা হইতেছে) জঘন্য বিরেচনে ২ প্রস্থ, মধ্যবিরেচনে ৩ প্রস্থ এবং উৎকৃষ্ট বিরেচনে ৪ প্রস্থ মল নিঃসৃত হয়। বমন, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ ক্রিয়ায় সাড়ে তের পলে এক প্রস্থ গণ্য হইয়া থাকে। বমন করিতে করিতে পিত্ত দেখা যাইলে উৎকৃষ্ট বমন হইয়াছে জানিবে; আর বিরেচনে কফ দেখা

কৃষ্ট বিরেচন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

হৃৎপার্শ্বমূর্দ্ধেন্দ্রিয়মার্গশুদ্ধৌ তনোর্লঘুত্বেঽপি চ লক্ষ্যমাণে ॥
স্রোতোবিশুদ্ধীন্দ্রিয়সম্প্রসাদৌ লঘুত্বমূর্জ্জোঽগ্নিরনাময়ত্বম্।
প্রাপ্তিশ্চ বিট্‌পিত্তকফানিলানাং সম্যগ্বিরিক্তস্য ভবেৎ ক্রমেণ ॥ ৩৬ ॥
স্যাৎ শ্লেষ্মপিত্তানিলসংপ্রকোপঃ সাদস্তথাগ্নের্গুরুতা প্রতিশ্যা।
তন্দ্রা তথা চ্ছর্দ্দিররোচকশ্চ বাতানুলোম্যং ন চ দুর্বিরিক্তে ॥ ৩৭ ॥
কফাস্রপিত্তক্ষয়জানিলোত্থাঃ সুপ্ত্যঙ্গমর্দ্দক্লমবেপনাদ্যাঃ।
নিদ্রাবলাভাবতমঃপ্রবেশাঃ সোন্মাদহিক্কাশ্চ বিরেচিতেঽতি ॥ ৩৮ ॥

বিরেকনিষেধমাহ

ক্ষীণঃ ক্ষতোরঃক্ষতবালবৃদ্ধা দীনোঽথ শোষো ভয়শোকতপ্তঃ।
শ্রান্তস্তৃষার্ত্তোঽপরিজীর্ণভক্তো গর্ভিণ্যধোগচ্ছতি যস্য চাস্রক্ ॥

বেগানামিত্যর্থঃ। বিরেক ইতি। পূর্ব্বদিনাহারমলবিরেকাৎ প্রথমতঃ বেগদ্বয়ং ত্রয়ং বা পরিহৃত্য সঙ্খ্যা কর্ত্তব্যা ইতি। বমনেঽপি পীতমৌষধং প্রথমবেগেন বহির্নিঃসরতি, অতস্তন্ন গণনীয়মতোঽনন্তরং সঙ্খ্যা কার্য্যেতি দিক্ ॥ ৩৫ ॥

প্রাপ্তিরিতি প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বিরেচন কালে মলের সহিত প্রথম যে ২।৩ বার বেগ হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া এবং বমনার্থ পীত ঔষধের পরিমাণ ত্যাগ করিয়া বেগ গণনা করিবে। সম্যক বমনে কফ পিত্ত ও বায়ু ক্রমশঃ নির্গত হয় ॥ ৩৫ ॥

সম্যগ্ বিরেচনের লক্ষণ—বিরেচন সম্যগ্‌রূপ হইলে হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক ও ইন্দ্রিয়পথের বিশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণের বৈমল্য, দেহের লঘুত্ব, স্রোতঃশুদ্ধি, বলাধান, অগ্নির দীপ্তি, অরোগিতা এবং মল, পিত্ত, কফ ও বায়ুর ক্রমশঃ প্রবর্ত্তন হয়। সম্যগ্ বিরেচন না হইলে শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠের ও গাত্রের গুরুতা, প্রতিশ্যায়, তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও বায়ুর অননুলোম এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতি বিরেচন হইলে কফ, রক্ত ও পিত্তের ক্ষয় হয় এবং সেই কফাদি ধাতুর ক্ষয় হেতু বায়ু প্রকুপিত হইয়া অঙ্গের সুপ্তি, অঙ্গমর্দ্দ, ক্লান্তি ও কম্পাদি আনয়ন করে। আর অনিদ্রা, বলহানি, তমঃপ্রবেশ (অন্ধকারমগ্নবৎ প্রতীতি), উন্মাদ ও হিক্কা উপস্থিত হয় ॥ ৩৬—৩৮ ॥

নবপ্রতিশ্যায়পরীতদেহো নবজ্বরী যা চ নবপ্রসূতা।
কষায়নিষ্ঠা ন বিরেচনীয়াঃ স্নেহাদিভির্যে ত্বনুপস্কৃতাশ্চ ॥ ৩৯ ॥
বিরেচনৈর্যান্তি নরা বিনাশমজ্ঞপ্রযুক্তৈরবিরেচনীয়াঃ।
অত্যর্থপিত্তাভিপরীতদেহান্ বিরেচয়েৎ তানপি মন্দবীর্য্যঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি বিরেচনম্।

অথ নস্যম্।

নস্যভেদো দ্বিধা প্রোক্তো রেচনং স্নেহনং তথা।
রেচনং কর্ষণং প্রোক্তং স্নেহনং বৃংহণং মতম্ ॥
নস্যং তৎ কথ্যতে ধীরৈর্নাসাগ্রাহ্যং যদৌষধম্।
নাবনং নস্তকর্ম্মেতি তস্য নামদ্বয়ং মতম্ ॥ ৪১ ॥

রেচনং কফাদীনামিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

মতান্তরে বিরেচনাযোগ্যের নির্দ্দেশ—বালক, বৃদ্ধ, ভীত, শোকপ্রাপ্ত, দীন, শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, গর্ভিণী, নবপ্রসূতা, ক্ষীণ, নিয়ত কষায়সেবী, অজীর্ণভক্ত, (ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় নাই, এমন অবস্থায়) এবং ক্ষত, উরঃক্ষত, অধোগরক্তপিত্ত, নূতন প্রতিশ্যায়, নূতন জ্বর ও শোষ রোগে আক্রান্ত এই সকল ব্যক্তি এবং যাহারা স্নেহাদি দ্বারা অনুপস্কৃত, তাহারা অবিরেচ্য ॥ ৩৯ ॥

অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, বিরেচনাযোগ্য ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ করিলে তাহাতে তাহার প্রাণনাশ হইয়া থাকে। কিন্তু বর্দ্ধিত পিত্ত দ্বারা শরীর অত্যন্ত আক্রান্ত হইলে বিরেচনের অযোগ্য হইলেও তাহাকে মৃদু বিরেচন প্রয়োগ করিবে ॥ ৪০ ॥

নস্যাধিকার।—রেচন ও স্নেহন ভেদে নস্য দুই প্রকার। রেচন নস্যে কফাদির অপগম এবং স্নেহন নস্যে দেহের পোষণ হয়। যে ঔষধ নাসিকা দ্বারা টানিয়া লওয়া হয়, তাহাকে নস্য কহে। নস্যের অপর দুই নাম—নাবন ও নস্তকর্ম্ম ॥ ৪১ ॥

কফপিত্তানিলধ্বংসে পূর্ব্বে মধ্যেঽপরাহ্নিকে।
দিনস্য গৃহ্যতে নস্যং রাত্রাবপ্যুৎকটে গদে ॥ ৪২ ॥
অন্যচ্চ—প্রতিমর্ষোঽবপীড়শ্চ নস্যং প্রধমনং তথা।
শিরোবিরেচনঞ্চৈব নস্তঃকর্ম্ম তু পঞ্চধা ॥ ৪৩ ॥
ঈষদুচ্ছিঙ্ঘনাৎ স্নেহো যাবদ্ বক্ত্রং প্রপদ্যতে।
নস্তো নিষিক্তস্তং বিদ্যাৎ প্রতিমর্ষং প্রমাণতঃ।
প্রতিমর্ষঞ্চ নস্যার্থং করোতি ন চ দোষবান্ ॥ ৪৪ ॥
শোধনঃ স্তম্ভনস্তস্মাদবপীড়ো দ্বিধা মতঃ।
আপীড্য দীয়তে যস্মাদবপীড়স্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৫ ॥
স্নেহার্থং শূন্যশিরসাং গ্রীবাস্কন্ধোরসাং তথা।
বলার্থং দীয়তে স্নেহো নস্তঃ সর্ব্বত্র বর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥
অন্যচ্চ—অবপীড়ঃ প্রধমনং দ্বৌ ভেদাবপরৌ স্মৃতৌ।
শিরোবিরেচনস্যার্থে তৌ তু দেয়ৌ যথাযথম্ ॥

কফশান্তির নিমিত্ত প্রাতঃকালে, পিত্তপ্রশমনার্থ মধ্যাহ্নে এবং বায়ু-নিবারণার্থ সায়ংকালে নস্য গ্রহণীয়। রোগের আধিক্য হইলে অবস্থা বিবেচনা করিয়া রাত্রিতেও নস্য গ্রহণ করিতে পারা যায় ॥ ৪২ ॥

অন্যবিধ।—প্রতিমর্ষ, অবপীড়, নস্য, প্রধমন ও শিরোবিরেচন ভেদে নস্য কর্ম্ম পাঁচ প্রকার। নাসামধ্যে যে পরিমিত নিষিক্ত স্নেহ অল্প টানিয়া লইলে মুখ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাই প্রতিমর্ষের প্রমাণ জানিবে। প্রতিমর্ষ, নস্যের অর্থ অর্থাৎ স্নেহন-শোধনরূপ কার্য্যদ্বয় সম্পাদন করে; ইহা অনিষ্টকারক নহে ॥ ৪৩। ৪৪ ॥

অবপীড় দুই প্রকার; শোধন ও স্তম্ভন। অবপীড়নপূর্ব্বক দেওয়া হয় বলিয়া উহাকে অবপীড় নস্য কহে। স্নেহশূন্য মস্তকের স্নেহনার্থ এবং গ্রীবা স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের বলাধানার্থ যে স্নেহ প্রয়োগ করা যায়, তাহাকেও নস্য কহে ॥ ৪৫। ৪৬ ॥

প্রকারান্তর।—অবপীড় ও প্রধমন ভেদে নস্য দুই প্রকার; ইহা শিরোবিরেচনার্থ প্রযুক্ত হয়। তীক্ষ্ণ ঔষধাদি কুট্টিত করিয়া যে রস নির্গত হয়, সেই

কল্কীকৃতাদৌষধাদ্‌যঃ পীড়িতো নিঃস্রুতো রসঃ।
সোঽবপীড়ঃ সমুদ্দিষ্টস্তীক্ষ্নদ্রব্যসমুদ্ভবঃ॥ ৪৭॥
ষড়ঙ্গুলা দ্বিবক্ত্রা যা নাড়ী চূর্ণং তয়া ধমেৎ।
তীক্ষ্নং কোলমিতং বক্ত্রবাতৈঃ প্রধমনং স্মৃতম্॥ ৪৮॥
ঊর্দ্ধজত্রুগতে রোগে কফজে চ স্বরক্ষয়ে।
অরোচকে প্রতিশ্যায়ে শিরঃশূলে চ পীনসে।
শোথাপস্মারকুষ্ঠেষু নস্যং বৈরেচনং হিতম্॥ ৪৯॥
ভীরুস্ত্রীকৃশবালানাং নস্যং স্নেহেন শস্যতে।
গলরোগে সন্নিপাতে নিদ্রায়াং বিষম জ্বরে।
মনোবিকারে ক্রিমিষু যুজ্যতে চাবপীড়নম্॥ ৫০॥
অত্যন্তোৎকটদোষেষু বিসংজ্ঞেষু চ দীয়তে।
চূর্ণং প্রধমনং ধীরৈস্তদ্ধি তীক্ষ্নতরং যতঃ॥ ৫১॥
নস্যস্য স্নৈহিকস্যাত্র দেয়াস্ত্বষ্টৌ চ বিন্দবঃ।
প্রত্যেকশো নস্তকয়োর্নৃণামিতি বিনিশ্চয়ঃ॥ ৫২॥

গ্রহণ করাকে অবপীড় কহে। আর ছয় অঙ্গুল লম্বা দুই মুখ বিশিষ্ট একটি নলের মধ্যে ১ তোলা পরিমিত তীক্ষ্ন ঔষধ চূর্ণ পুরিয়া নলের এক মুখ নাসারন্ধ্রে লাগাইয়া অন্য মুখে ফুৎকার দিয়া নাসাভ্যন্তরে ঔষধ দেওয়ার নাম প্রধমন॥ ৪৭। ৪৮॥

স্বরভঙ্গ, অরুচি, প্রতিশ্যায়, শিরোবেদনা, পীনস, শোথ, অপস্মার, কুষ্ঠ এবং ঊর্দ্ধজত্রুগত ও কফজ রোগে রেচন নস্য হিতকর। স্ত্রীলোক, বালক, কৃশ এবং ভীরু ব্যক্তিদের পক্ষে স্নেহন নস্য প্রশস্ত। গলরোগে, সন্নিপাতে, অতিনিদ্রায়, বিষমজ্বরে, মানসিক রোগে এবং ক্রিমিরোগে অবপীড়ন ব্যবস্থা। দোষের অতিশয় প্রাবল্য অবস্থায় এবং সংজ্ঞাহীনতায় চিকিৎসকগণ, অতি তীক্ষ্নতর বলিয়া প্রধমন নস্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন॥ ৪৯—৫১॥

স্নৈহিক নস্যার্থ প্রত্যেক নাসাবিবরে আট বিন্দু করিয়া তৈল দিবে। (তর্জ্জনী

অষ্টবর্ষস্য বালস্য নস্তঃকর্ম্ম সমাচরেৎ।
অশীতিবর্ষাদূর্দ্ধঞ্চ নাবনং নৈব দীয়তে॥ ৫৩॥

নিষেধমাহ—

তথা নবপ্রতিশ্যায়ী গর্ভিণী গরদূষিতঃ।
অজীর্ণী দত্তবস্তিশ্চ পীতস্নেহোদকাসবঃ॥
ক্রুদ্ধঃ শোকাভিতপ্তশ্চ তৃষার্ত্তো বৃদ্ধবালকৌ।
বেগাবরোধী স্নাতশ্চ স্নাতুকামশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ৫৪॥

ইতি নস্যম্।

অথানুবাসনম্।

ভবেৎ সুখোষ্ণশ্চ তথা নিরেতি সহসা সুখম্।
বিরিক্তস্ত্বনুবাস্যঃ স্যাৎ সপ্তরাত্রাৎ পরং তদা॥ ৫৫॥

অঙ্গুলির পর্ব্বদ্বয় স্নেহমধ্যে ডুবাইয়া উদ্ধৃত করিলে যতটুকু স্নেহ পতিত হয়, তাহাই বিন্দুর পরিমাণ)॥ ৫২॥

অষ্টম বৎসরের ন্যূন বয়স্কের এবং অশীতি বর্ষের ঊর্দ্ধ বয়স্কের পক্ষে নস্য প্রয়োগ নিষিদ্ধ। যাহারা জল, আসব, গরবিষ ও স্নেহ পান করিয়াছে, যাহাদিগকে বস্তি প্রদত্ত হইয়াছে, যাহারা স্নান করিয়াছে, যাহারা মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করিয়াছে, তাহাদের এবং নূতন প্রতিশ্যায়গ্রস্ত, গর্ভিণী, বৃদ্ধ, বালক, ক্রুদ্ধ, শোকার্ত্ত, পিপাসাযুক্ত, অজীর্ণগ্রস্ত এবং স্নাতুকাম (স্নানের পূর্ব্বে) ব্যক্তিদের পক্ষে নস্য হিতকর নহে॥ ৫৩। ৫৪॥

অনুবাসন—অনুবাসন (স্নেহ দ্রব্য দ্বারা পিচকারী দেওয়ার নাম অনুবাসন) সুখোষ্ণাবস্থায় প্রয়োগ করিলে শীঘ্র এবং অনায়াসে ঔষধ নির্গত হইয়া থাকে। বিরেচনের পর অনুবাসন দিতে হইলে সাত

বিরেচনাৎ সপ্তরাত্রে গতে জাতবলায় বৈ।
কৃতাহারায় সায়াহ্নে বস্তির্দেয়োঽনুবাসনঃ ॥ ৫৬ ॥
সুবর্ণরৌপ্যত্রপুতাম্ররীতি-কাংস্যায়সাস্থিদ্রুমবেণুদন্তৈঃ।
নলৈর্বিষাণৈর্মণিভিস্তু তৈস্তৈঃ কার্য্যাণি নেত্রাণি সুকর্ণিকানি ॥
ষড়্‌দ্বাদশাষ্টাঙ্গুলসম্মিতানি ষড়্‌বিংশতিদ্বাদশবর্ষজানাম্।
স্যুর্মুদ্গকর্কন্ধুসতীনবাহি-চ্ছিদ্রাণি বর্ত্ত্যা পিহিতানি চাপি ॥
যথাবয়োঽঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠকাভ্যাং মূলাগ্রয়োঃ স্যুঃ পরিণাহবন্তি।
ঋজূনি গোপুচ্ছসমাকৃতীনি শ্লক্ষ্ণানি চ স্যুর্গুড়িকামুখানি ॥
স্যাৎ কর্ণিকৈকাগ্রচতুর্থভাগে মূলাশ্রিতে বস্তিনিবন্ধনে দ্বে ॥

অন্যত্রও উক্ত আছে—বিরেচনানন্তর সাত রাত্রি অতীত হইলে এবং রোগী বল পাইলে তাহাকে আহার করাইয়া সায়ংকালে অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ৫৬

স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, তাম্র, পিত্তল, কাসা, অস্থি, লৌহ, বৃক্ষ, বেণু (বাঁশ), দন্ত, নল, শৃঙ্গ ও মণি এই সকল দ্রব্যে বস্তিনল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নলে তিনটি কর্ণিকা (ছত্রাকৃতি, সুকর্ণিকা পাঠে—উত্তমরূপে সংযোজিত কর্ণিকা) সংযুক্ত থাকে। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালকের পক্ষে বস্তিনলের দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুল, সাত হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের পক্ষে আট আঙ্গুল এবং তের হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের পক্ষে বার অঙ্গুল হওয়া উচিত। এবং নলের ছিদ্র পরিমাণ যথাক্রমে মুগ মটর ও কুল প্রবেশযোগ্য হওয়া আবশ্যক। নলের ভিতর কোন দ্রব্য প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য ছিদ্রের মুখ আবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যে বয়সের ব্যক্তিকে বস্তি দিতে হইবে, সেই বয়সে তাহার নিজ অঙ্গুষ্ঠের পরিবেষ্টন যত হয়, বস্তি-নলের মূলভাগের পরিবেষ্টনও তত এবং তাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলির পরিবেষ্টন যত হয় ঐ নলের অগ্রভাগের পরিবেষ্টনও তত করিতে হইবে। বস্তিনল ঋজু গোপুচ্ছাকার ক্রম-সূক্ষ্ম, মসৃণ ও গুড়িকামুখ (বর্ত্তুলাকার মুখ) হওয়া আবশ্যক। নলের মুখের দিকে চতুর্থভাগ স্থানে একটি কর্ণিকা সংযুক্ত করিবে। এই স্থানে কর্ণিকা সংযোগ

অভ্যন্তরে নলের সিকিভাগমাত্র প্রবেশ করিবে।

জারদ্গবো মাহিষহারিণৌ বা স্যাৎ শৌকরো বস্তিরজস্য বাপি।
দৃঢ়স্তনুর্নষ্টশিরোবিগন্ধঃ কষায়রক্তশ্চ মৃদুঃ সুশুদ্ধঃ॥
নৃণাং বয়ো বীক্ষ্য যথানুরূপং নেত্রেষু যোজ্যস্তু সুবদ্ধসূত্রঃ॥ ৫৭॥
ব্রণবস্তেস্তু নেত্রং স্যাৎ শ্লক্ষ্ণমষ্টাঙ্গুলোন্মিতম্।
মুখচ্ছিদ্রং গৃধ্রপক্ষ-নলিকাপরিণাহি চ*॥ ৫৮॥
অন্যচ্চ—কষায়ক্ষীরতৈলৈর্যো নিরূহঃ স নিগদ্যতে।
বস্তিভির্দীয়তে যস্মাৎ তস্মাদ্বস্তিরিতি স্মৃতঃ॥
তত্রানুবাসনাখ্যো হি বস্তির্যঃ সোঽত্র কথ্যতে†॥ ৫৯॥

কর্ণিকা থাকায় তাহার অধিক প্রবেশ করিতে পারিবে না। নলের মূলদেশে বস্তি বন্ধনার্থ দুইটি কর্ণিকা নিবদ্ধ করিবে অর্থাৎ এই কর্ণিকা নিবদ্ধ স্থানে নলের সহিত বস্তি বান্ধিবে।

বৃদ্ধ গো, মহিষ, হরিণ, শূকর বা ছাগলের বস্তি (মূত্রাশয় চর্ম্ম) গ্রহণ করিয়া বস্তির পুটক প্রস্তত করিবে। বস্তিপুটক দৃঢ়, পাত্লা, শিরাবিহীন, গন্ধরহিত, কষায়-রঞ্জিত, সুকোমল ও পরিষ্কৃত হওয়া উচিত। মানবের বয়স লক্ষ্য করিয়া যথোপযুক্ত বস্তি প্রস্তত করিবে। ঐ বস্তি নলের সহিত সূত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বান্ধিবে॥ ৫৭॥

ব্রণে প্রয়োগার্থ বস্তির নল অষ্টাঙ্গুল পরিমিত, মসৃণ এবং উহার মুখচ্ছিদ্রের পরিমাণ গৃধ্রপক্ষির পক্ষের নলিকার (কুইলের) ন্যায় হইবে॥ ৫৮॥

অন্যপ্রকার। ক্বাথ, ক্ষীর ও তৈল দ্বারা যে বস্তি দেওয়া হয়, তাহাকে নিরূহ বস্তি বলে। গো-মহিষাদির বস্তির দ্বারা কৃত হয় বলিয়া, ঐ যন্ত্র, বস্তিনামে অভিহিত হয়॥ ৫৯॥

* নেত্রং কার্য্যং সুবর্ণাদি-ধাতুভির্ব্বৃক্ষবেণুভিঃ। নলৈর্দন্তৈর্বিষাণাগ্রৈর্মণিভির্বা বিধীয়তে॥ একবর্ষাৎ তু ষড় বর্ষং যাবন্মাত্রা ষড়ঙ্গুলম্। ততো দ্বাদশকং যাবন্মানং স্যাদষ্টসম্মিতম্॥ ততঃ পরং দ্বাদশভিরঙ্গুলৈর্নেত্রদীর্ঘতা। মুদগচ্ছিদ্রং কলায়াভং ছিদ্রকোলাস্থিরন্ধ্রকম্॥ যথাসংখ্যং ভবেন্নেত্রং শ্লক্ষ্ণং গোপুচ্ছসন্নিভম্। আতুরাঙ্গুষ্ঠমানেন মূলে স্থূলং বিধীয়তে। কনিষ্ঠিকাপরীণাহমগ্রে চ গুড়িকামুখম্। তন্মূলে কর্ণিকে দ্বে চ কার্য্যে ভাগাচ্চতুর্থকান্। যোজয়েৎ তত্র বস্তিঞ্চ বন্ধদ্বয়বিধানতঃ॥ মৃগাজশূকরগবাং মহিষস্যাপি বা ভবেৎ। মূত্রকোষস্য বস্তিস্তু তদলাভেন চর্ম্মজঃ॥ কষায়রক্তঃ সমৃদুর্বস্তিঃ স্নিগ্ধো দৃঢ়ো হিতঃ॥ ইতি।

† পূর্ব্বমেব তত্রানুবাসননিরূহাখ্যো ভবিষ্যতি। নিরূহার্দ্ধপ্রমাণেন বস্তিঃ স্যাদনুবাসনঃ।

অনুবাসনভেদশ্চ মাত্রাবস্তিরুদীরিতঃ॥
পলদ্বয়ং তস্য মাত্রা তস্মাদর্দ্ধোঽপি বা ভবেৎ।
অনুবাস্যস্তু রুক্ষঃ স্যাৎ তীক্ষ্ণাগ্নিঃ কেবলানিলী॥ ৬০॥
নানুবাস্যস্তু কুষ্ঠী স্যান্মেহী স্থূলস্তথোদরী।
নাস্থাপ্যা নানুবাস্যাঃ স্যুরজীর্ণোন্মাদতৃড়্যুতাঃ।
শোথমূর্চ্ছারুচিভয়-শ্বাসকাসক্ষয়াতুরাঃ॥ ৬১॥
শরীরোপচয়ং বর্ণং বলমারোগ্যমায়ুষঃ।
কুরুতে পরিবৃদ্ধিঞ্চ বস্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ॥ ৬২॥
দিবা শীতে বসন্তে চ স্নেহবস্তিঃ প্রদীয়তে।
গ্রীষ্মবর্ষাশরৎকালে রাত্রৌ স্যাদনুবাসনম্॥ ৬৩॥
ন চাতিস্নিগ্ধমশনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ।
মদমূর্চ্ছাঞ্চ জনয়েদ্দ্বিধা স্নেহং প্রযোজিতঃ॥ ৬৪॥
হীনমাত্রাবুভৌ বস্তী নাতিকার্য্যকরৌ স্মৃতৌ।
অতিমাত্রৌ তথানাহক্লমাতীসারকারকৌ॥ ৬৫॥

অতঃপর অনুবাসন বস্তির বিষয় বলা হইতেছে—মাত্রাবস্তি অনুবাসন-বস্তির ভেদমাত্র। ২ পল বা ১ পল তাহার মাত্রা। রুক্ষ, তীক্ষ্ণাগ্নি ও শুদ্ধ বায়ুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে, অনুবাসন বস্তি প্রশস্ত। কুষ্ঠ, মেহ, উদর, অজীর্ণ, উন্মাদ, শোথ, মূর্চ্ছা, অরুচি, শ্বাস, কাস, ক্ষয় রোগে আক্রান্ত এবং স্থূল, তৃষ্ণার্ত্ত ও ভয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আস্থাপন ও অনুবাসন বস্তি হিতকর নহে॥ ৬০। ৬১॥

বস্তিক্রিয়া সম্যগ্রূপে সম্পাদিত হইলে শরীরের উপচয়, বল, বর্ণ, নিরাময়ত্ব এবং আয়ুর বৃদ্ধি হয়॥ ৬২॥

শীত ও বসন্ত কালে দিবাভাগে এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে রাত্রিতে অনুবাসন দিবে। অতিরিক্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে না, কারণ ও বস্তিতে দুই প্রকারে প্রযুক্ত স্নেহ মত্ততা ও মূর্চ্ছা আনয়ন করে।

উত্তমা স্যাৎ পলৈঃ ষড়্ভির্মধ্যমা স্যাৎ পলৈস্ত্রিভিঃ।
পলদ্ব্যর্দ্ধেন হীনা স্যাদুক্তা মাত্রানুবাসনে ॥ ৬৬ ॥

অন্যচ্চ—নিরূহমাত্রা প্রথমে প্রকুঞ্চো বৎসরে পরম্।
প্রকুঞ্চবৃদ্ধিঃ প্রত্যব্দং যাবৎ ষট্প্রসৃতাস্ততঃ ॥
প্রসৃতং বর্দ্ধয়েদূর্দ্ধং দ্বাদশাষ্টাদশস্য তু।
আসপ্ততেরিদং মানং দশৈব প্রসৃতাঃ পরম্॥ ৬৭ ॥
যথাযথং নিরূহস্য পাদো মাত্রানুবাসনে।
সানিলঃ সপুরীষশ্চ স্নেহঃ প্রত্যেতি যস্য বৈ ॥

হীনমাত্রায় প্রযুক্ত অনুবাসন ও নিরূহ বস্তি ফলদায়ক হয় না; আর অতিমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে ইহারা আনাহ, ক্লান্তি ও অতীসার উৎপাদন করে। অনুবাসনার্থ স্নেহের—ষট্পল শ্রেষ্ঠমাত্রা, তিন পল মধ্যম মাত্রা এবং দেড়পল নিকৃষ্ট মাত্রা ॥ ৬৩—৬৬ ॥

অন্যপ্রকার।—নিরূহের মাত্রা প্রথম বর্ষে ১ পল (কিন্তু এক বৎসরের ন্যূন হইলে ১ পলের কম মাত্রা হইবে), একবৎসর বয়সের পর হইতে প্রতিবৎসর ১ পল করিয়া দ্বাদশ পল পর্য্যন্ত বাড়িবে, অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরে দ্বাদশ পল হইবে। ত্রয়োদশবর্ষ হইতে অষ্টাদশবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর দুইপল করিয়া নিরূহ মাত্রা বাড়াইবে। অষ্টাদশ বর্ষে চতুর্বিংশতি পল হইবে এবং এই চতুর্বিংশতি পলই সপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, সপ্ততিবর্ষের পর হইতে নিরূহমাত্রা বিংশতি পলের অধিক প্রযোজ্য হইবে না ॥ ৬৭ ॥

যে যে বয়সে নিরূহের যে যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা তাহার চতুর্থাংশ হইবে। অর্থাৎ যে বয়সে নিরূহের মাত্রা ১ পল হইবে, সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা ১ কর্ষ অর্থাৎ ২ তোলা হইবে। স্নেহ, বায়ু ও মলের সহিত তিন প্রহর থাকিয়া নিরুপদ্রবে প্রত্যাগত হইলে অনুবাসন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়াছে, বলা যায়। অনুবাসন স্নেহ

বিনা পীড়াং ত্রিযামস্থঃ স সম্যগনুবাসিতঃ।
বিষ্টব্ধানিলবিণ্মূত্রঃ স্নেহহীনেঽনুবাসনে।
দাহক্লমপিপাসার্ত্তি-করশ্চাত্যনুবাসনে ॥ ৬৮ ॥
স্নেহাৎ পিত্তকফোৎক্লেশো নিরূহাৎ পবনাত্তয়ম্।
স্নেহবস্তিং নিরূহং বা নৈকমেবাতিশীলয়েৎ ॥ ৬৯ ॥
অনাস্থাপ্যা যেঽভিধেয়া নানুবাস্যাশ্চ তে মতাঃ।
বিশেষতস্তমী পাণ্ডুকামলামেহপীনসাঃ ॥
নিরন্নপ্লীহবিড়্ভেদি-গুরুকোষ্ঠকফোদরাঃ।
অভিষ্যন্দভৃশস্থূল-ক্রিমিকোষ্ঠাঢ্যমারুতাঃ ॥
পীতে বিষে গরেঽপচ্যাং শ্লীপদী গলগণ্ডবান্ ॥ ৭০ ॥
অনাস্থাপ্যাস্তৃতিস্নিগ্ধঃ ক্ষতোরস্কো ভৃশং কৃশঃ।
আমাতিসারী বমিমান্ সংশুদ্ধো দত্তনাবনঃ।
শ্বাসকাসপ্রসেকার্শো-হিক্কাধ্মানাল্পবর্চ্চসঃ।

মূত্র ও পুরীষ স্তম্ভিত করিয়া রাখে। আর অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে দাহ, ক্লম, পিপাসা ও ব্যথা উৎপাদন করে ॥ ৬৮ ॥

স্নেহবস্তি ও নিরূহ ইহার কোন একটির অবিচ্ছেদে অতিশীলন করা উচিত নহে। কারণ অতিরিক্ত অনুবাসন দ্বারা পিত্ত কফের উৎক্লেশ এবং অতি নিরূহ দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হয় ॥ ৬৯ ॥

যাহাদিগকে অনাস্থাপ্য অর্থাৎ নিরূহণের অযোগ্য বলা হইবে, তাহাদিগকে অনুবাসনেরও অযোগ্য বলিয়া জানিবে। বিশেষতঃ পাণ্ডু, কামলা, মেহ, পীনস, নিরন্নতা, প্লীহা, মলভেদ, গুরুকোষ্ঠতা, কফোদর, অভিষ্যন্দ, অতিস্থৌল্য, ক্রিমি-কোষ্ঠতা, উরুস্তম্ভ, অপচী, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরাও অনুবাসনের অযোগ্য এবং বিষ সংযোগাদিজ বিষপায়ী ব্যক্তিরাও অনুবাসনার্হ নহে ॥ ৭০ ॥

উরঃক্ষত, আমাতীসার, বমি, কাস, শ্বাস, প্রসেক, অর্শঃ, হিক্কা, আধ্মান, ছিদ্রোদর, দকোদর, কুষ্ঠ ও মধুমেহ এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তি

পায়ুশূনঃ কৃতাহারো বদ্ধচ্ছিদ্রদকোদরী।
কুষ্ঠী চ মধুমেহী চ মাসান্ সপ্ত চ গর্ভিণী॥ ৭১॥
নচৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টেঽপ্যত্রাভিনিবিশেদবুধঃ।
ভবেৎ কদাচিৎ কার্য্যাপি বিরুদ্ধাভিমতা ক্রিয়া॥ ৭২॥
ছর্দ্দিহৃদ্রোগগুল্মার্ত্তো বমনং স্বে চিকিৎসিতে।
অবস্থাং প্রাপ্য নির্দ্দিষ্টং বস্তিকর্ম্ম চ যোজয়েৎ॥ ৭৩॥

ইত্যনুবাসনম্।

অথ নিরূহবিধিঃ।

অনুবাস্য স্নিগ্ধতনুং তৃতীয়েঽহ্নি নিরূহয়েৎ।
মধ্যাহ্নে কিঞ্চিদাবৃত্তে প্রযুক্তে বলিমঙ্গলে॥
অভ্যক্তস্বেদিতোৎসৃষ্টমলং নাতিবুভুক্ষিতম্॥ ৭৪॥

কিঞ্চিদাবৃত্ত ইত্যল্পস্খলিতে।

তৃতীয়েঽহ্নি প্রায়োবাদাৎ পঞ্চমেঽপ্যহ্নি ক্রিয়তে। যদাহ বাগ্‌ভটঃ। পঞ্চমেঽথ তৃতীয়ে বা দিবসে সাধকে শুভে। নিরূহয়েদিতি দোষং নির্হরেদিত্যর্থঃ, অত এবাহ সুশ্রুতঃ, যথা দোষহরণাচ্ছরীররোহণাদ্বা নিরূহ ইতি। অস্যাস্থাপনমিত্যপি নাম। বয়ঃস্থাপনাদায়ুঃস্থাপনাদ্বা আস্থাপনমিতি সুশ্রুত এব॥ ৭৪॥

এবং অতিস্নিগ্ধ, অতিকৃশ, কৃতাহার ও বমন বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ দেহ ব্যক্তি, যাহাকে নস্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহার গুহ্যদেশে শোথ হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি এবং সাতমাস গর্ভিণী স্ত্রী; ইহারা অনাস্থাপ্য অর্থাৎ নিরূহ ক্রিয়ার অযোগ্য॥ ৭১॥

বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবেশ করিবেন না। কারণ, বাধ্য হইয়া অবস্থাভেদে কখন কখন শাস্ত্রোক্তক্রিয়ার বিরুদ্ধ কার্য্যও করিতে হয়। যেমন—বমি, হৃদ্রোগ ও গুল্মরোগে বমন এবং কুষ্ঠে বস্তিকর্ম্ম নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থাভেদে নিজ নিজ চিকিৎসায় উক্ত কর্ম্মসকল কখন কখন করিতে হয়॥ ৭২ ৭৩॥

নিরূহ।

অনুবাসনানন্তর তৃতীয় দিবসে, (বাগ্‌ভট বলেন—তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে) কিঞ্চিদতিক্রান্ত মধ্যসময়ে স্বস্ত্যয়নাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক স্নি-

পক্কাদ্বিরেকো বাস্তস্য ততঃ পক্কান্নিরূহণম্।
সদ্যোনিরূঢ়োঽনুবাস্যঃ সপ্তরাত্রাদ্বিরেচিতঃ ॥ ৭৫ ॥
মধুস্নেহনকল্কাদ্যঃ কষায়াবাপতঃ ক্রমাৎ।
ত্রীণি ষট্ দ্বে দশ ত্রীণি পলান্যনিলরোগিষু ॥ ৭৬ ॥
পিত্তে চত্বারি চত্বারি দ্বে দ্বিপঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ষট্ ত্রীণি দ্বে দশ ত্রীণি কফে চাপি নিরূহণম্ ॥ ৭৭ ॥

স্নেহনং পক্কস্নেহঃ আমস্য নিষিদ্ধত্বাৎ, নচামং প্রণয়েৎ স্নেহং স হ্যভিষ্যন্দয়েদ্-গুদমিতি দৃঢ়বলবচনাৎ। পক্কস্নেহশ্চ বাতব্যাধৌ বক্ষ্যমাণো নারায়ণ-প্রসারণী-সৈন্ধবাদিতৈলাদিকঃ, এবমনুবাসনেঽপি। কল্কো মদনফলাদীনাম্। কষায়ো দশমূলাদীনাম্, আবাপঃ কাঞ্জিকজম্বীররসমাংসরসাদীনাম্। ত্রীণি ইত্যাদি বাতরোগে ক্রমাদ্যথাক্রমং মধুনস্ত্রীণি পলানি, স্নেহস্য ষট্, কল্কস্য—দ্বে, কষায়স্য দশ ত্রীণি চ আবাপ্যস্য। এবং পিত্তে মধুনশ্চত্বারি, স্নেহস্য চ চত্বারি, কল্কস্য দ্বে, কষায়স্য দ্বিপঞ্চেতি দশেত্যর্থঃ। আবাপ্যস্য চ চতুষ্টয়মিতি এবং কফে মধুনঃ ষট্ পলানীতি যোজ্যম্ ॥ ৭৭ ॥

ত্যক্তমলমূত্র ও নাতিবুভুক্ষিত ব্যক্তিকে নিরূহ প্রদান করিবে। দোষের নির্হরণ বা দেহের রোহণ হেতু শরীর নূতন করে বলিয়া ইহার নিরূহ সংজ্ঞা হইয়াছে। বয়সের স্থাপন অথবা আয়ুর স্থাপন হেতু ইহার অপর নাম আস্থাপন ॥ ৭৪ ॥

উত্তম শুদ্ধি দ্বারা বমিত হইবার পর একপক্ষ পরে বিরেচন এবং বিরেচনের একপক্ষ পরে নিরূহণ, নিরূহণ দিনেই অনুবাসন এবং বিরেচনের সপ্তাহ পরে অনুবাসন কর্ত্তব্য ॥ ৭৫ ॥

নিরূহণার্থ—বায়ুপ্রধান রোগে মধু ৩ পল, বাতব্যাধিতে উক্ত নারায়ণ-প্রসারণ্যাদি পক্কতৈলাদি ৬ পল, কল্কদ্রব্য ২ পল, ক্বাথ ১০ পল এবং প্রক্ষেপ অর্থাৎ দুগ্ধ গোমূত্র কাঞ্জিক প্রভৃতি ৩ পল, মোট ২৪ পল; পিত্তপ্রধান রোগে—মধু ৪ পল, স্নেহ ৪ পল, কল্ক ২ পল, ক্বাথ ১০ পল, প্রক্ষেপ ৪ পল, মোট—২৪ পল; কফপ্রধান রোগে—মধু ৬ পল, স্নেহ পদার্থ ৩ পল, কল্ক ২ পল, ক্বাথ ১০ পল এবং [illegible] পল, মোট—২৪ পল। এই সকল দ্রব্যের নিরূহণ দিবে ॥ ৭৬। ৭৭ ॥

শার্ঙ্গধরমতমাহ

নিরূহবস্তির্ব্বহুধা ভিদ্যতে কারণান্তরৈঃ।
তৈরেব তস্য নামানি কৃতানি মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ৭৮ ॥
নিরূহস্যাপরং নাম প্রোক্তমাস্থাপনং বুধৈঃ।
স্বস্থানস্থাপনাদ্দোষ-ধাতূনাং স্থাপনং মতম্ ॥ ৭৯ ॥
নিরূহস্য প্রমাণঞ্চ প্রস্থং পাদোত্তরং পরম্।
মধ্যমং প্রস্থমুদ্দিষ্টং হীনঞ্চ কুড়বাস্ত্রয়ঃ ॥ ৮০ ॥
অতিস্নিগ্ধোৎক্লিষ্টদোষঃ ক্ষতোরস্কঃ কৃশস্তথা।
আধ্মানচ্ছর্দ্দিহিক্কার্শঃ-কাসশ্বাসপ্রপীড়িতঃ ॥
গুদশোথাতিসারার্ত্তো বিসূচীকুষ্ঠসংযুতঃ।
গর্ভিণী মধুমেহী চ নাস্থাপ্যশ্চ জলোদরী ॥ ৮১ ॥
বাতব্যাধাবুদাবর্ত্তে বাতাসৃগ্বিষমজ্বরে।
মূর্চ্ছাতৃষ্ণোদরানাহ-মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীষু চ ॥
বৃদ্ধ্যসৃগ্দরমন্দাগ্নি-প্রমেহেষু নিরূহণম্।
শূলেঽম্লপিত্তে হৃদ্রোগে যোজয়েদ্বিধিবদ্বুধঃ ॥ ৮২ ॥

শার্ঙ্গধরের মত—সমবায়িকারণ ভেদে নিরূহবস্তি নানা প্রকার হইয়া থাকে। মুনিগণ সেই সেই কারণভেদে তাহাদের নামভেদ করিয়াছেন। দোষ ও ধাতু সকলকে স্বস্থানে স্থাপিত করে বলিয়া উহার অপর নাম আস্থাপন। নিরূহের পূর্ণমাত্রা—সপাদ প্রস্থ (/২॥• সের), মধ্যম মাত্রা—১ প্রস্থ (/২ সের) ন্যূন মাত্রা—৩ কুড়ব (/১॥• সের) ॥ ৭৮—৮০ ॥

অতিস্নিগ্ধ, উৎক্লিষ্টদোষ, কৃশ, গর্ভিণী স্ত্রী এবং উরঃক্ষত, আধ্মান, বমি, হিক্কা, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, গুহ্যদেশে শোথ, অতিসার, বিসূচিকা, কুষ্ঠ, মধুমেহ ও জলোদর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আস্থাপন দিবে না ॥ ৮১ ॥

বাতব্যাধি, উদাবর্ত্ত, বাতরক্ত, বিষমজ্বর, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, উদর, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বৃদ্ধি, প্রদর, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, শূল, অম্লপিত্ত ও হৃদ্রোগে আস্থাপনপ্রয়োগ [illegible]

উৎসৃষ্টানিলবিণ্মূত্রং স্নিগ্ধং স্বিন্নমভোজিতম্।
মধ্যাহ্নে গৃহমধ্যে তু যথাযোগ্যং নিরূহয়েৎ॥ ৮৩॥
স্নেহবস্তিবিধানেন বুধঃ কুর্য্যান্নিরূহণম্।
জাতে নিরূহে চ ততো ভবেদুৎকটুকাসনঃ।
তিষ্ঠেন্মুহূর্ত্তমাত্রন্তু নিরূহাগমনেচ্ছয়া॥ ৮৪॥
অনায়ান্তং মুহূর্ত্তান্তে নিরূহং শোধনৈর্হরেৎ।
নিরূহৈরেব মতিমান্ ক্ষারমূত্রাম্লসৈন্ধবৈঃ॥ ৮৫॥

সম্যঙ্ নিরূহস্য লক্ষণমাহ

চিকিৎসামৃতে যথা—

ন ধাবত্যৌষধং পাণিং ন তিষ্ঠত্যবলিপ্য চ।
ন করোতি চ সীমন্তং স নিরূহঃ সুযোজিতঃ॥ ৮৬॥
কল্কস্নেহকষায়াণামবিবেকাদ্ভিষগ্বরৈঃ।
বস্তিস্তু কল্কিতঃ প্রোক্তস্তস্যাদানং তথার্থকৃৎ॥ ৮৭

ন ধাবতি ন পৃথগ্ভবতি, সীমন্তং তৈলাদিরেখাম্। এতেন মধুস্নেহাদীনাম্ অপৃথগ্ভাব ইত্যুক্তং ভবতি অত এবোক্তং কল্কেত্যাদি॥ ৮৬। ৮৭॥

স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন, অভুক্ত রোগীকে বায়ু, মল ও মূত্র পরিত্যাগ করাইয়া মধ্যাহ্নকালে গৃহমধ্যে স্নেহবস্তিবিধানে * যথাযোগ্য নিরূহ প্রদান করিবে। নিরূহবস্তি প্রদানানন্তর উহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত কাল উৎকটুকভাবে বসিয়া থাকিবে। "মুহূর্ত্ত কাল" বলায় বুঝিতে হইবে যে, নিরূহের প্রত্যাগমনকাল এক মুহূর্ত্ত। মুহূর্ত্তান্তেও যদি নিরূহ প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে ক্ষার, মূত্র, অম্ল ও সৈন্ধব সংযুক্ত শোধন দ্রব্যপ্রস্তুত নিরূহ প্রয়োগ দ্বারা প্রথমপ্রযুক্ত নিরূহের প্রত্যানয়ন করিবে॥ ৮৩—৮৫॥

সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত নিরূহ এত পাত্‌লা হয় না যে, তাহা লাগিলে হস্ত ধৌতবৎ হয় এবং এত ঘনও হয় না যে, হাতে লাগিয়া জড়াইয়া থাকে। অথবা হাতে তৈলাদির

---

* পূর্ব্বে স্নেহবস্তি দান প্রণালী বলা হয় নাই, অতএব এখানে লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন গুদে বস্তিং নিধাপয়েৎ।
ত্রিংশন্মাত্রাস্থিতো বস্তিস্ততস্তূৎকটুকো ভবেৎ ॥ ৮৮ ॥
যাবৎ পর্য্যেতি হস্তাগ্রং দক্ষিণং জানুমণ্ডলম্।
নিমেষোন্মেষকালো বা সা মাত্রা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৮৯ ॥
জানুমণ্ডলমাবেষ্ট্য দত্তং দক্ষিণপাণিনা।
কৃষ্টনেত্রশ্ছটাশব্দ-শতং তিষ্ঠেদবেগবান্ ॥
দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং বা চতুর্থং বা যথার্হতঃ।
পুটং প্রদাপয়েদ্বৈদ্যো বুদ্ধা রোগবলাবলম্ ॥
সম্যঙ্নিরূঢ়লিঙ্গে তু প্রাপ্তে বস্তিং নিবারয়েৎ ॥ ৯০ ॥

উৎকটুকো ভবেদিতি বস্তেরাগমনায। উৎকটুক ইতি উদগাত ইতি লোকে। এতচ্চ মৃদুকোষ্ঠং প্রতি বেগিনঞ্চ। অবেগিনং প্রতি ক্রূরকোষ্ঠং প্রতি যথা ॥ ৮৮ ॥
কৃষ্টনেত্রো বহিষ্কৃতনলিকঃ, ছটা তুড়ীতি খ্যাতা। যথার্হত ইতি যো যাবন্তং পুটমর্হতি তস্মৈ তাবন্তং পুটং দাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

কোথাও পড়ে না। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে—কষ, স্নেহ ও কাথের পরস্পর অপৃথগ্‌ভাব দৃষ্ট হইলে জানিবে যে, উহা যথাযথ প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেইরূপ নিরূহ প্রয়োগেই শাস্ত্রোক্ত তথা কথিত ফল পাওয়া যায় ॥ ৮৬। ৮৭ ॥

প্রকারান্তরে নিরূহ বিষয় বলা হইতেছে—অনুবাসন বিধানে নিরূহ প্রদান করিবে। বস্তিপ্রয়োগানন্তর মৃদুকোষ্ঠ বেগবান (যাহার শীঘ্র মলবেগ উপস্থিত হয়) ব্যক্তি ৩০ মাত্রা কাল অপেক্ষা করিয়া বস্তির প্রত্যাগমনার্থ উৎকটুক ভাবে বসিবে। জানুমণ্ডলের উপরিভাগে দক্ষিণহস্ত একবার ঘুরাইতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ অথবা একবার চক্ষুর পাতা ফেলিতে বা তুলিতে যত সময় আবশ্যক হয়, তাবৎকাল—এক মাত্রা। ক্রূরকোষ্ঠ অবেগবান্ ব্যক্তির গুহ্যদ্বার হইতে নল আকৃষ্ট হইবার সময় উক্ত রোগী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জানুমণ্ডল আবেষ্টন পূর্ব্বক একশত তুড়ি দিতে যত সময় লাগে, ততক্ষণঃ উৎকটুকভাবে বসিয়া থাকিবে। রোগের বলাবল বুঝিয়া প্রয়োজনানুসারে দুই, তিন বা চারিবার (বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তিন বারের অধিক বস্তি দিবার বিধান নাই) পর্য্যন্ত নিরূহ দিবে। সম্যক্ নিরূহণের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে,

অন্যচ্চ-নাভিপ্রদেশঞ্চ কটীঞ্চ গত্বা কুক্ষিং সমালোড্য পুনশ্চ সৃষ্টম্
সংস্নিহ্য কায়ং সপুরীষদোষঃ সম্যক্ সুখেনৈতি চ যঃ স বস্তিঃ ॥ ৯১ ॥
প্রসৃষ্টবিণ্মূত্রসমীরণত্বং রুচ্যগ্নিবৃদ্ধ্যাশয়লাঘবানি।
বেগোপশান্তিঃ প্রকৃতিস্থিতা চ বলঞ্চ তৎ স্যাৎ সুনিরূঢ়লিঙ্গম্ ॥ ৯২

অসম্যঙ্ নিরূহলক্ষণমাহ—

স্যাদ্ হৃচ্ছিরোরুগ্ গুদকুক্ষিলিঙ্গে শোথঃ প্রতিশ্যা পরিকর্ত্তিকা চ।
হৃল্লাসিকামারুতমূত্রসঙ্গঃ শ্বাসো ন সম্যক্ চ নিরূহিতে স্যাৎ ॥ ৯৩ ॥
অযোগশ্চাতিযোগশ্চ নিরূহস্য বিরেকবৎ ॥

ইতি নিরূহবস্তিবিধিঃ।

অথোত্তরবস্তিঃ।

যদাহ শার্ঙ্গধরঃ—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বস্তিমুত্তরসংজ্ঞিতম্।
দ্বাদশাঙ্গুলকং নেত্রং মধ্যে চ কৃতকর্ণিকম্ ॥ ৯৪ ॥

সম্যক্ প্রযুক্ত বস্তি নাভি ও কটিদেশে গমন ও কুক্ষিদেশ আলোড়িত করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করত মল ও দোষের সহিত সুখে প্রত্যাগমন করে। অপর—মল মূত্র ও বায়ুর যথাযথরূপে নিঃসরণ এবং আহারে রুচি, অগ্নির বৃদ্ধি, আশয় সকলের লঘুতা, বেগের শান্তি, প্রকৃতিস্থতা ও বললাভ হইলে বুঝিবে, সম্যক্ নিরূহণ হইয়াছে ॥ ৯১। ৯২ ॥

অসম্যক্ নিরূহে হৃদয় ও শিরোদেশে বেদনা, গুহ্যদেশে, কুক্ষিতে ও লিঙ্গে শোথ, প্রতিশ্যায়, কর্ত্তনবৎ পীড়া, বমনভাব, মল মূত্রের অপ্রবৃত্তি ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতি বিরেচনে এবং অসমক্ বিরেচনে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, অতি নিরূহণে এবং অসম্যক্ নিরূহণেও সেই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

বৃত্তি—অতঃপর উত্তর বস্তির বিষয় কথিত হইতেছে। উত্তর বস্তির নেত্র ... হইবে এবং উহার মধ্যভাগে কর্ণিকা থাকিবে। উহার

মালতীপুষ্পবৃন্তাভং ছিদ্রং সর্ষপনির্গমম্
পঞ্চবিংশতিবর্ষাণামধো মাত্রা দ্বিকার্ষিকী।
তদূর্দ্ধং পলমাত্রা চ স্নেহস্যোক্তা ভিষগ্বরৈঃ॥ ৯৫॥
অথাস্থাপনশুদ্ধস্য তৃপ্তস্য স্নানভোজনৈঃ।
স্থিতস্য জানুমাত্রেণ পীঠেঽন্বিষ্য শলাকয়া॥
স্নিগ্ধয়া মেঢ্রমার্গেণ ততো নেত্রং নিযোজয়েৎ॥ ৯৬॥
শনৈঃশনৈর্ঘৃতাভ্যক্তং মেঢ্ররন্ধ্রেঽঙ্গুলানি ষট্॥
ততোঽবপীড়য়েদ্বস্তিং শনৈর্নেত্রঞ্চ নির্হরেৎ।
ততঃ প্রত্যাগতে স্নেহে স্নেহবস্তিক্রমো হিতঃ॥ ৯৭॥
স্ত্রীণাং কনিষ্ঠিকাস্থূলং নেত্রং কুর্য্যাদ্দশাঙ্গুলম্।
মুদ্গপ্রবেশ্যং যোজ্যঞ্চ যোন্যন্তশ্চতুরঙ্গুলম্॥
দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রমার্গে চ সূক্ষ্মং নেত্রং নিযোজয়েৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রবিকারেষু বালানামেকমঙ্গুলম্ (ক)॥ ৯৮॥

অগ্রভাগ মালতীপুষ্পের বৃন্তের ন্যায় এবং মুখের ছিদ্র সর্ষপ-নির্গম-যোগ্য হইবে। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উত্তরবস্তি দানার্থ স্নেহের মাত্রা—৪ তোলা, তদূর্দ্ধ-বয়স্কদের পক্ষে ১ পল॥ ৯৪।৯৫॥

আস্থাপন দ্বারা শরীর শোধিত এবং স্নান ভোজন করাইয়া রোগীকে জানুতুল্য উচ্চ আসনে (কেদারায় বা টুলে) বসাইবে। তদনন্তর স্নিগ্ধ শলাকা দ্বারা মূত্রমার্গ অন্বেষণ করিয়া পশ্চাৎ ঘৃতাভ্যক্ত বস্তিনেত্র ধীরে ধীরে মেঢ্র মার্গে ছয় অঙ্গুল পরিমাণে প্রবেশ করাইয়া দিবে। পরে বস্তি ধীরে ধীরে পীড়ন করিয়া বস্তি হইতে নল বাহির করিয়া লইবে। স্নেহ প্রত্যাগত হইলে স্নেহবস্তিকথিত নিয়ম সকল পালন করিবে॥৯৬।৯৭॥

স্ত্রীলোকদিগকে উত্তরবস্তি প্রদানার্থ বস্তির নল দশ অঙ্গুল পরিমিত এবং রোগিণীর কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল করিবে। মুখের ছিদ্র মুদ্গপ্রবেশযোগ্য হইবে।

(ক) যদাহ বাগ্ভটঃ। স্ত্রীণামার্ত্তবকালে তু যোনির্গৃহ্লাত্যপাবৃতঃ। বিদধীত তদা তস্মাদনৃতাবপি চাত্যয়ে॥ যোনিবিভ্রংশশূলেষু যোনিব্যাপদ্গদে গদে॥ ইত্যাদি

শনৈর্নিষ্কম্পমাধেয়ং সূক্ষ্মং নেত্রং বিচক্ষণৈঃ।
যোনিমার্গেষু নারীণাং স্নেহমাত্রা দ্বিপালিকী।
মূত্রমার্গে পলোন্মানা বালানাঞ্চ দ্বিকার্ষিকী ॥ ৯৯ ॥
উত্তানায়ৈ স্ত্রিয়ৈ দদ্যাদূর্দ্ধজান্বৈ বিচক্ষণঃ।
অপ্রত্যাগচ্ছতি ভিষগ্বস্তাবুত্তরসংজ্ঞিতে।
ভূয়ো বস্তির্বিধাতব্যঃ সংযুক্তৈঃ শোধনৈর্গণৈঃ ॥ ১০০ ॥
ফলবর্ত্তিং নিদধ্যাদ্ বা যোনিমার্গে দৃঢ়াং ভিষক্।
সূত্রৈর্বিনির্ম্মিতাং স্নিগ্ধাং শোধনদ্রব্যসংযুতাম্ ॥ ১০১ ॥
দহ্যমানে তথা বস্তৌ দদ্যাদ্বস্তিং বিশারদঃ।
ক্ষীরিবৃক্ষকষায়েণ পয়সা শীতলেন চ ॥ ১০২।॥
বস্তিঃ শুক্ররুজঃ পুংসাং স্ত্রীণামার্ত্তবজাং রুজাম্।
হন্যাদুত্তরবস্তিস্তু নোচিতো মেহিনাং ক্বচিৎ ॥

অপত্যপথে চারি অঙ্গুল এবং মূত্রমার্গে দুই অঙ্গুলি পরিমাণে বস্তিনেত্র প্রবেশ করাইতে হয়। বালকদিগের মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে এক অঙ্গুলি পরিমিত সূক্ষ্ম (মূত্রমার্গানুরূপ) বস্তিনেত্র যোজনা করিবে। বস্তিনেত্র এরূপভাবে প্রয়োগ করিবে, যেন তৎকালে হাত না কাঁপে। যোনিমার্গে উত্তরবস্তিদানার্থ স্নেহের মাত্রা ২ পল এবং মূত্রমার্গে প্রয়োগার্থ ১ পল, বালকদিগের পক্ষে ৪ তোলা ॥ ৯৮। ৯৯ ॥

স্ত্রীলোকদিগকে উত্তানভাবে শয়ান এবং তাহাদের জানুদ্বয় ঊর্দ্ধভাবে স্থাপন করিয়া উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। উত্তরবস্তি অপ্রত্যাগত হইলে চিকিৎসক শোধনগণসংযুক্ত বস্তি পুনর্ব্বার প্রয়োগ করিবে অথবা সূত্রবিনির্ম্মিত শোধনদ্রব্য কৃত, স্নিগ্ধ ও দৃঢ় ফলবর্ত্তি যোনিমার্গে প্রয়োগ করিবে। যে স্থানে বস্তি দেওয়া হয়, সেই স্থানে দাহ উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার ক্ষীরিবৃক্ষকৃতকাথের অথবা শীতল জলের বস্তি দিবে ॥ ১০০—১০২ ॥

বস্তি পুরুষদিগের শুক্র এবং স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তবজ পীড়া সকল নাশ করে।

সম্যাগ্‌দত্তস্য লিঙ্গানি ব্যাপদঃ ক্রম এব চ।
বস্তেরুত্তরসংজ্ঞস্য সমানং স্নেহবস্তিনা ॥ ১০৩ ॥
ঘৃতাভ্যক্তে গুদে ক্ষেপ্যা শ্লক্ষ্ণা স্বাঙ্গুষ্ঠসন্নিভা।
মলপ্রবর্ত্তিনী বর্ত্তিঃ ফলবর্ত্তিশ্চ সা স্মৃতা ॥ ১০৪ ॥

আনন্দসেনস্ত্বাহ

বস্তিমাত্রা যথা—
পলার্দ্ধমুত্তরো বস্তির্মাত্রাবস্তিঃ পলদ্বয়ম্‌।
যাপনা স্নেহবস্তিশ্চ দ্বাবেতৌ ষট্‌পলান্বিতৌ।
পিচ্ছাবস্তির্ভবেৎ প্রস্থঃ পাদোনঃ (ক) কার্ত্তিতোঽপরঃ ॥ ১০৫ ॥

অথ ধূমপানবিধিঃ।

ধূমঃ পিত্তানিলৌ কুর্য্যাদবশ্যায়ঃ কফানিলৌ ॥ ১০৬ ॥

যাপনাবস্তিরিতি বাতবিকারযাপনার্থং যো বস্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

প্রমেহাক্রান্ত রোগীকে কদাচ উত্তরবস্তি দিবে না। উত্তরবস্তির সম্যক্‌সিদ্ধ লক্ষণ, ব্যাপৎ ও ক্রম স্নেহবস্তির সমান জানিবে ॥ ১০৩ ॥

গুহ্যদেশে ঘৃত মাখাইয়া রোগীর অঙ্গুষ্ঠতুল্য মসৃণ বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে মলের প্রবর্ত্তন হয়; এই বর্ত্তির নাম ফলবর্ত্তি ॥ ১০৪ ॥

আনন্দসেন বলেন—উত্তরবস্তির মাত্রা—অর্দ্ধপল, মাত্রাবস্তির মাত্রা—২ পল, যাপনা ও স্নেহবস্তির মাত্রা—৬ পল এবং পিচ্ছাবস্তির মাত্রা—পাদোন প্রস্থ অর্থাৎ ৵১॥০ সের। মাত্রাবস্তি অনুবাসনেরই প্রকারভেদ ॥ ১০৫ ॥

ধূমপান।—ধূমে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ এবং কুজ্ঝটিকায় কফ ও বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥

ধূমপানগুণমাহ

গৌরবং শিরসঃ শূলং পীনসোঽর্দ্ধাবভেদকঃ।
কর্ণাক্ষিশূলং কাসশ্চ হিক্কাশ্বাসৌ গলগ্রহঃ ॥
দন্তদৌর্ব্বল্যমাস্রাবঃ শ্রোত্রঘ্রাণাক্ষিদোষজঃ।
পূতিঘ্রাণাস্যগন্ধশ্চ দন্তশূলমরোচকম্ ॥
হনুমন্যাগ্রহঃ কণ্ডূঃ ক্রিময়ো মুখপাণ্ডুতা।
শ্লেষ্মপ্রসেকো বৈস্বর্য্যং গলগণ্ডাধিজিহ্বকে ॥
খালিত্যং পিঞ্জরত্বঞ্চ কেশানাং পতনং তথা।
ক্ষবথুশ্চাতিতন্দ্রা চ বুদ্ধের্ম্মোহোঽতিনিদ্রতা।
ধূমপানাৎ প্রশাম্যন্তি বলং ভবতি চাধিকম্ ॥ ১০৭ ॥
রক্তপিত্তান্ধ্যবাধির্য্য-তৃণ্মূর্চ্ছামদমোহকৃৎ।
ধূমোঽকালেঽতিপীতো বা তত্র শীতো বিধির্মতঃ ॥ ১০৮ ॥
প্রায়োগিকঃ স্নৈহিকশ্চ বৈরেচনিক এব চ।
কাসহারী বামনশ্চ ধূমঃ পঞ্চবিধো মতঃ ॥ ১০৯ ॥

প্রযোগিকঃ প্রযোগঃ সুস্থস্য, স্নেহকারী স্নৈহিকঃ। দোষবিরেচনাৎ বৈরেচনিকঃ। কণ্টকার্য্যাদিভির্ধূমপানাৎ কাসহরঃ। বমনকারী বামনীয়ঃ ॥ ১০৬—১০৯ ॥

ধূমপানের গুণ।—যথাবিধি ধূমপানে শরীরের গুরুতা, শিরঃশূল, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে), কর্ণশূল, অক্ষিশূল, কাস, হিক্কা, শ্বাস, গলগ্রহ, দন্তদৌর্ব্বল্য, কর্ণস্রাব, নাসাস্রাব, নেত্রস্রাব, নাসিকা ও মুখের দৌর্গন্ধ্য, দন্তশূল, অরুচি, হনুগ্রহ, মন্যাগ্রহ, কণ্ডূ, ক্রিমি, মুখের পাণ্ডুতা, কফপ্রসেক, বৈস্বর্য্য, গলগণ্ড, অধিজিহ্বক, খালিত্য (টাক), কেশের পিঙ্গলতা ও পতন, ক্ষবথু (হাচি), তন্দ্রা, বুদ্ধির মোহ ও অতিনিদ্রা এই সকল নিবারিত এবং বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১০৭ ॥

অকালে বা অতি মাত্রায় ধূমপান করিলে রক্তপিত্ত, আন্ধ্য, বধিরতা, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মত্ততা ও মোহ উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় শীতলক্রিয়া কর্ত্তব্য ॥ ১০৮ ॥

প্রায়োগিক, স্নৈহিক, বৈরেচন, কাসহর ও বামন ভেদে ধূম পাঁচ প্রকার। মুখ বা

তাহা ত্যাগ করিবে। বক্ষঃস্থ ও কণ্ঠস্থ দোষে

বক্ত্রেণৈব বমেদ্ধূমং নস্তো বক্ত্রেণ বা পিবন্।
উরঃকণ্ঠগতে দোষে বক্ত্রেণ ধূমমাপিবেৎ।
নাসয়া তু পিবেদ্দোষে শিরোঘ্রাণাক্ষিসংশ্রয়ে ॥ ১১০ ॥
গন্ধৈরকুষ্ঠতগরৈর্ব্বর্ত্তিঃ প্রাযোগিকী মতা।
স্নৈহিকে তু মধূচ্ছিষ্ট-স্নেহগুগ্‌গুলুসর্জ্জকৈঃ ॥
শিরোবিরেচনদ্রব্যৈর্ব্বর্ত্তির্বৈরেচনে মতা।
কাসঘ্নৈরেব কাসঘ্নী বামনৈর্ব্বামনী মতা ॥ ১১১ ॥

নিষেধমাহ

যোজ্যো ন পিত্তরক্তার্ত্তি-বিরিক্তোদরমেহিষু ॥
তিমিরোর্দ্ধানিলাধ্মান-রোহিণী-দত্তবস্তিষু।
মৎস্যমদ্যদধিক্ষৌদ্র-ক্ষীরস্নেহবিষাশিষু।
শিরস্যভিহতে পাণ্ডু-রোগে জাগরিতে নিশি ॥ ১১২ ॥

রোহিণী কণ্ঠরোহিণী। আশিষ্বিতি মৎস্যাদিভিঃ সংবধ্যতে। পানে ভোজনে চ ॥ ১১০—১১২ ॥

মুখদ্বারা ধূমপান করিয়া মুখদ্বারাই ত্যাগ করিবে। আর মস্তক,নাসা ও নেত্রগত-দোষে নাসিকাদ্বারা ধূমপান করিয়া মুখদ্বারা তাহা ত্যাগ করিবে ॥ ১০৯ ॥

প্রাযোগিক ধূমপানার্থ—কুড় ও তগরপাদুকা ভিন্ন অগুর্ব্বাদি সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা; স্নৈহিক ধূমপানার্থ—মোম, ঘৃত (এবং বসা), গুগ্‌গুলু ও ধূনা দ্বারা; বৈরেচনিক ধূমপানার্থ—শ্বেতাপরাজিতা, লতাফট্‌কী প্রভৃতি শিরোবিরেচন দ্রব্য দ্বারা; কাসঘ্ন ধূমপানার্থ—কণ্টকারী, কালকাসুন্দা প্রভৃতি কাসঘ্ন দ্রব্য দ্বারা এবং বামনীয় ধূমপানার্থ স্নায়ু, চর্ম্ম প্রভৃতি বমনকারক দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে ॥ ১১০। ১১১ ॥

পিত্ত ও রক্তদুষ্টিতে, বিরেচনান্তে, বস্তিগ্রহণের পর, রাত্রিজাগরণে, উদর, মেহ, তিমির, ঊর্দ্ধবাত, আধ্মান, কণ্ঠরোহিণী, পাণ্ডু ও শিরোঽভিঘাত রোগে এবং

অথ কবলগণ্ডূষধারণবিধিঃ ।

যদাহ শার্ঙ্গধরঃ—

চতুর্ব্বিধঃ স্যাদ্গণ্ডূষঃ স্নৈহিকঃ শমনস্তথা ।
শোধনো রোপণশ্চৈব কবলশ্চাপি তদ্বিধঃ ॥ ১ ॥
স্নিগ্ধোষ্ণৈঃ স্নৈহিকো বাতে স্বাদুশীতৈঃ প্রসাদনঃ ।
পিত্তে কট্বম্ললবণৈরুষ্ণৈঃ সংশোধনঃ কফে ॥
কষায়তিক্তমধুরৈঃ কটূষ্ণৈ রোপণে ব্রণে ।
চতুঃপ্রকারৈর্গণ্ডূষঃ কবলশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ ॥ ২ ॥
অসঞ্চারী মুখে পূর্ণে গণ্ডূষঃ কবলশ্চরঃ ।
তত্র দ্রবেণ গণ্ডূষঃ কল্কেন কবলঃ স্মৃতঃ ॥
দত্যাদ্ দ্রবেষু চূর্ণঞ্চ গণ্ডূষে কোলমাত্রয়া ।
কর্ষপ্রমাণঃ কল্কশ্চ কবলে দীয়তে বুধৈঃ ॥ ৩ ॥
ধার্য্যস্তে পঞ্চ।দ্বর্ষাদ্গণ্ডূষকবলাদয়ঃ ।
গণ্ডূষান্ সুস্থিতান্ কুর্য্যাৎ স্বিন্নভালগলাননঃ ।

গণ্ডূষ-কবলধারণবিধি—স্নৈহিক, শমন, শোধন ও রোপণ ভেদে গণ্ডূষ এবং কবল চারি প্রকার। বায়ুরোগে স্নিগ্ধোষ্ণ স্নৈহিক কবল, পিত্তরোগে স্বাদুশীতল প্রসাদন কবল, কফরোগে উষ্ণ কটু অম্ল ও লবণ দ্রব্য সংযুক্ত সংশোধন কবল এবং ব্রণে কষায় মধুর ও তিক্তরসবিশিষ্ট রোপণ গণ্ডূষ বা কবল প্রয়োগ করিবে। এইরূপে চারিপ্রকার গণ্ডূষ বা কবল কথিত হইল ॥ ১ । ২ ॥

ক্বাথাদি দ্রবদ্রব্য মুখমধ্যে ধারণ করিয়া যদি সঞ্চালন করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে তাহাকে গ[illegible]র বিপরীত অর্থাৎ যাহা মুখমধ্যে ধারণ করিয়া অনায়াসে সঞ্চালন করিতে পারা যায়, তাহাকে কবল কহে। গণ্ডূষ দ্রবপ্রধান এবং কবল কল্ক করিতে হয়। গণ্ডূষার্থ দ্রবপদার্থে ১ তোলা মাত্রায় চূর্ণ দেওয়া এবং কবলার্থ তোলা কল্ক দেওয়া বিধি ॥ ৩ ॥

মনুষ্যস্ত্রীন্ তথা পঞ্চ সপ্ত বা দোষনাশনান্ ॥ ৪ ॥
কফপূর্ণাস্যতা যাবচ্ছেদো দোষস্য বা ভবেৎ।
নেত্রঘ্রাণস্রুতির্যাবৎ তাবদ্গণ্ডূষধারণম্ ॥ ৫ ॥
যস্যৌষধস্য গণ্ডূষস্তস্যৈব প্রতিসারণম্।
কবলশ্চাপি তস্যৈব জ্ঞেয়োঽত্র কুশলৈর্নরৈঃ ॥ ৬ ॥
হীনযোগাৎ কফোৎক্লেশো রসাজ্ঞানারুচী তথা।
অতিযোগান্মুখে পাকঃ শোষস্তৃষ্ণাক্লমো ভবেৎ ॥ ৭ ॥
ব্যাধেরপচয়স্তুষ্টির্বৈশদ্যং বক্ত্রলাঘবম্।
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসাদশ্চ গণ্ডূষে শুদ্ধিলক্ষণম্ ॥ ৮ ॥
অন্যচ্চ—সুখং সঞ্চার্য্যতে যা তু সা মাত্রা কবলে হিতা।
অসঞ্চার্য্যা তু যা মাত্রা গণ্ডূষে সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৯ ॥

ও মুখদেশে স্বেদ দিয়া সুস্থিরভাবে তিন পাঁচ বা সাত বার গণ্ডূষ ধারণ করিবে। যতক্ষণ মুখবিবর কফে পূর্ণ, দোষের নিঃসারণ এবং চক্ষুঃ ও নাসিকা হইতে স্রাব হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গণ্ডূষ ধারণ করিবে। যে সকল ঔষধে গণ্ডূষ দিবার বিধি আছে, প্রতিসারণ এবং কবলও সেই সকল ঔষধ দ্বারা প্রয়োগ করিবে। অসম্যক্ গণ্ডূষ ধারণে কফের উৎক্লেশ মধুরাদিরসজ্ঞানের অভাব এবং অরুচি হয়। অতিরিক্ত ধারণে মুখের পাক ও শোষ, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তি উপস্থিত হয়। সম্যক্ ধারণে রোগের নাশ, মনের প্রীতি, বৈশদ্য, মুখের লঘুতা ও ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৪—৮ ॥

মতান্তরে কবল ও গণ্ডূষ ধারণের মাত্রা—যতটুকু দ্রবদ্রব্য মুখমধ্যে ধারণ করিয়া অনায়াসে সঞ্চালন করিতে পারা যায়, ততটুকুই কবলের পরিমাণ। আর যতটা দ্রবদ্রব্য মুখে ধারণ করিয়া অনায়াসে সঞ্চালন করিতে পারা যায় না, ততটা গণ্ডূষের মাত্রা ॥ ৯ ॥

অথ রক্তমোক্ষণবিধিঃ।

অতিস্রুতৌ হি মৃত্যুঃ স্যাদ্দারুণা বানিলাময়াঃ ॥ ১ ॥
প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ার্থানিচ্ছন্তমব্যাহতশক্তিবেগম্।
সুখান্বিতং পুষ্টি লোপপন্নং প্রসন্নরক্তং পুরুষং বদন্তি ॥ ২ ॥
মর্ম্মহীনে যথাসন্ন-প্রদেশে ব্যধয়েচ্ছিরাম্।
ন্যূনষোড়শাতীত-সপ্তত্যর্ব্বাক্ স্রুতাসৃজাম্ ॥ ৩ ॥
অস্নিগ্ধ'স্বেদিতাত্যর্থ-স্বেদিতানিলরোগিণাম্।
গর্ভিণী-সূতিকাজীর্ণ-পিত্তাস্রশ্বাসকাসিনাম্ ॥
অতিসারোদরচ্ছর্দ্দি-পাণ্ডুসর্ব্বাঙ্গশোথিনাম্।
স্নেহপীতে প্রযুক্তেষু তথা পঞ্চসু কর্ম্মসু ॥

রক্তমোক্ষণবিধি। কোনরূপে অধিক রক্ত নিঃসরণ করা উচিত নহে; কারণ রক্তের অতিস্রাবে মৃত্যু অথবা দারুণ বাত জনিত রোগ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

বিশুদ্ধ রক্ত পুরুষের লক্ষণ—বিশুদ্ধ রক্ত পুরুষের ইন্দ্রিয় ও বর্ণের প্রসন্নতা ইন্দ্রিয়ার্থ রূপরসাদিতে প্রবৃত্তি, শক্তি ও মল-মূত্রাদির বেগ অব্যাহত এবং সুখ পুষ্টি ও বল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ব্যধ্য শিরা দেখিতে না পাইলে মর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া তৎসমীপস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক এবং সত্তর বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিদের শিরাবেধ কর্ত্তব্য নহে। যাহাদের রক্তস্রাব হইয়াছে বা যাহাদিগকে পঞ্চকর্ম্ম প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদিগেরও শিরাবেধ করিবে না। আর অস্নিগ্ধ, অস্বেদিত, অতিস্বেদিত, পীতস্নেহ, গুর্ব্বিণী এবং সূতিকা, অজীর্ণ, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অতিসার, উদর, বমি, পাণ্ডু, সর্ব্বাঙ্গশোথ ও বায়ু রোগে পীড়িত ব্যক্তিরও শিরাবেধ করিবে না। শিরা যন্ত্রিত ও উত্থাপিত না করিয়া বিদ্ধ করিবে না বা

নাবন্ত্রিতাং শিরাং বিধ্যেন্ন তির্য্যঙ্ নাপ্যনুত্থিতাম্।
নাতিশীতোষ্ণবাতাভ্রেষ্বন্যত্রা ত্যয়িকাদ্গদাৎ ॥ ৪ ॥

অথ ঘৃততৈলমূর্চ্ছাবিধিঃ।

ঘৃতমূর্চ্ছাবিধিঃ—

পথ্যাধাত্রীবিভীতৈর্জলধররজনীমাতুলুঙ্গদ্রবৈশ্চ
দ্রব্যৈরেতৈঃ সমস্তৈঃ পলকপরিমিতৈর্মন্দমন্দানলেন।
আজ্যপ্রস্থং বিফেনং পরিচপলগতং মূর্চ্ছয়েদ্বৈদ্যরাজঃ।
তস্মাদামোপদোষং হরতি চ সকলং বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ি ॥ ১ ॥

কটুতৈলমূর্চ্ছাবিধিঃ।

বয়ঃস্থারজনীমুস্ত-বিল্বদাড়িমকেশরৈঃ।
কৃষ্ণজীরকহ্রীবের-নলিকৈঃ সবিভীতকৈঃ ॥
এতৈঃ সমাংশৈঃ প্রস্থে চ কর্ষমাত্রং প্রযোজয়েৎ।
কটুতৈলং পচেৎ তেন আমদোষহরং পরম্ ॥ ২ ॥

অতিবাত এবং অতিমেঘের সময় শিরাবেধ করিবে না, তবে আশু অনিষ্টজনক রোগে উক্ত কালেও শিরাবেধ করিতে পারা যায় ॥ ৩।৪ ॥

ঘৃতমূর্চ্ছাবিধি—দৃঢ় কটাহে মন্দ মন্দ অগ্নিতে ঘৃত পাক করিয়া, ঘৃত যখন নিস্ফেন হইবে, তখন প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে ছোলঙ্গ লেবুর রস, তদনন্তর হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুতা, এই সকল দ্রব্য ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। চারি সের ঘৃতের মূর্চ্ছন করিতে হইলে মূর্চ্ছাদ্রব্য সকলের পরিমাণ ১ পল বা আট তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহাতে ঘৃতের আমদোষ নষ্ট হয় এবং উহা বীর্য্যশালী ও সুখদায়ক হয় ॥ ১ ॥

কটুতৈলমূর্চ্ছাবিধি—পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কটু তৈলও মূর্চ্ছিত করিবে অর্থাৎ তৈল নিস্ফেন হইলে প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে মঞ্জিষ্ঠা দিয়া, পরে আমলা, মুতা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, [illegible] ও বহেড়া এই সকল মূর্চ্ছন দ্রব্য পূর্ব্ববৎ দিবে। /৪ সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা একপোয়া ও অন্যান্য

এরণ্ডতৈলমূর্চ্ছাবিধিঃ।

বিকসামুস্তকং ধান্যং ত্রিফলা বৈজয়ন্তিকা ॥
হ্রীবেরঘনখর্জ্জুর-বটশুঙ্গানিশাযুগম্ ॥
নলিকা ভেষজং দেয়ং কেতকী চ সমং সমম্।
প্রস্থে দেয়ং শাণমিতং মূর্চ্ছনে দধি কাঞ্জিকম্ ॥ ৩ ॥

তিলতৈলমূর্চ্ছাবিধিঃ।

কৃত্বা তৈলং কটাহে দৃঢ়তরবিমলে মন্দমন্দানলৈস্তৎ
তৈলং নিষ্ফেনভাবং গতমিহ চ যদা শৈত্যযুক্তং তদৈব।
মঞ্জিষ্ঠারাত্রিলোধ্রৈর্জ্জলধরনলিকৈঃ সামলৈঃ সাক্ষপথ্যোঃ
সূচীপুষ্পাংঘ্রিনীরৈরুপহিতমথিতৈর্গন্ধযোগং জহাতি ॥
তৈলস্যেন্দুকলাংশিকৈকবিকসাভাগোঽপি মূর্চ্ছাবিধৌ
যে চান্যে ত্রিফলাপয়োদরজনীহ্রীবেরলোধ্রান্বিতা।

প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া ১৬ সের জলে পাক করিবে। ইহাতে তৈলের আমদোষ নষ্ট হয় ॥ ২ ॥

এরণ্ডতৈলমূর্চ্ছাবিধি—এরণ্ড তৈলের মূর্চ্ছা দ্রব্য যথা—মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধনে, ত্রিফলা, জয়ন্তীপত্র, বালা, মুতা, খর্জ্জুর, বটশুঙ্গা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ার ঝুরি, দধি ও কাঁজি প্রত্যেক ৪ তোলা; তৈল /৪ সের। মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছা করিবে ॥ ৩ ॥

তিলতৈলমূর্চ্ছাবিধি—দৃঢ়তর লৌহ কটাহে মন্দ মন্দ অগ্নি দ্বারা তৈল পাক করিবে। যখন ঐ তৈল নিষ্ফেন হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে। অল্প শীতল হইলে পেষিত হরিদ্রা জলে গুলিয়া ক্রমশঃ তৈলে দিবে। পরে পেষিত সজল মঞ্জিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে লোধ, মুতা, নালুকা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, কেয়ার [illegible] ও বালা এই সকল দ্রব্য জল সহ শিলাপিষ্ট করিয়া তৈলে দিবে। [illegible] ঐ তৈলে তাহার চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিবে এবং কিঞ্চিৎ [illegible] অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ৭ দিন তদবস্থায় রাখিবে। এই

সূচীপুষ্পবটাবরোহনলিকাস্তস্তাশ্চ পাদাংশিকাঃ
দুর্গন্ধং বিনিহন্তি তৈলমরুণং সৌরভ্যমাকুর্ব্বতে ॥ ৪ ॥

তৈলমূর্চ্ছা।

পত্রং পঞ্চরসৈর্যুক্তং দধিলাক্ষাসমন্বিতম্।
মূর্চ্ছানং কারয়েৎ প্রাজ্ঞো গন্ধবর্ণং জহাতি চ ॥
আম্রজম্বূকপিত্থানাং বীজপূরকবিল্বয়োঃ।
গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্ ॥ ৫ ॥

অথ গন্ধদ্রব্যম্।

এলাচন্দনকুঙ্কুমাহগুরুমুরাককোলমাংসীশটী
শ্রীবাসচ্ছদগ্রন্থিপর্ণশশভৃৎক্ষৌণিম্বজোশীরকম্।
কস্তূরীনখপূতিশৈলজশুভামেথীলবঙ্গাদিকং
গন্ধদ্রব্যমিদং প্রদেয়মখিলং শ্রীবিষ্ণুতৈলাদিষু ॥ ৬ ॥

হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহকে মূর্চ্ছাদ্রব্য কহে। উক্ত দ্রব্যের পরিমাণ এই, তৈলের ষোড়শাংশ মঞ্জিষ্ঠা এবং অপরাপর দ্রব্য মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ; অর্থাৎ যদি তৈল ১৬ সের হয়, তাহা হইলে মঞ্জিষ্ঠা /১ সের ও অন্যান্য দ্রব্য এক পোয়া করিয়া হওয়া আবশ্যক। মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া তৈল সুগন্ধ ও অরুণবর্ণ হয়। তৈলের সহিত ক্বাথাদি পাক করিবার সময় মূর্চ্ছা দ্রব্য সমস্ত ছাঁকিয়া ফেলিবে ॥ ৪ ॥

অপর মত—পঞ্চরসযুক্ত পঞ্চপত্র এবং দধি ও লাক্ষা দ্বারা তৈল মূর্চ্ছা করিবে। ইহাতে তৈলের স্বাভাবিক গন্ধ ও বর্ণ নষ্ট হইয়া উত্তম গন্ধ ও বর্ণ হইবে। গন্ধকর্ম্মার্থ পঞ্চপল্লবের নির্দ্দেশ।—আম, জাম, কয়েত বেল, টাবা লেবু ও বেল ইহাদের পত্র গন্ধকর্ম্মার্থ প্রযোজ্য ॥ ৫ ॥

গন্ধদ্রব্য—এলাচ, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, কাঁকলা, জটামাংসী, শটী, সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁটেলা, কর্পূর, শৈলজ, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী, খটাশী, শিলারস, মুতা, মেথী ও লবঙ্গাদি এই সমুদায় গন্ধদ্রব্য বিষ্ণুতৈল প্রভৃতিতে প্রদেয় ॥ ৬

অপরং গন্ধদ্রব্যম্।

দেবদারুসরলাগুরুত্বচং তেজপত্রঘনকুষ্ঠকুঙ্কুমম্।
গ্রন্থিপর্ণিশঠিকোগ্রগন্ধকং মাংসিকাস্নুনবখোটি কুন্দুরু ॥
পূতিকং মধুরিকৈলয়া নখী চন্দনং সমপরং প্রিয়ঙ্গুকম্।
মেথিকামদসুবাস্তচম্পকং দেবতাড়নলিকাসপৃক্কয়া ॥
কঙ্কোলকং কল্কসমানি তৈলে দেয়ানি সর্ব্বাণি সুগন্ধিকানি।
অন্যান্যশেষাণি হিতানি বৈদ্যৈর্বাতাপহারীণি সুযোজিতানি ॥৭॥

গ্রন্থান্তরস্ত—তৈলাদ্ গন্ধস্য পাদার্দ্ধং দদ্যাৎ তচ্ছাস্ত্রবিত্তিষক্।
কেচিৎ কল্কসমং মন্যে সর্ব্বত্র গন্ধকর্ম্মণি ॥ ৮ ॥

মতান্তরম্।

কুষ্ঠঞ্চ নালুকা পূতিরুশীরং শ্বেতচন্দনম্।
জটামাংসী তেজপত্রং নখী মৃগমদঃ ফলম্ ॥
কঙ্কোলং কুঙ্কুমং চোচং লতাকস্তুরিকা বচা।
সূক্ষ্মৈলাঽগুরু মুস্তঞ্চ কর্পূরং গ্রন্থিপর্ণকম্ ॥
শ্রীবাসঃ কুন্দুরুর্দেব-কুসুমং গন্ধমাতৃকা।
সিহ্লকং মিষিকা মেথী ভদ্রমুস্তং শঠী তথা ॥

মতান্তরে গন্ধদ্রব্য—দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দারুচিনি, তেজপত্র, মুতা, কুড়, কুঙ্কুম, গেটেলা, শটী, বচ, জটামাংসী, নবনীত খোটী, কুন্দুরু, খটাশী, মৌরি, এলাচ, নখী, শ্বেতচন্দন, প্রিয়ঙ্গু, মেথী, কস্তুরী, সুগন্ধি চাঁপা, দেবতাড়, নালুকা, পিড়িংশাক ও কাঁক্লা এই সমস্ত এবং অন্যান্য বাতনাশক হিতজনক সুগন্ধ দ্রব্য সকল কল্কপরিমাণে তৈলে প্রদান করিবে। কেহ কেহ তৈলের অষ্টমাংশ কেহ বা কল্কের সমান গন্ধদ্রব্য প্রদান করিতে বলেন ॥ ৭ । ৮ ॥

অপর গন্ধদ্রব্য—কুড়, নালুকা, খটাশী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, জটামাংসী, তেজপত্র, নখী, মৃগনাভি, জায়ফল, কাঁক্লা, কুঙ্কুম, গুড়ত্বক্, লতাকস্তুরী, বচ, ছোট এলাচ, অগুরু, মুতা, কর্পূর, গেঁটেলা, সরলকাষ্ঠ, কুন্দুরু খোটী, লবঙ্গ, গন্ধমাতৃকা,

জাতীফলং শৈলজঞ্চ দেবদারু সজীরকম্।
এতানি গন্ধদ্রব্যাণি তৈলপাকেষু যুক্তিতঃ॥ ৯॥

ইতি পরিভাষা-প্রদীপসংগ্রহে চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ

শিলারস, গুল্‌ফা, মেথী, ভদ্রমুতা, শটী, জৈত্রী, শৈলজ, দেবদারু ও জীরা এই সকল গন্ধদ্রব্য যথানিয়মে তৈলে প্রদান করিতে হয়॥ ৯॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

সমাপ্ত

এত উন্নতি। বিগত বিংশতি বৎসর হইতে আমরা চিকিৎসা করিতেছি। আমাদিগকে প্রত্যহ শত শত রোগী দেখিতে হয়। আমাদের সমস্ত ঔষধই অকৃত্রিম—কাজেই বিশেষ ফলপ্রদ; ঔষধাদির মূল্যও যথাসম্ভব কম।

রোগ-শান্তির জন্য নিজ নিজ প্রাণ, যে সে চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে চিকিৎসক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও বহুদর্শী এবং শাস্ত্রজ্ঞ, যাঁহার নিকট দেশের জ্ঞানী ও বড় লোকেরা চিকিৎসিত হইয়া থাকেন—তাঁহার দ্বারাই চিকিৎসিত হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে ভুলিয়া কাহারও জীবন বিপদ্গ্রস্ত করা উচিত নহে।

আমাদের ঔষধালয়ই সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীটস্থ যে বাটীতে আমাদের এই ঔষধালয় অবস্থিত, উহা অতি বিস্তৃত চতুস্তল বাটী, প্রায় ২,০০,০০০ দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুত। ৭০ নং সুবৃহৎ ত্রিতল বাটীতে আমাদের ঔষধ-ভাণ্ডার এবং ছাত্র ও কর্ম্মচারীর অবস্থিতির স্থান। ১০ নং কালীঘাট রোডস্থ সুরম্য প্রশস্ত বাটীতে আমাদের শাখা ঔষধালয়। কলিকাতার সন্নিকটস্থ আমাদের জমিদারী আগড়পাড়া গ্রামে রেলওয়ে ষ্টেশনের সংলগ্ন দেড়শত বিঘা জমির উপর আয়ুর্ব্বেদ উদ্যান ও গোশালা। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই কয়টী বাটীই আমাদের নিজের।

বিদেশস্থ যে কোন মহোদয় আমাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার বাসনায় অথবা কোন ঔষধ বা ভেষজ দ্রব্য পাইবার বাঞ্ছায় পত্র লিখিলে—তাঁহার পত্র প্রাপ্তির পর দিবসেই আমরা তাঁহার আদিষ্ট ঔষধ অথবা পুস্তক কিংবা অপর কোনও দ্রব্য নিশ্চয়ই প্রেরণ করিয়া থাকি।

এই স্থানে জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অতিসার, রক্তাতিসার, গ্রহণী, মেহ, ধাতুক্ষীণ, ধ্বজভঙ্গ, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, প্রদর, সূতিকারোগ, শিরোরোগ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপ[illegible]রমি), বাত, ক্রিমি, অর্শঃ, শোথ, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত এবং শূল প্র[illegible]ত সমস্ত রোগের সর্ব্বপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় অকৃত্রিম ও প্রত্যক্ষফল-

তৈল, ঘৃত, মোদক, অরিষ্ট, আসব এবং মকরধ্বজ ও ধাতুদ্রব্যাদি

বিদেশীয় রোগিগণ আমাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার অভিলাষে নিজ নিজ রোগ-বিবরণ সহ পত্র লিখিলে অতি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়া ত্বরায় বিনামূল্যে ব্যবস্থাদি প্রদান করা যায়। পত্র সকল গোপন করিয়া রাখা হয়।

নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন।

প্রাতে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। আমরা উভয়ে ঔষধালয়ে উপস্থিত থাকিয়া সমাগত রোগীদিগকে যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া ব্যবস্থাদি প্রদান করিয়া থাকি।

আমরা কলিকাতা হইতে পত্র দ্বারা প্রত্যহ শত শত রোগীর চিকিৎসা করিতেছি, রোগীরাও চিকিৎসায় শীঘ্র নিরাময় হইয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। রোগী চক্ষে না দেখিলে চিকিৎসা করা হয় না এবং পীড়াও আরোগ্য হয় না, এইরূপ ধারণা থাকা নিতান্ত ভুল।

আমাদের সমস্ত ঔষধই আমাদের প্রখরা দৃষ্টিতে প্রস্তুত, কাজেই তীক্ষ্ণবীর্য্য—ডাকিলে ডাক শুনে। ঔষধ প্রস্তুত-করণের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সংগ্রহ করিতে যতই কেন অর্থব্যয় হউক না, আমরা তাহা করিয়া থাকি, তাহাতে কখনও কৃপণতা করি না। যথাশাস্ত্র প্রস্তুত আমাদের জগদ্বিখ্যাত ঔষধের উপকারিতায় সকল লোক মোহিত হইয়া থাকেন বলিয়াই আমাদের দিন দিন এত উন্নতি এবং ঔষধালয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

আমাদের প্রণীত ও সম্পাদিত চরক, সুশ্রুত, আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ, পাচন-সংগ্রহ, চক্রদত্ত, নিদান, দ্রব্যগুণ, রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি পুস্তক পণ্ডিত মাত্রকেই মোহিত করিয়াছে!

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়
২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

জবাকুসুম তৈল বাঙ্গালী জাতির একটী শ্লাঘার জিনিষ। কারণ একজন স্বদেশবাসী ইহার আবিষ্কর্ত্তা। আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, এই পৃথিবীতে যতপ্রকার মস্তিষ্কের ব্যবহার্য্য তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জবাকুসুম তৈলের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন উৎকৃষ্ট তৈল এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। জবাকুসুম তৈল নিজগুণে জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, ও মস্তিষ্ক পরিচালনার জন্য যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা অতি আদরের সহিত আমাদের এই জবাকুসুম তৈল প্রত্যহ ব্যবহার করেন। দেশীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহিলাগণ প্রায় সকলেই জবাকুসুম তৈল অতি আগ্রহের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। জবাকুসুম তৈলে মস্তকের কেশ এবং দাড়ি ও গোঁপের চুল ঘন, চিক্কণ, বৃহৎ ও সুদৃশ্য হয় এবং ইহার সুগন্ধে দিবারাত্র মন প্রফুল্ল থাকে। জবাকুসুম তৈল প্রত্যেক মহিলার আদরের জিনিষ।

জবাকুসুম তৈল উপকারিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ইহা ব্যবহার করেন।

জবাকুসুম তৈল সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কি মনঃপ্রাণ-বিমোহনকারী সুগন্ধে, কি কেশদাম পরিপোষণে, কি মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকরণে অথবা পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূরীকরণে আমাদের "জবাকুসুম তৈল" জগতে অতুলনীয়। ভারতের সমস্ত মনস্বিগণ অতি আদরের সহিত প্রত্যহ জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। জবাকুসুম তৈল তাঁহাদের পক্ষে **মস্তিষ্কের খাদ্য** স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই তৈলের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া অনেক অসৎ ব্যক্তি এইরূপ নামযুক্ত নিতান্ত অপদার্থ নকল ও জাল তৈল প্রস্তুত করিয়া গ্রাহকগণকে ঠকাইতেছে। সেইজন্য জবাকুসুম তৈলের শিশির গাত্রে—

JABAKUSUM TAILA.

জবাকুসুম তৈল।

जबाकुसुम तैल। جواکوسم تیل

এই কথাগুলি অঙ্কিত আছে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিয়া লইবেন

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি।৴০ আনা।

তিন শিশির মূল্য ২।০ নয় সিকা। ডাকমাশুলাদি ।৶০ সাত আনা

ছয় শিশির মূল্য ৪॥০ টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৶০ আনা

ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আট টাকা বার আনা। ডাঃ মাঃ ১।০

বড় এক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি ॥৴০ আনা

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের

জবাকুসুমতৈল

ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১। যাঁহাদিগের প্রত্যহ অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয়।

২। যাঁহাদিগকে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে হয়।

৩। যাঁহাদিগকে অধিক বিদ্যানুশীলন বা পাঠ করিতে হয়।

৪। যাঁহাদের মস্তিষ্ক স্বভাবতঃ উষ্ণ ও মেজাজ্ খিট্‌খিটে।

৫। যাঁহাদের ধাতু বায়ুপ্রধান বা পিত্তপ্রধান।

৬। যাঁহাদের নিদ্রা বেশ ভাল হয় না।

৭। যাঁহাদের শ্রম করিলে মাথা ধরে।

৮। যাঁহাদের মানসিক পরিশ্রম করিলে কষ্ট হয়।

৯। যাঁহাদের মন সদাই খারাপ থাকে এবং যাঁহারা মনে সুখ পান না।

১০। যাঁহাদের শ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না।

১১। যাঁহাদের চুল পাত্‌লা হইয়া যাইতেছে বা মস্তকে টাক্ পড়িতেছে।

১২। পান-দোষাদির জন্য যাঁহাদের মস্তিষ্ক ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে।

১৩। যাঁহাদের কেশ-সংক্রান্ত কোন প্রকার পীড়া যথা—চুলের দুর্ব্বলতা, চুলের বিবর্ণতা, অকালপক্কতা, টাক, মরামাস, খুস্‌কি প্রভৃতি আছে।

১৪। যাঁহাদের মস্তিষ্কের কোনপ্রকার পীড়া যথা—মস্তক-ঘূর্ণন, মাথাধরা, চক্ষুতে ঝাপ্সা দেখা, শারীরিক অবসাদ, নিদ্রানাশ প্রভৃতি রোগ

ঠিকানা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট—কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈলের উপকারিতা।



উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিতে, চিন্তাক্লিষ্ট শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিতে, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূর করিতে, কুন্তলের কান্তি যথোপযুক্তরূপে বৃদ্ধি করিতে যে যে উপাদানের আবশ্যক—"**জবাকুসুম তৈলে**" তৎসমুদায় সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই জন্যই **জবাকুসুম তৈলের** গুণগান সকলেরই কণ্ঠে তারস্বরে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত "**জবাকুসুম তৈলের**" গন্ধ অতি ম[illegible]র। বিলাসিতার জন্য যাঁহারা এসেন্স বা দেশীয় গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, [illegible] জন্য ব্যবহার করিলে তাঁহারাও ইহা ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।

তৈলের ন্যায় মনঃপ্রা[illegible]

শ্রীল শ্রীযুক্ত হিজ হাইনেস্ দি অনারেবল মহারাজ স্যার প্রতাপনারায়ণ সিং বাহাদুর কে, সি, আই, ই, অব, অযোধ্যা কৃপাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন

জবাকুসুম তৈলের অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে আমি মোহিত হইয়াছি। এই তৈল সাধারণকে ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করি।

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত জামানাধিপতি মহারাজ শ্রীশ্রীহামির সিং বাহাদুর কে, জি, সি, এস, আই মহোদয়ের অভিমত—

* * জবাকুসুম তৈল মাথাধরা ও টাকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বান্দারাধিপতি নবাব জুল্ ফিকান্ (২) বাহাদুরের অভিমত—

* * জবাকুসুম তৈলের গন্ধ অতি আনন্দপ্রদ। ইহা মস্তিষ্ক ও কেশের পক্ষে বড়ই উপকারী।

হার হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মাড়োয়ার অধীশ্বরী মহারাণী অধিরাণী সাহেবা (যোধপুর) লিখিয়াছেন

জবাকুসুম তৈল বড়ই উপকারী। ভরি এবং প্রত্যহ

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ রাণা লোকেন্দ্র বাহাদুর—ঢোলপুর—

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করা সম্বন্ধে জবাকুসুম তৈলের উপকারিতা অসাধারণ। গন্ধও মনোরম, ইহা বেশ ক্লান্তিনাশক।

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ চন্দ্রসমসের জং বাহাদুর রাণা জি, সি, এস, আই, পি, জি, ভি, পি, জি, সি, বাহাদুর অব নেপাল—

* * জবাকুসুম তৈল অতি উপাদেয়, গন্ধ অতি মনোহর। স্নানের পর ইহার সুগন্ধের ব্যাঘাত হয় না।

ঝান্সী প্রদেশাধিপতি কে, জি, সি, এস, আই, বাহাদুরের অভিমত

জবাকুসুম তৈল যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা সমস্ত শরীরের স্নিগ্ধতাকারক।

হিস্ হাইনেস্ ঝানঝিরাধিপতি নবাব স্যার সিদি আমেদ খাঁ সিদি ইব্রাহিম খাঁ জি, সি, আই, ই, বাহাদুরের অভিমত—

জবাকুসুম তৈল ও বসন্তমালতী অতি উপাদেয় ঔষধ। হুজুর ইহা সদাই ব্যবহার করেন।

মেজর জেনারেল হিস্ হাইনেস মহারাজাধিরাজ স্যার প্রতাপ সিং বাহাদুর জি, সি, এস, আই, কে, সি, বি,—

সন্তোষের সহিত লিখিতেছি যত প্রকার কেশ-তৈল ব্যবহার করিয়াছি, তন্মধ্যে জবাকুসুম তৈল একটী উৎকৃষ্ট তৈল।

হার হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী কুচবিহার সি, আই, ই, বলেন—

ইহা অতি উপাদেয়, গন্ধ অতিমনোহর। ইহা বেশ স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট ও চুলের হিতকর তৈল।

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর—কালাকোট—

ইহা মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে এবং নূতন কেশ সমুদ্ভূত করে। আমি প্রত্যহ ইহা ব্যবহার করি।

হার হাইনেস্ সিনিয়র মহারাণী ইন্দোর অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

আমি প্রত্যহ জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করি জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিতে এবং কেশ বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর। কেশ-তৈলের মধ্যে জবাকুসুম তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

হিস্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বরোদাধিপতি গায়কোয়াড় কে, জি, সি, এস, আই, বাহাদুরের এডিকং কুমার শিবরাজ রাও সিং বাহাদুর বলেন—

* * আপনার জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা স্নিগ্ধকর ও বিশেষ ক্লান্তিনাশক, ইহার গন্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী ও বিশেষ প্রীতিপ্রদ।

হিস্ হাইনেস্ শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর ইন্দোরাধিপতি শিবাজী রাও হোলকার কে, জি, সি, এস, আই বাহাদুর কৃপাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

জবাকুসুম তৈল স্নিগ্ধ গুণ বিশিষ্ট। ইহা অতি মনোহর ও ক্লান্তিনাশক। আমি ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করি।

শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রতাপগড়াধিপতি মহারাজ বাহাদুরের অভিমত—

প্রত্যহ জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করি, ইহা আমি বেশ পছন্দ করি।

ভূতপূর্ব্ব কমিশনার সুপ্রসিদ্ধ লেখক বঙ্গের গৌরবরবি শ্রীযুক্ত আর, সি, দত্ত, C. I. E. মহোদয় বলেন—

জবাকুসুম তৈল আমার বাটীতে প্রত্যহ ব্যবহার হয়। তৈলটী সুগন্ধি, উপকারক ও স্নিগ্ধতাকারক।

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, মিত্র বলেন—

অমৃতাদি বটিকা ব্যবহারে নির্দ্দোষরূপে জ্বর নিবারিত হইয়াছে।

পাবনা গড়াদহ হইতে প্রসিদ্ধ জমিদার গুরুদাস নাগ মহোদয় লিখিয়াছেন—

অমৃতাদি বটিকা ব্যবহারে আমার স্ত্রী ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

কানপুর হইতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলমণি মণ্ডল এল, এম, এস, মহোদয় লিখিয়াছেন—

অমৃতাদি বটিকা দ্বারা পুরাতন জ্বর ও পালাজ্বর সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়। ঔষধের অমোঘ গুণ দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছি।

মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বলেন—

আমি আপনার অমৃতাদি বটিকা দ্বারা বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

ভবানীপুরের সর্ব্বপ্রধান প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বসু এল, এম, এস, মহোদয় বলেন—

অমৃতাদি বটিকা জ্বরের বিশেষতঃ পুরাতন ও ম্যালেরিয়া জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ সেন মহোদয় লিখিয়াছেন—

অমৃতাদি বটিকায় ম্যালেরিয়া ও তরুণ জ্বরে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রজার জি, এস, চিউ—M. D. মহোদয় বলেন—

অমৃতাদি বটিকার ন্যায় জ্বরনাশকতাগুণ বিশিষ্ট ঔষধ পৃথিবীতে অল্পই দেখা যায়। উহাতে কোন উগ্রবীর্য্য দ্রব্য নাই।

রংপুরের খ্যাতনামা মোক্তার শ্রীযুক্ত বাহার উল্লা সাহেব মহোদয় লিখিয়াছেন—

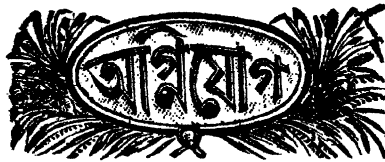
অমৃতাদি বটিকা আনাইয়া নিজের ও প্রতিবেশী অনেক জীর্ণ শীর্ণ জ্বররোগীর, বহুকালের জ্বর নিবারণ করিয়াছি।

শিলং হইতে শ্রীযুক্ত সনাতন খাসয়ার জমিদার মহোদয় লিখিয়াছেন—

আপনার অমৃতাদি বটিকা যত রোগীকে সেবন করাইয়াছি, সকলেই অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

সুবিজ্ঞ ও প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী L. M. S. মহোদয় লিখিয়াছেন—

আমি বহুসংখ্যক জ্বররোগিকে অমৃতাদি বটিকা ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য করিয়াছি। ইহা জ্বরের অমোঘ ঔষধ।



আয়ুর্ব্বর্ণো বলং স্বাস্থ্যমুৎসাহোপচয়ৌ প্রভা। ওজস্তেজোঽগ্নয়ঃ প্রাণাশ্চোক্তা দেহাগ্নিহেতুকাঃ
শান্তেঽগ্নৌ ম্রিয়তে যুক্তে চিরঞ্জীবত্যনাময়ঃ। রোগী স্যাদ্বিকৃতি মূলমগ্নিস্তস্মান্নিরুচ্যতে॥

"চরকঃ

এই মহৌষধ "অগ্নিযোগ" সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগ অচিরে নিবারিত হয়। ইহা ব্যবহারে অগ্নির দীপ্তি, আহারে রুচি, সম্যক্ পরিপাক, কোষ্ঠশুদ্ধি, শরীরধারণোপযোগী আহারে রসের উৎপত্তি ও তদ্দ্বারা ধাতু সকলের পুষ্টি হয়; সুতরাং অপাক মলবদ্ধতা, উদরে ভার বেদনা এবং দমকা ভেদাদি উপদ্রব সকল উপস্থিত হইতে পারে না। ইহা দ্বারা শরীরের উপচয় ও কান্তি, মনের প্রসন্নতা এবং বলের বৃদ্ধি হয়। অল্পভোজী মনুষ্য ইহা সেবনে প্রচুর ভোজন করিতে সমর্থ হয়েন। অগ্নিমান্দ্যাধিকারে ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ দৃষ্টিগোচর হয় না।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী তিন প্রকার ঔষধ ও
এক প্রকার তৈলের মূল্য ৪৲ চারি টাকা।
ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

ভারতের সুসন্তান—আলিগড়ের সুপ্রসিদ্ধ ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত পি, শ্রীলাল আই, সি, এস, মহোদয় বলেন—

অগ্নিযোগ ব্যবহারে বড়ই উপকার পাইয়াছি। এই উপাদেয় ঔষধের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃতের সিনিয়র অধ্যাপক বঙ্গসাহিত্যাকাশে উজ্জ্বলরত্ন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"অগ্নিযোগ" ব্যবহারে অসীম উপকার পাইয়াছি। ইহা অপাক জনিত শারীরিক ক্লেশ নষ্ট করিতে অব্যর্থ শক্তিসম্পন্ন ঔষধ।

অভয়া বটিকা

কোষ্ঠশুদ্ধির মহৌষধ।

অভয়া বটিকা যথানিয়মে সেবন করিলে ভুক্তদ্রব্য সুজীর্ণ হইয়া সুন্দররূপে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। অভয়া বটিকা কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর মহৌষধ, চিকিৎসা শাস্ত্রে যত প্রকার পীড়ার উল্লেখ আছে, একমাত্র কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে তাহার অধিকাংশ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে; কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে প্রায় কোন প্রকার পীড়াই আক্রমণ করিতে বা স্থায়ী হইতে পারে না। যাঁহাদের কোষ্ঠ—পরিষ্কার হয় না তাঁহাদের সকলেরই অভয়া বটিকা ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য; কোষ্ঠবদ্ধতা জন্য যে কোন পীড়া হউক না কেন, অভয়া বটিকা সেবনে সেই পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

আমাদের অভয়া বটিকা দুগ্ধপোষ্য বালক এবং জরাজীর্ণ বৃদ্ধগণকেও অক্লেশে সেবন করান যাইতে পারে। ইহা উগ্র জোলাপ নহে। অভয়া বটিকা খাইতে কোন কষ্ট নাই, অভয়া বটিকার প্রত্যেক মাত্রাই অব্যর্থ।

এক কৌটার মূল্য ||০ আনা। ভিঃ পিতে ||৶০ আনা।

তিন কৌটার মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা। ডাকমাশুলাদি ৶০ আনা।

অশেষ ভাষাবিদ্ পণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মহারাজ জ্ঞানানন্দ স্বামিজী বলেন-

অভয়া বটিকা বাস্তবিক কোষ্ঠশুদ্ধির একমাত্র ফলদায়ক ঔষধ। এমন সুখকর ও নির্দ্দোষবিরেচক কখনও দৃষ্টি করি নাই।

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত সি, এম, চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী নাগপুর হইতে লিখিয়াছেন—

আপনাদের অভয়া বটিকা অতি উত্তম, ব্যবহারে কোনরূপ কষ্ট হয় না। আপনাদের চিকিৎসাপদ্ধতি অতি উত্তম।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত

শুক্রতারল্যের শাস্ত্রীয় মহৌষধ।

ক্ষীণবীর্য্য ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অমৃত তুল্য। শাস্ত্রোক্ত রসায়ন ও বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধ সমূহের মধ্যে এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বীর্য্যবান্ ঔষধ অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিধি পূর্ব্বক সেবন করিলে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নষ্ট পুরুষত্ব পুনরায় পূর্ণভাবে লাভ করা যায়।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পরম মিত্র, পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর আর্ত্তব অযথা ক্ষয় হইলে ইহা ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ এই মহৌষধ সেবনে বৃদ্ধগণও যুবার ন্যায় বলবীর্য্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অৰ্দ্ধপোয়ার মূল্য তিন টাকা। ডাঃ মাঃ ।৴০ পাঁচ আনা।

এক পোয়ার মূল্য ছয় টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵০ দশ আনা।

অৰ্দ্ধসের ১২৲ বার টাকা। ডাঃ, মাঃ ৸০ তের আনা।

অশোক ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

অশোক ঘৃত সেবন করিলে রমণীগণের রক্ত, শ্বেত, নীল প্রদরাদি ধাতু ও অবস্থা বিশেষে সত্বর বা বিলম্বে প্রশমিত হয়। রজোরোধ প্রভৃতি স্ত্রীরোগ এবং প্রমেহাদি জন্য জননেন্দ্রিয়ের দোষ দূর করিয়া আয়ুঃ বল ও বর্ণের বৃদ্ধি করিতে অশোক ঘৃত মহিলাগণের পরম সহায়। কুক্ষি ও কটিশূল পর্য্যন্ত এই ঘৃত সেবনে প্রশমিত হইয়া থাকে।

অৰ্দ্ধপোয়ার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

এক পোয়া ৩৲ তিন টাকা। ডাঃ মাঃ ।৶০ নয় আনা।

 ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ, ২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট—কলিকাতা।

অমৃতাদি কষায়

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নূতন ও পুরাতন জ্বরের উৎকৃষ্ট পাচন।

জ্বরের এরূপ আশুফলপ্রদ পাচন অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। অমৃতাদি বটিকার প্রায় সমস্ত গুণই এই পাচনে বিদ্যমান আছে, কারণ অমৃতাদি বটিকার উপাদান হইতেই ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি থাকিলে ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

এক বোতলের মূল্য এক টাকা।

মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে শিশি করিয়া পাঠান হয়। মাশুলাদি ।৵০ আনা

কনকাষ্টক

ক্রিমিরোগের অমোঘ ঔষধ।

এরূপ ব্যাধি নাই—যাহা ক্রিমি হইতে উৎপন্ন না হইতে পারে, কিন্তু উহার লক্ষণাবলী অন্যান্য ব্যাধির লক্ষণ সমূহ হইতে সময়ে সময়ে পৃথক্ করা বড়ই দুরূহ; এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে উহার প্রধান লক্ষণ—গা বমি বমি, মুখ দিয়া লালা উঠা, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, নাক চুলকান, দন্তঘর্ষণ ইত্যাদির প্রকাশ হইলে আমাদের কনকাষ্টক ব্যবহার করিতে পারেন, কেন না ইহা দ্বারা কোনরূপ অপকারের সম্ভাবনা নাই; ইহা অতি নির্দ্দোষ ঔষধ। ব্যাধি প্রকৃতপক্ষে ক্রিমিজ হইলে কনকাষ্টক দ্বারা ত্বরায় সমস্ত উপদ্রবের শান্তি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহীলতা বা ফিতার ন্যায় ক্রিমি এবং মলস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি সমূলে বিনষ্ট হইবে।

এক কৌটার মূল্য এক টাকা। ডাকমাশুলাদি ৵০ আনা।

কাঞ্চন ঘৃত

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই কল্যাণকর সিদ্ধঘৃত সেবনে সর্ব্বশরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া জরায়ুসংক্রান্ত যাবদীয় স্ত্রীরোগ যথা—শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, কষ্টরজঃ ও তজ্জন্য বেদনা, অরুচি, মাথাব্যথা ও ঘূর্ণন, চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখা, কর্ত্তব্য কার্য্যে অনিচ্ছা, খিট্‌খিটে মেজাজ, শারীরিক অবসাদ এবং আলস্য, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ, দুর্গন্ধ ধাতু নিঃস্রাব, অকালে অধিক বা অল্প পরিমাণে রক্তস্রাব প্রভৃতি স্ত্রীরোগ সকল দূরীভূত হইয়া শরীর সবল হৃষ্টপুষ্ট এবং সমধিক সৌন্দর্য্যশালী হয়। বিশেষতঃ ইহা গর্ভদোষজন্য মৃতবৎসা বিকলাঙ্গ প্রসব বা গর্ভস্রাব এবং প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু (ভূমিষ্ঠ হইয়া বা ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন মধ্যেই মৃত্যু) এবং বন্ধ্যা দোষ প্রভৃতি দুরারোগ্য ও কষ্টপ্রদ পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ। রজোদোষ জন্য স্ত্রীলোকের শরীরে নানাপ্রকার পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাঞ্চন ঘৃত তৎসমুদায়ের অব্যর্থ মহৌষধ। শ্বেতপ্রদর রক্তপ্রদর এবং সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগে কাঞ্চনঘৃতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ এতাবৎকাল আবিষ্কৃত হয়-নাই।

আধপোয়া ঘৃতের মূল্য ২।০ টাকা ভিঃ পিতে লইলে মোট ২৮/০

এক পোয়ার মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ভিঃ পিতে লইলে মোট ৫।৵০ আনা।

আধসের ঘৃতের মূল্য ১০৲ দশ টাকা। ভিঃ পিতে লইলে মোট ১০৮/০ আনা।

বালেশ্বর সুনহট্ট হইতে সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত **রাজনারায়ণ দাস** মহোদয় বলেন—

*** যে **কাঞ্চন ঘৃত** আপনার নিকট হইতে আনাইয়াছিলাম, তাহা দুই তিন দিন ব্যবহারেই ঋতুকালে বেদনা প্রভৃতির বিশেষ

রংপুর কুড়িগ্রাম হইতে উকীল শ্রীযুক্ত বাবু **বসন্তকুমার ঘোষ** মহোদয় লিখিয়াছেন—

* আপনার প্রেরিত কাঞ্চ

কর্পূরাসব

প্রবল উদরাময় ও ওলাউঠার মহৌষধ।

আমাদের অনেক দিবসের চেষ্টা, যত্ন ও পরীক্ষার ফলে এই মহৌষধ **কর্পূরাসব** আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সর্ব্বলোকে ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছেন। এক্ষণে বিশেষ সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, বিসূচিকার যত প্রকার প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

ইহা সেবনে বিসূচিকা (ওলাউঠা), দুরারোগ্য আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, প্রবাহিকা, অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, পেটের বেদনা প্রভৃতি ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহা বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা (কলেরা) রোগের আশু ফলপ্রদ মহৌষধ। হঠাৎ অধিকবার ভেদ বা বমি হইলে ইহা ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ উপকার পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম ঋতুতে অনেকের যে প্রবল উদরাময় পীড়া হইয়া থাকে, ইহা ব্যবহারে তাহা শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া যায়। বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব কালে প্রত্যেক লোকের নিকট ইহার এক একটী শিশি থাকা উচিত। সে সময় **কর্পূরাসব** এক শিশি নিকটে থাকিলে অনেকের জীবন রক্ষা পাইতে পারে।

কর্পূরাসবের আঘ্রাণ অথবা নস্ত (নাস) লইলে, ওলাউঠা (কলেরা) পীড়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পীড়ার প্রথমাবস্থায় কর্পূরাসব ব্যবহার করিলে ওলাউঠা (ভেদবমি) পীড়ায় জীবন হারাইবার ভয় থাকে না। যাঁহাদের সদাই দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এবং যাঁহাদের বাটীতে অধিক সংখ্যক পরিবার অথবা যাঁহারা পাড়াপ্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদের গৃহে অন্ততঃ এক শিশি **কর্পূরাসব** সংগ্রহ করিয়া রাখা নিতান্ত উচিত।

যাঁহাদের বিদেশ পরিভ্রমণ করিতে হয়, তাঁহাদের ব্যাগে এক শিশি কর্পূরাসব রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

এক শিশির মূল্য ।০ আট আনা।

ডাকমাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

পাঁচ সিকা। ডাকমাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

কল্যাণ বটিকা

স্বপ্নদোষের অব্যর্থ মহৌষধ।

স্বপ্নবিকার বা নিদ্রাবস্থায় শুক্রক্ষয় যে পুরুষের বহুবিধ উৎকট ও দুরারোগ্য রোগনিচয়ের মূল কারণ, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। তন্মধ্যে শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, সকল বিষয়ে অমনোযোগ, উদ্যমরাহিত্য, স্ফূর্ত্তিহীনতা, নৈরাশ্য ও নিস্তেজস্কতা প্রভৃতি এবং অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, রক্তহীনতা, চক্ষুর চারিদিকে নীলিমোৎপত্তি, কোষ্ঠবদ্ধতা বা অতিসার, শুক্রতারল্য, শিরোঘূর্ণন ও বক্ষোবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব সকল অতি অল্পে অল্পে উপস্থিত হয়। এই রোগ অধিককাল স্থায়ী হইলে অত্যল্প কারণে এমন কি মলমূত্রাদির বেগ কিংবা স্ত্রীলোক দর্শন, স্পর্শন ও স্মরণ মাত্রেই শুক্রস্খলন হইয়া থাকে। তাচ্ছীল্য বা অচিকিৎসায় স্বপ্নবিকার ক্রমে তন্দ্রাবিকার হইয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ এমন কি শয়ন করিলে কিংবা কিঞ্চিন্মাত্র তন্দ্রাবেশ হইলেও শুক্র নির্গত হয়, ক্রমে লিঙ্গোদ্রেক রাহিত্য লিঙ্গের শিথিল অবস্থাতেই শুক্রক্ষরণ প্রভৃতি ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

কিন্তু আমাদের **কল্যাণবটিকা** সেবন করিলে স্বপ্নদোষ ও তজ্জনিত উপরিউক্ত উপদ্রব সকল অবশ্যই নিবারিত হইয়া স্বাভাবিক বলবীর্য্য ও ধারণাশক্তি সংস্থাপিত হয়।

এক কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ২৶৹ দুই টাকা তিন আনা।

তিন কৌটার মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ৫।৹ পাঁচ টাকা চারি আনা।



রক্ত আমাশয়ের মহৌষধ।

কুটজাসব রক্তামাশয়ের সিদ্ধ ফলপ্রদ মহৌষধ। এক শিশি ঔষধ সেবনেই অনেক স্থলে অজীর্ণ ও আমরক্ত পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

এই মহৌষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছসাধ্য রক্তাতিসার, আমরক্ত ও গ্রহণীরোগ, জ্বর, শোথ, অরুচি, উদরে বেদনা, কন্‌কনানি ইত্যাদি উপদ্রব সংযুক্ত থাকিলেও অতি শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হইয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ২॥/০ আনা।

ক্ষতান্তক ঘৃত।

(উপদংশ-ক্ষতের মহৌষধ।)

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ঔপদংশিক ক্ষত (গর্ম্মি ঘা) পারদ দুষ্ট ক্ষত, অর্শঃক্ষত, নালী ঘা ও ঘুরঘুরে ঘা প্রভৃতি দুরারোগ্য ক্ষতরোগ সকল অচিরে দূরীকৃত হয়। ঔপদংশিক ও পারদজনিত ক্ষতরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ দেখা যায় না। এই মহৌষধ ব্যবহারে উপকার অতি শীঘ্র হইয়া থাকে।

এক কৌটার মূল্য ৸০ বার আনা।

ভিঃ পিতে লইলে মোট ৸৶০ পনর আনা

[illegible] কৌটা ভিঃ পিতে লইলে ২৶০ আনা

ক্ষতান্তকতৈল

আমাদের ক্ষতান্তক তৈলে সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য কষ্টপ্রদ ক্ষতরোগ, দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, অর্শঃক্ষত, বালকদিগের খোষ পাচড়া, নারাঙ্গা ঘা, কাণের ঘা, কাণে পূয হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষতরোগ অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়; এবং ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। ইহা দুরারোগ্য ক্ষতরোগের অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

অগ্নিদগ্ধক্ষতে (পোড়া ঘায়ে) ক্ষতান্তক তৈল ব্যবহার করিলে সত্বর সুফল পাওয়া যায়। ইহা ক্ষতের যন্ত্রণানাশক, দোষ সংশোধক ও ব্রণরোপক। এই তৈল ব্যবহারে অগ্নিদগ্ধ স্থানে সাদা দাগ হয় না।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড।

রক্তপিত্তের মহৌষধ।

"কুষ্মাণ্ডখণ্ড" রক্তপিত্ত রোগের যে একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা বোধ হয় প্রত্যেকেই অবগত আছেন। যাঁহাদের পূর্ব্বে রক্ত উঠিয়াছে বা এক্ষণে উঠিতেছে, তাঁহারা তৎপর হইয়া এই মহৌষধ সেবন করিলে নিশ্চয়ই রক্তপিত্তের ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। রক্তপিত্ত উপেক্ষিত হইলে শেষে যে শ্বাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি প্রাণনাশক পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারও আশঙ্কা থাকিবে না; কুষ্মাণ্ডখণ্ড ব্যবহারে মুখ দিয়া রক্ত উঠা, নাসিকা বা গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত পড়া, রক্তকাস প্রভৃতি পীড়া অচিরে প্রশমিত হইয়া থাকে; অধিকন্তু ইহা একটী পরম রসায়ন। ইহা দ্বারা যৌবনের স্থিতি, শুক্রের বৃদ্ধি, শরীরের পুষ্টি, স্বরের বিশুদ্ধি ও বলবর্ণের [illegible]সাদন হয়।

সপ্তাহ ১ টাকা। ভিঃ পিতে মোট ১



অম্লপিত্তের ও অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ।

পঞ্চলবণ, অষ্টক্ষার এবং অন্যান্য বিবিধ বাতানুলোমক আগ্নেয় দ্রব্য হইতে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা এই মহৌষধ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি অগ্নিমান্দ্যজনিত পীড়া সকল অচিরে বিনষ্ট হয়। অম্লোদগার, পেটফাঁপা, আহারান্তে ভেদ বা বমন, শিরোঘূর্ণন, অরুচি, অম্লবমি, পেটব্যথা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণের ইহা মহৌষধ।

ক্ষুধাবতী সেবনে অল্পাহারী ব্যক্তিগণের দিন দিন ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। ক্ষুধাবতী ব্যবহারে পাকস্থলীর উগ্রতা নষ্ট হয় এবং উহা উদর ঠাণ্ডা রাখে। বুকজ্বালা বা পেটবেদনার সময় একমাত্রা **ক্ষুধাবতী** ব্যবহার করিলেই উপকার বোধ হয়। আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ করিবার শক্তি বা উপযুক্ত পরিমাণে আহার করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার ইহা মহৌষধ। একমাত্রা সেবনে উপকার জানিতে পারা যায়।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।

তিন শিশির মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা। ডাকমাশুলাদি ।৶০ আনা।

ছয় শিশির ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৵০ আনা।

বঙ্গের প্রধানপণ্ডিত সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ

মহোদয় বলেন—

কবিরাজ মহাশয়! আপনার **ক্ষুধাবতীর** তুল্য ঔষধ আছে কিনা জানিনা; অম্ল উপকারিতা

মানভূমাধিপতি মহারাজকুমার যুবরাজ

শ্রীরামগোপালাদিত্য দেব বাহাদুর

বলেন

আপনার ক্ষুধাবতী ঔষধ আনাইয়া অম্লপিত্ত, বুকজ্বালা, পেটবেদনা প্রভৃতি রোগ হইতে মুক্ত

চ্যবনপ্রাশ

কাস শ্বাসাদির শাস্ত্রোক্ত মহৌষধ।

সর্ব্বজনবিদিত পরমরসায়ন এই মহৌষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্বাস, কাস ও স্বরভঙ্গ নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। দুর্ব্বল ও ক্ষীণধাতুর পক্ষে মহর্ষি নির্ম্মিত **চ্যবন প্রাশের** ন্যায় পুষ্টিকর ও রসায়ন ঔষধ এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সকল ব্যক্তির ধাতু শ্লেষ্মপ্রবণ, যাঁহাদের মধ্যে মধ্যে কাসি ও সর্দ্দি হয়, যাঁহাদের ধাতু ম্যাজ্‌ম্যাজে, ঋতু পরিবর্ত্তনে যাঁহাদের কাস বৃদ্ধি পায়, চ্যবনপ্রাশ তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ সেবনে তাঁহারা দিন দিন উপকার অনুভব করিতে পারিবেন।

ইহা দ্বারা শরীরের বল, ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য, পরমায়ুর বৃদ্ধি ও বায়ুর অনুলোম হয় এবং ইহা সেবনে পলিতকেশ বৃদ্ধেরও জরাভাব অপগত হইয়া যৌবনের বল ও উৎসাহ উপস্থিত হয়। প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের ইহা অতি আদরের ধন। ইহা খাইতে সুস্বাদু এবং সালসার ন্যায় পুষ্টিকর।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত—চ্যবন প্রাশের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঔষধ পৃথিবীতে কোন জাতিরই চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই, ইহা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারা যায়। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ। কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপ দৃশ্যতে॥
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঙ্গবর্দ্ধনঃ। স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্॥
মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্বমায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্।
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং বর্ণপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগাল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটীপ্রবেশাৎ।
জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্য রূপং বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য॥

এক সপ্তাহের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ।৶৹ পাঁচ আনা।

চন্দনাসব

নূতন মেহরোগের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ।

যে সকল ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক রোগে মানবজাতি সদাই প্রপীড়িত হইয়া থাকেন, তন্মধ্যে মেহপীড়া একটী প্রধান। রীতিমত ঔষধ ব্যবহৃত না হইলে এই পীড়া দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া জীবনকে বড়ই ক্লেশময়, অশান্তিপূর্ণ ও উদাস করিয়া তুলে। সকলেই অবগত আছেন যে, মেহপীড়া শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়া, এই পীড়ার স্থায়িত্বে শুক্র যে বিকৃত, রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইবে, তাহা নিশ্চিত। কাজেই দূষিত শুক্র হইতে উৎপন্ন পুত্র কন্যা চিররোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

অধিকাংশ রোগের ন্যায় মেহরোগও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক পীড়া, বিশেষতঃ ইহার নূতন অবস্থা বড়ই প্রাণান্তকর। প্রস্রাব ত্যাগ কালে অসহ্য যাতনা মুহুর্মুহুঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা, সপূয ধাতুনির্গম, খড়িজলবৎ প্রস্রাব, শোণিতস্রাব, রাত্রিকালে লিঙ্গোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কষ্টকর উপদ্রব জন্য রোগীকে মৃতবৎ করিয়া তুলে। একদিকে এইরূপ ভীষণ কষ্ট, অপর দিকে চিন্তা—পাছে এই পীড়ার বিষয় গুরুজন বা আত্মীয় স্বজন জানিতে পারেন, অথবা সহধর্ম্মিণীতে এই লজ্জাকর পীড়া সংক্রামিত হয়।

আমাদের চন্দনাসব সর্ব্বপ্রকার নূতন মেহ রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ সিদ্ধ মহৌষধ। যিনি দুরদৃষ্টবশতঃ কর্ম্মবিপাকে এই পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি সরল উপদেশ—ক্ষণকাল মাত্র আর বিলম্ব না করিয়া আমাদের চন্দনাসব ব্যবহার করুন, পীড়া সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় দূরে পলায়ন করিবে। যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। শরীর সুস্থ ও শুক্র যথাযথ হইয়া যাইবে। এই মহৌষধ সেবনে এত শীঘ্র পীড়া প্রশমিত হইয়া যায় যে, রোগী ফলদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন।

চন্দনাসব মেহরোগের অতি সুন্দর ঔষধ।

ইহা ব্যবহারে অতিশীঘ্র মূত্রনালীক্ষত নির্দ্দোষরূপে নিবারিত হইয়া যায়। প্রস্রাবের জ্বালা, হস্তপদের দাহ, স্বপ্নদোষ, মস্তকঘূর্ণন, হৃদয়ের শূন্যতা, অবসাদ, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, জ্বরভাব, মুখবিস্বাদ, অরুচি, মনের অপ্রসন্নতা, অনিদ্রা, দুর্ব্বলতা, প্রভৃতি সমস্ত মেহোক্ত উপদ্রব শীঘ্র নাশ করিতে **চন্দনাসবের** ন্যায় সুন্দর ঔষধ আর নাই। ইহা ব্যবহারে কাহাকেও বিফলমনোরথ বা অসন্তুষ্ট হইতে হয় নাই। প্রমেহদুষ্ট শুক্রকে শীঘ্র বিশোধিত করিতে চন্দনাসব এজগতে অতুলনীয়। সর্ব্বপ্রকার নূতন মেহে ইহা অত্যাশ্চর্য্য উপকার দর্শাইয়া থাকে।



দেবাদিদেব মহাদেব নির্ম্মিত এই মহৌষধ সেবনে নানাদোষোদ্ভূত সর্ব্বপ্রকার সাধ্য, অসাধ্য, অস্থিগত, মজ্জগত, মেদোগত, শুক্রগত এবং অন্তর্ব্বেগ, বহির্ব্বেগ প্রভৃতি যাবতীয় জীর্ণ ও বিষমজ্বর নিশ্চয় নিবারিত হয়।

জীর্ণজ্বরং মহাঘোরং চিরকালসমুদ্ভবম্। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥ পৃথগ্‌দোষাশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্। মেদোগতং মাংসগতমস্থিমজ্জগতং যথা। অন্তর্গতং মহাঘোরং বহিঃস্থন্ত বিশেষতঃ। নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব জ্বরং শুক্রগতং তথা॥ নিখিলং জ্বরনামানং হন্তি শ্রীশিবশাসনাৎ। জয়মঙ্গলনামায়ং রসঃ শ্রীশিবনির্ম্মিতঃ। বলপুষ্টিকরশ্চৈব সর্ব্বরোগনিবর্হণঃ॥

এক শিশির মূল্য ৩৲ তিন টাকা। ডাকমাশুলাদি ৶০ আনা।

চারি আনা মাশুলে অনেক সপ্তাহের ঔষধ যায়।

ঘৃত

এই মহৌষধ ব্যবহারে পারদ ও উপদংশ (গরমি) হেতু হস্ত ও পদতলের বিকৃত-চিহ্ন সকল নিশ্চয়ই শীঘ্র নিবারিত হয়। ইহাতে উপরিউক্ত পীড়া এমন সহজে ও বিনাক্লেশে প্রশমিত হয় যে, রোগী ফলদর্শনে সমধিক বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া থাকেন। ইহাতে পারদ বা অন্য কোন দূষিত ধাতু নাই॥

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে এক টাকা পাঁচ আনা।



বহুকাল দন্ত নিশ্চল ও কর্ম্মঠ রাখিবার এবং
সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ দূর করিবার জন্য
ইহাই উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

(দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা আবশ্যক।)

দীর্ঘজীবন প্রয়াসী মনুষ্য মাত্রেরই দন্তরক্ষা বিষয়ে সচেষ্ট থাকা বিশেষ কর্ত্তব্য; কারণ দন্তহীন মনুষ্য আহার সুচারুরূপে সহজে হজম করিতে পারেন না; এবং সেই কারণে স্বাস্থ্য ভগ্ন ও শরীর নানা রোগের আকর হইয়া উঠে। বহুকাল দন্ত নিশ্চল ও কর্ম্মঠ রাখিতে হইলে দশনকান্তি চূর্ণ ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা দন্তবেষ্টের স্ফীতি, বেদনা, কন্‌কনানি, রক্ত পূযাদির স্রাব ও চলদ্দন্ত এবং পারদ ও উপদংশজনিত যাবতীয় দন্তরোগ ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইয়া মুখ সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সুস্থাবস্থায় প্রত্যহ ইহা দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিলে দন্তসম্বন্ধীয় কোন প্রকার ব্যাধিই উপস্থিত হইতে পারে না। ইহার ন্যায় দন্তরক্ষণের উৎকট ঔষধ আর নাই। দশনকান্তিচূর্ণ নিয়মিতরূপে প্রতিদিন ব্যবহার করিলে মুখে ও নিশ্বাসে সুগন্ধ ফুটিয়া উঠে এবং দন্তপাতি সম্পুর্ণরূপে রোগ বিবর্জ্জিত ও মুক্তার ন্যায় শুভ্রজ্যোতিঃ বিশিষ্ট হয়।

যাঁহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয় বা যাঁহাদের দাঁতের গোড়া ফুলে বা ব্যথা হয়, তাঁহাদের পক্ষে দশনকান্তিচূর্ণ অতি উপকারী। ইহাতে কোনপ্রকার দূষিত পদার্থ নাই। এককৌটা ঔষধে একমাসের অধিক কাল হয়।

এক কৌটার মূল্য ॥০ আনা। ভিঃ পিতে ।৶০ আনা।

তিন কৌটার মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি ৶০ তিন আনা।

ঠিকানা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ,—২৯ নং কলুটোলা

দ্রাক্ষাসব

শ্লৈষ্মিক পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ।

দ্রাক্ষাসব—সেবনে কাসরোগ, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, স্বরভঙ্গ ও হৃদ্রোগ এবং ইহাদের উপসর্গ—জ্বর, বক্ষঃ ও পার্শ্ববেদনা, রক্তনিষ্ঠীবন, রাত্রিতে ঘর্ম্ম ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি এবং শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। দ্রাক্ষাসব ব্যবহারে শিশুদিগের উৎকাসি ও ঘুংড়িকাসি প্রভৃতি সত্বর নিবারিত হয়। যাঁহাদের কোন ঋতুবিশেষে সদাই কাসি হইয়া থাকে, এই ঔষধ সেবন দ্বারা তাঁহাদের কাস-প্রবণতা দূর হইয়া শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হয়, ইহা এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে কড্‌লিভার অয়েল অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী ও হিতকর।

এক শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা

তিন শিশি ৩৸০ তিন টাকা বার আনা। ডাঃ মাঃ ॥/০।



ইহা একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ। এই ঔষধ সর্ব্বশরীরের পেশী ও স্নায়ুসমূহের বল বৃদ্ধি করিয়া জীবনকে সর্ব্বসুখের আকর করিয়া থাকে। ইহা জরা ব্যাধি ও তজ্জন্য দৌর্ব্বল্য দূর করে এবং আনুষঙ্গিক নানাবিধ পীড়া প্রশমিত করিয়া থাকে।

এক সপ্তাহ ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাকমাশুলাদি ।০ চারি আনা।

নারায়ণ তৈল

বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই পরম উপকারী সর্ব্বজনবিদিত শাস্ত্রীয় **নারায়ণ তৈল** ব্যবহারে বায়ুর সমতা হইয়া যাবতীয় বায়ুরোগ, শিরোঘূর্ণন, হৃৎস্পন্দন, মনঃ হুহু করা, অস্থিরতা, বহুভাষণ, ক্রন্দনেচ্ছা, স্মরণশক্তির অল্পতা, শুক্রক্ষীণতা, হস্তপদের জ্বালা ও গাত্রদাহ, অনিদ্রা ও নিদ্রাল্পতা এবং স্বপ্নে বিভীষিকা দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় উৎকট বায়ুরোগ ও তাহার উপদ্রব প্রশমিত হয়, বায়ুপিত্তপ্রধান লোকের পক্ষে শাস্ত্রীয় **নারায়ণ তৈল** মহোপকারক। ইহা দ্বারা বায়ু ও পিত্তজন্য যাবতীয় রোগ নিবারিত হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে—

যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥

মূল্য এক পোয়া ৫৲ পাঁচ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ।৵০ দশ আনা। অর্দ্ধপোয়ার মূল্য ২৷০ আড়াই টাকা।
ডাকমাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা। অর্দ্ধসের মূল্য ১০৲ দশ টাকা।
ডাকমাশুলাদি ৸/০ তের আনা।

প্রাণদা বটিকা

সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগের মহৌষধ।

ইহা সেবনে অন্তর্ব্বলি, মধ্যবলি ও বহির্ব্বলিজাত যাবতীয় অর্শোরোগ ও তজ্জনিত তীব্রবেদনা, জ্বালা এবং রক্ত পূয নির্গম, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে ভারবোধ, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা প্রভৃতি উপদ্রব সকল ত্বরায় নিরাকৃত হয়। এই মহৌষধ সেবনে অতি দীর্ঘকাল সম্ভূত অসাধ্য অর্শঃও যাপ্য থাকে।

এক মাসের ঔষধের মূল্য ৪৲ চারি টাকা।
১৫ দিবসের ঔষধের মূল্য ২৲ দুই টাকা।



সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের ঔষধ।

নেত্রামৃত ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার নেত্রাভিষ্যন্দ অর্থাৎ চক্ষু লাল হওয়া করকর করা, বেদনা বোধ, জল ও পিচুটী পড়া, পাতায় কণ্ডু (চুল্‌কণা) হওয়া, পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া এবং সূর্য্যান্ধতা, রাত্র্যন্ধতা (রাতকাণা) দূরদৃষ্টিহীনতা, ঝাপ্‌সা দেখা প্রভৃতি যাবতীয় দৃষ্টি বৈকৃত্য পীড়া এবং উপসর্গ সমূহ যথা—শিরোবেদনা, মাথাভার, মস্তকের ভিতর অসহ্য যাতনা, ক্ষুধানাশ, অজীর্ণ, জ্বরভাব, শারীরিক অবসাদ প্রভৃতি প্রশমিত এবং চক্ষুঃ স্নিগ্ধ ও শীতল হয়। ইহাতে চক্ষুর জ্বালা যন্ত্রণাদি কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ছানির প্রথম অবস্থা হইতে আমাদের নেত্রামৃত ব্যবহার করিলে ছানির দৃঢ়তা পাতলা হইয়া রোগীকে ক্রমশঃ আরোগ্যপথে অগ্রসর করায় এবং শেষে অস্ত্র সাহায্য বিনা রোগ নির্ম্মূল হয়।

যাঁহাদের চক্ষুঃ মধ্যে মধ্যে লাল হয়, অথবা যাঁহারা আলোকের জ্যোতিঃ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাদের চক্ষুঃ অবিকৃত রাখিতে হইলে নেত্রামৃত ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি করিতে ও চক্ষুঃ স্নিগ্ধ রাখিতে নেত্রামৃতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুলাদি।৵০ আনা।

বালরোগাশনি

বালকদিগের উদরাময়ের ঔষধ।

ইহা সেবনে শিশুদিগের অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং তৎসংক্রান্ত সমুদায় পীড়া, যথা—উদরাধ্মান (পেটফাঁপা) ভস্‌কা ভস্‌কা, তরল বা দম্‌কা ভেদ, আমাশয় প্রভৃতি এবং অহিণ্ডি (এঁড়েলাগা) ও দন্তোদ্গমকালীন যাবতীয় পীড়া বিনষ্ট হয়।

বালরোগাশনি শিশুদিগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহার উপকারিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ।/০ পাঁচ আনা।

তিন শিশির মূল্য ২॥০ টাকা। ডাকমাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

পঞ্চগুণযুক্ত লবণ

ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে গুল্ম, অষ্ঠীলা, প্রত্যষ্ঠীলা, তূণী ও প্রতিতূণী, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি আকৃতিমান্ রোগ সমস্ত অচিরে বিনষ্ট হয়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

তিন শিশির মূল্য ২॥০। ডাঃ মাঃ ।৵০ সাত আনা।



প্রসবান্তে আমাদের এই মহৌষধ "প্রসূতারিষ্ট" সেবন করিলে কখনই সূতিকা রোগ উপস্থিত হইতে পারে না। ইহাতে শীঘ্রই দুর্ব্বল শরীর সবল, হৃষ্ট-পুষ্ট এবং যৌবনশ্রী পুনরাগত, পাচকাগ্নি বর্দ্ধিত, স্তনদুগ্ধ বিশোধিত ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। আমাদের এই প্রসূতারিষ্ট শারীরিক ও মানসিক প্রফুল্লতা বৃদ্ধির, সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ ও শিথিলতা নাশের এবং নাড়ীদোষ নিবারণের অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে স্তন্য বিশোধিত হয় বলিয়া যে সকল শিশু দূষিত স্তনদুগ্ধ পান জন্য দুর্ব্বল বা অজীর্ণাদি পীড়ায় পীড়িত, তাঁহারা বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য এবং স্তনপানে দিন দিন কান্তি ও পুষ্টিসম্পন্ন হইয়া থাকেন।

"প্রসূতারিষ্ট" কিছু দীর্ঘকাল থাকিলে নষ্টবীর্য্য হওয়ায় এবং মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে অধিকাংশ স্থলে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, এজন্য আমরা উহাকে বটিকারূপে প্রস্তুত করিয়া প্রসূতিবান্ধব নাম দিলাম। যিনি যে প্রকার চাহিবেন, তাঁহাকে আমরা তাহাই পাঠাইব। ফলতঃ ইহা প্রসূতারিষ্ট অপেক্ষা গুণে কোন অংশে ন্যূন নহে। প্রসবান্তে প্রসূতিগণের পক্ষে ইহা অমৃত স্বরূপ।

প্রসূতিবান্ধব এক কৌটার মূল্য দুই টাকা। মাশুলাদি ৵৹ তিন আনা।

প্রসূতারিষ্ট এক শিশির মূল্য দুই টাকা। মাশুলাদি ।৷৵৹ নয় আনা

বসন্তমালতী

ব্রণ ও মেচেতার অব্যর্থ মহৌষধ।

এই মনোহর গন্ধযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মেচেতা ও ব্রণ প্রভৃতি মুখমণ্ডলের বিকৃতি-চিহ্ন সকল বিদূরিত হইয়া মুখশ্রী সমুজ্জল, শুকত্বক্ কোমল, দেহের লাবণ্য বর্দ্ধিত এবং বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়। বসন্তমালতী গাত্র ও ঠোঁটফাটা, ছুলি, ঘামাচি, চুলকণা এবং ঘর্ম্মোদ্গমের জন্য শরীরের দুর্গন্ধ প্রভৃতি নিবারণের অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। **বসন্ত মালতী** অতি সুন্দরদ্রব্য। আমরা সাধারণকে ইহা ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করি।

এই শ্রেণীর বিলাতী দ্রব্য অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বদেশজাত দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত আমাদের **বসন্ত মালতী** যে স্নিগ্ধ ও উপাদেয় তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিলাতী স্কিন্ লোশন্ (Skin Lotion.) ব্যবহার করিলে শরীরে যেরূপ উগ্রতা জন্মে, ইহাতে সেরূপ কিছুই হয় না।

বসন্ত মালতী প্রত্যহ ব্যবহার করিলে মুখমণ্ডলের শ্রী ও লাবণ্য বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে শরীর সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। মহিলাগণ ইহা ব্যবহারে অপার আনন্দ ও প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ॥৵০ দশ আনা। ডাকমাশুলাদি পাঁচ আনা।
তিন শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।
ছয় শিশির মূল্য ৩৲ তিন টাকা। ডাকমাশুলাদি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

হিন্দুকুলরবি প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ যোধপুর-প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের বসন্ত-মালতী সম্বন্ধে অভিমত—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ যোধপুরাধিপতি বাহাদুরের পারিবারিক চিকিৎসক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র [illegible] মহোদয় লিখিয়াছেন—

কবিরাজ মহাশয়! আপনার প্রেরিত ঔষধাবলীর মধ্যে শ্রীল শ্রীযুক্ত যোধপুরাধিপতি মহারাধিরাজ বাহাদুর "বসন্ত মালতী" দুইটী নিজে লইয়া ব্যবহার করিতেছেন। বসন্তমালতী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীরের ব্রণ ও মেচেতার পক্ষে বড়ই উপকারী। গন্ধ অতি মনোহর। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বসন্তমালতীর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞানুসারে মহাশয়কে লিখিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া অতি শীঘ্র আরও ছয়শিশি বসন্তমালতী ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বাধকারি বটিকা

সর্ব্বপ্রকার বাঁধকের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

ইহা ব্যবহারে বাধক ও তদুপসর্গ—ঋতুকালে ভয়ানক যন্ত্রণা, কষ্টরজঃ, উরুদেশে, তলপেটে এবং কোমরের বেদনা ও ভারবোধ, মস্তকের কামড়ানি, কাপড়ে দাগলাগা, মাসে দুই তিন বার ঋতু হওয়া বা খারাপ রঙ্গের ঋতুস্রাব হওয়া, ঋতুস্রাব পরিষ্কাররূপে না হওয়া, উদরে গুল্মাকৃতি বোধ হওয়া, মেজাজ খিট্‌খিটে হওয়া, সর্ব্বদা গা বমি বমি করা, অরুচি, নিদ্রাল্পতা, ঝাপ্সা দেখা, মস্তক-ঘূর্ণন, ভারবোধ, শারীরিক দুর্ব্বলতা ও আলস্যভাব, মনের অপ্রসন্নতা প্রভৃতি উপদ্রব দূরীভূত হইয়া মাসে মাসে আল্‌তা বর্ণ বিশুদ্ধ রজঃ যথাসময়ে ও যথাবৎ পরিমাণে বিনাক্লেশে প্রবর্ত্তিত হয়। এই মহৌষধ **বাধকারি বটিকা** সেবনে রজঃ ও জরায়ু বিশুদ্ধ হয় এবং সন্তানোৎপাদিকা শক্তি জন্মে এবং উৎপন্ন সন্তান নীরোগ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ুঃ এবং স্ত্রী সুস্থ, হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিমতী হইয়া থাকেন। ইহা বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদরাদি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

৩০ বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

ডাকমাশুলাদি ৶৹ তিন আনা, ভিঃ পিতে লইতে মোট খরচ ১৷৶৹ আনা।

মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ এবং সুপণ্ডিত জমিদার, ১ম শ্রেণীর অনারারিম্যাজিষ্ট্রেট ও লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় **হরেকৃষ্ণ মজুমদার** বাহাদুর বলেন—

মহাশয়ের বাধকারি বটিকার ন্যায় বাধকের উৎকৃষ্ট ঔষধ আমি দেখি নাই। আমার একটী বন্ধুর স্ত্রী ঐ যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় অতীব কষ্ট ... কোনরূপ চিকিৎসায় সুফল পান নাই কিন্তু আপনাদের বাধকারি বটিকা

সম্বলপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমাচরণ দে ভি, এল, এম, এস, মহোদয় বলেন—

বাধকারি বটিকা আনাইয়া বাধক বেদনার রোগিকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছি।

বর্দ্ধমান বীরশিমূল হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু চৌধুরী মহোদয় বলেন—

বাধকারি বটিকা ব্যবহারে ...

বাসারিষ্ট

সর্ব্বপ্রকার হাঁপানি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ

এই সিদ্ধফলপ্রদ মহৌষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ ও তদুপদ্রব সকল যথা-জ্বর, পার্শ্বশূল, বক্ষঃস্থলে ব্যথা বা ভারবোধ, সপূয কফ বা রক্ত নিষ্ঠীবন, নিশাস্বেদ, অগ্নিমান্দ্য, অধিক ভেদ বা কোষ্ঠবদ্ধতা, হাঁপানি প্রভৃতি ত্বরায় দূরীভূত হয়।

আমাদের "বাসারিষ্ট" হাঁপানি রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ। শ্বাসের টানে যখন প্রাণ বাহির হইতে যায়, সেই সময়ে **এক মাত্রা "বাসারিষ্ট" সেবন করিলেই** বুঝিতে পারা যায় যে, **বাসারিষ্টের মত উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।** বাসারিষ্ট হাঁপানি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত। আমরা শতকরা পঁচানব্বই জন রোগীকে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে দেখিয়াছি।

হতাশ রোগীরা আর রোগের ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হইবেন না। আর নিরাশায় প্রপীড়িত হইবেন না, আর জীবনকে বৃথা ভারজ্ঞান করিবেন না; আমাদের ঔষধ পরীক্ষা করুন; বিনা পরীক্ষায় কোন জিনিসের গুণ জানা যায় না। পরীক্ষা না করিলে, বাসারিষ্টের অদ্ভুত গুণ জানিতে পারিবেন না।

মূল্য প্রতিশিশি ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিতে মোট ১।/০ আনা।

হাইকোর্টের অফিসিয়েটিং জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত **মহেন্দ্রনাথ বসু** বাহাদুর লিখিয়াছেন-

* * আমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ বহুদিবস কাস রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, বলা বাহুল্য, অনেক প্রকার চিকিৎসা করা হইয়াছিল. শেষে আপনাদের চিকিৎসার গুণে এবং কাসরোগের মহৌষধ বাসারিষ্ট ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য

সুবিজ্ঞ ডাক্তার **এ আজিজ** ডিসপেনসারি হাট্টা মিঃ সিঃ, হইতে লিখিয়াছেন—

অতিসন্তোষের সহিত বিজ্ঞপ্তি করিতেছি। যে, আপনার **বাসারিষ্ট** ব্যবহারে আমার কাস বিদূরিত হইয়াছে।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায় আই, এম, ই, মহোদয় লিখিয়াছেন—

আমি কৃচ্ছ্রসাধ্য কাসরোগে এক শিশি

বৃহৎ সুরবল্লী কষায়

সর্ব্বোৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক পুষ্টিকর রসায়ন।

পারদ সেবনে কিংবা উপদংশ বিষে অথবা অন্য কোন কারণে শোণিত বিশেষ রূপে দূষিত হইয়া যদি শরীরে চক্র, মসূর বা ঘামাচির ন্যায় চিহ্ন অথবা কাল কাল দাগ বাহির হয়, কিংবা হস্ত ও পদতলে, মস্তকে ও চিবুকে ঘা হয়, তাহা হইলে আমাদের **বৃহৎ সুরবল্লী কষায়** সেবনে অতি সত্বর এমন কি এক সপ্তাহ মধ্যে ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই ভয়ঙ্কর রক্তদুষ্টিরোগে যাঁহারা আরোগ্য লাভে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বৃহৎ সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করি। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয়ই হতাশ প্রাণে আশার অঙ্কুর সঞ্চারিত হইবে। এবং পুনরায় সাংসারিক সুখ উপভোগের ইচ্ছা বলবতী হইবে। অবশ্যই আমাদের সুরবল্লী কষায়ের সমস্ত গুণই ইহাতে সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান আছে। ইহাতে পারদাদি কোন দূষিত ধাতু নাই।

এক শিশির মূল্য ২৷৹ আড়াই টাকা। ভিঃ পিতে লইলে ৩৵৹ আনা।

বিশুদ্ধ পদ্মমধু।

চক্ষুরোগের মহৌষধ।

সকলেই জানেন যে পদ্মমধু চক্ষুরোগের মহৌষধ। কিন্তু পদ্মমধু কি প্রকার তাহা অনেকেই চিনেন না। অনেকে বিশ্বাস করিয়া সাধারণ মধুকে পদ্মমধু বিবেচনা করিয়া চক্ষুরোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইয়া থাকে; সুতরাং পদ্মমধু ব্যবহারের সময় তাহার গন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যে মধুতে পদ্মের গন্ধ নাই, তাহা পদ্মমধু নহে। আমাদের পদ্মমধু ঘ্রাণ মাত্রেই চিনিতে পারা যায়। সুতরাং প্রতারিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

মূল্য ১ তোলা ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিতে লইলে ১৵৹ টাকা।

ভাস্কর রস

কোষবৃদ্ধি ও দূষিত জলজনিত পীড়ার মহৌষধ।

এই মহৌষধ সেবনে কোষবৃদ্ধি (একশিরা ও কুরণ্ড), গণ্ডমালা, গলগণ্ড ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি দূষিত জলজনিত যাবতীয় পীড়া এবং তদুপসর্গ—জ্বর, আনাহ, অরুচি, টনটনানি কর্ত্তনবৎ পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, পুরুষত্বহানি, স্ফূর্ত্তিহীনতা প্রভৃতি অতি কষ্টদায়ক উপদ্রব সকল নিশ্চয় নিবারিত হয়। ভাস্কর রস ব্যবহার করিলে অস্ত্র দ্বারা "ট্যাপ্" করিয়া জল বাহির করিতে হয় না। ইহার গুণ লোকে যতই শুনিতেছেন, ততই ইহার প্রতিপত্তি ও সমাদর বর্দ্ধিত হইতেছে। নিয়মিতরূপে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া শত শত ব্যক্তির কুলসংক্রামিত পীড়াও একেবারে প্রশমিত হইয়াছে। কোষবৃদ্ধি নিবারণের এরূপ ঔষধ আর নাই।

একমাসের ব্যবহারোপযোগী একপ্রকার তৈল, একপ্রকার বটী ও এক প্রকার চূর্ণের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাকমাশুলাদি ৷৹ আট আনা।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! নিম্নলিখিত ঠিকানায় আর ১৫ দিনের ব্যবহারোপযোগী ভাস্কর রস পাঠাইবেন। ভাস্কর রসে আমার কোষবৃদ্ধির উপকার হইয়াছে। ইতি

শ্রীজহুরিলাল মজুমদার।

পোষ্ট কুলিগুনি (যশোহর)

মান্যবরেষু—

মহাশয়দিগের ঔষধালয় হইতে এক মাসের ভাস্কর রস আনাইয়াছিলাম তাহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ইতি

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর রায়।

পোঃ বড়বাজার ধানাকোড়ারবাসা,

ময়মনসিংহ।

ভীমসেন কর্পূর।

(ছানির মহৌষধ।)

ভীমসেন কর্পূর ব্যবহারে চক্ষুর ছানি ক্রমশঃ পাত্‌লা হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। চক্ষুতে অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাদের ভীমসেন কর্পূর ব্যবহারে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছেন। ভীমসেন কর্পূর অনেক চক্ষুরোগীকে অনিশ্চিতকর অস্ত্র চিকিৎসার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়াছে। যাঁহারা অল্পবয়সে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন, ভীমসেন কর্পূর ব্যবহারে তাঁহারা শীঘ্রই দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবেন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। চশমা ব্যবহার করিবার অগ্রে একবার আমাদের ভীমসেন কর্পূর ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত।

এক তোলার মূল্য ৪৲ টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ৪৶০ টাকা।

মকরধ্বজ রস।

উৎকৃষ্ট রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ।

নিখিলজ্ঞানশালী পূজ্যতম আর্য্য মহর্ষিগণের প্রস্তুত “মকরধ্বজ”-রসের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ যে পৃথিবীর কোন জাতির চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে, এরূপ বোধ হয় না। আর্য্যচিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ মহৌষধ আছে বলিয়া প্রত্যেক হিন্দুসন্তানই গর্ব্ব করিতে পারেন। “মকরধ্বজ রস” সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। জরাজীর্ণ নিতান্ত বৃদ্ধগণও ইহা সেবনে যুবার ন্যায় বল বীর্য্য-যুক্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে ইহার গুণের বিষয় বিস্তর লিখিত আছে।

এক সপ্তাহের মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

ষড়্‌গুণবলিজারিত ও স্বর্ণঘটিত



জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বরোগঘ্ন বলকারক মহৌষধ।

বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত আমরা নিজহস্তে মকরধ্বজ প্রস্তুত
করিয়া থাকি, ইহার গুণ অব্যর্থ ও জগদ্বিখ্যাত ;
উপকারিতায় ইহা অতুলনীয়।

মকরধ্বজ যে সর্ব্বরোগের মহৌষধ, ইহা কোনও ভারতবাসীর অবিদিত নাই। শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যথাযথরূপে প্রস্তুত হইলে **মকরধ্বজের** ন্যায় সর্ব্বরোগঘ্ন বলকারক ঔষধ এজগতে অতি বিরল। অনুপানবিশেষে ব্যবহৃত হইলে ইহা দ্বারা অজীর্ণ, ক্রিমি এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রায় সমস্ত পীড়া, উৎকট ব্যাধির অন্তে বা স্ত্রীগণের প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য এবং জীর্ণ ও জটিল রোগশঙ্কর সকল ত্বরায় নিবারিত হয়।

অতিশয় অধ্যয়ন, কিংবা অপর কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম জন্য ধাতু-দৌর্ব্বল্য, মস্তিষ্কের হীনবলতা, স্মৃতিশক্তির অল্পতা, চক্ষুর জ্যোতিঃহ্রাস ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি এবং শিশুদিগের উৎকাসির ইহা এক অব্যর্থ মহৌষধ। জরাজীর্ণ বৃদ্ধগণও শাস্ত্রোক্ত আমাদের মকরধ্বজ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে সবল ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত মকরধ্বজের ন্যায় অদ্ভুতগুণসম্পন্ন সর্ব্বরোগের ঔষধ জগতের কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। যে সকল ব্যক্তি শরীরকে বহুকাল নীরোগ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে "মকরধ্বজ" ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বর্ণঘটিত **মকরধ্বজ** বিশুদ্ধতা ও রোগনাশকতা শক্তির গুণে জগদ্বিখ্যাত। স্বাধীন নৃপতিবর্গ এবং দেশীয়—ধনী, মানী, রাজা প্রজা সকলেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমাদের মকরধ্বজের বিক্রয়াধিক্যই আমাদের উন্নতির একটী প্রধান কারণ। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদের ইহা বস্তুতই প্রাণরক্ষক।

সাতপুরিয়ার মূল্য ১৲ একটাকা। ভিঃ পিতে লইলে ১।৵০ আনা।

এক তোলার মূল্য চব্বিশ টাকা। ডাকমাশুলাদি ছয় আনা।

এক ভরির মূল্য ৮০৲ টাকা। এক সপ্তাহের মূল্য ৩৲ টাকা



বায়ুরোগর শাস্ত্রীয় তৈল।

মধ্যমনারায়ণ তৈল সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের উৎকৃষ্ট শাস্ত্রীয় মহৌষধ যাঁহারা একাঙ্গহীন হইয়াছেন, যে ব্যক্তি অর্দ্দিত, জিহ্বাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ প্রভৃতি উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত, অথবা যাঁহারা উন্মাদ বা মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত, তাঁহাদের সকলের পক্ষে এই তৈল অমৃততুল্য। বন্ধ্যা রমণী এই তৈল ব্যবহারে সর্ব্বগুণসম্পন্ন বীরোপম পুত্ররত্ন লাভ করেন।

মূল্য একপোয়া ৩৲ তিন টাকা।

ডাকমাশুলাদি নয় আনা।

মহাশঙ্খ বটী।

ইহা অরুচি ও অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ। মন্দাগ্নিত্ব নিবন্ধন অম্লপিত্ত, অম্লশূল প্রভৃতি যে সমস্ত কষ্টসাধ্য রোগ জন্মে, তাহাও ইহা সেবনে নিবারিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

সদ্যোবহ্নিকরী চৈব ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।
ভুক্ত্বাকণ্ঠস্তু তস্যান্তে খাদেচ্চ গুড়িকামিমাম্।
তৎক্ষণাজ্জারয়ত্যাশু সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনী॥

এক সপ্তাহের মূল্য এক টাকা।

।৹ আনা মাশুলে অনেক সপ্তাহের ঔষধ যায়।

মালতী রসায়ন

বহুমূত্র ও মূত্রাতিসারের মহৌষধ।

ইহা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বহুমূত্র, মধুমেহ এবং মূত্রাতিসার ও তদুপসর্গ—হস্তপদাদির জ্বালা, অনিবার্য্য মূত্রবেগ, মুখশোষ, তৃষ্ণা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, হৃৎস্পন্দন, সর্ব্বাঙ্গে পাণ্ডুতা, মুখমণ্ডলের মালিন্য, চক্ষুঃ কোটরপ্রবিষ্ট, হস্ত পদাদির শোথ এবং পুরুষত্বের হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর বলিষ্ঠ এবং হৃষ্টপুষ্ট হয়।

বহুমূত্ররোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য স্বীকার করি, কিন্তু মালতীরসায়নও এই রোগের উপযুক্ত ঔষধ। যেসকল বহুমূত্ররোগী বহুবিধ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের মালতী রসায়ন ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করি। **মালতীরসায়ন** ব্যবহারে শত শত চলচ্ছক্তিরহিত বহুমূত্ররোগী আরোগ্য লাভ করিয়া পরম সুখে নীরোগ শরীরে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

দুই সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার ঔষধ এবং

অর্দ্ধপোয়া তৈলের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ।৷৹ আট আনা। ভিঃ পিতে লইলে মোট পাঁচ টাকা আট আনা।

যোগরাজ তৈল।

আমবাতের মহৌষধ।

ইহা মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বেদনা—পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, কটী প্রভৃতির বেদনা; আঘাতপ্রাপ্তি ও পতিত হওয়ার জন্য বেদনা, মোচড়ান জন্য বেদনা, খুটীনড়া এবং সর্ব্বপ্রকার ফিক্‌বেদনা সত্বর নিবারিত হয়।

যোগরাজ তৈল সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন বাতের সিদ্ধ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা ব্যবহারে গেঁটে বাত শীঘ্র নিবারিত হয়। দুরারোগ্য কৃচ্ছ্রসাধ্য [illegible]প্রকার বাত ইহা ব্যবহারে উপসর্গের সহিত শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

[illegible] টাকা। ভিঃ পিতে লইলে ১।৹ পাঁচ আনা

রোহিতাদি কষায়

যকৃতের মহৌষধ।

ইহা বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে যকৃতের সংবৃদ্ধি, বেদনা, রক্ত হইতে পিত্তহরণ, শক্তির অল্পতা এবং যকৃদ্দোষ, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, কাস, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠরোধ, দৌর্ব্বল্য ও নিদ্রানাশ প্রভৃতি শীঘ্র নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

যাঁহাদের চক্ষুঃ হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে এবং যাঁহাদের শরীর হরিদ্র হইতেছে, তাঁহারা এই মহৌষধ ব্যবহার করিলে অল্প দিবসে নির্দ্দোষরূপ আরোগ্য লাভ করিবেন। ইহা পাণ্ডুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, রোহিতাদি কষায়ের ন্যায় যকৃদ্দোষ নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি ৷৵০ নয় আনা।

শোধিত শিলাজতু

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও প্রমেহের মহৌষধ।

সূর্য্যতাপে বিগলিত হইয়া শিলাজতু পর্ব্বত-গাত্র হইতে নির্য্যাসবৎ নির্গত হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ শিলাজতু আজকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক অর্থব্যয় করিয়া নেপাল হইতে বিশুদ্ধ শিলাজতু সংগ্রহ করিয়াছি। শোধিত শিলাজতু ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, পাথরী, বাত, সর্ব্বপ্রকার রক্তদোষ, বাতরক্ত প্রভৃতি অতি কঠিন রোগ সকল সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়।

এক তোলার মূল্য ১৲ একটাকা।

শিরঃশূলাদ্রি রসায়ন

সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

শিরঃশূলের যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা, যিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পীড়ায় ভুগিয়াছেন, তিনিই বিশেষরূপে অবগত আছেন। সামান্যরূপ মাথা ধরিলে শরীর যেরূপ অবসন্ন, মনঃ যেরূপ উদাস ও যন্ত্রণাময় হয়, তাহা দেখিলেই শিরঃশূলের ভয়ানক কষ্ট অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। এই পীড়ার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেকে কায়মনোবাক্য মৃত্যু কামনা করিয়া থাকেন, অনেকে এমন কি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হন। যাঁহারা এই যন্ত্রণাদায়ক শিরঃশূল পীড়ায় পীড়িত, তাঁহারা আমাদের **শিরঃশূলাদ্রি রসায়ন** ব্যবহার করিলে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিবেন।

ইহা দ্বারা মাথাধরা, মাথাভার, মাথাকামড়ান, ঝন্ঝনানি, দপ্দপানি, গ্রীবা, ভ্রূ ও অক্ষিকূটে শূলানি, আধ্কপালে, শিরোরোগ এবং তদুপসর্গ—বমন, কর্ণে পূয, চক্ষে জলপড়া ও মন্যাগ্রহ (গ্রীবার শিরা টানিয়া ধরা) অনিদ্রা, মস্তকের ভার ও শূন্যতাবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মনের অস্থিরতা, অগ্নিমান্দ্য, পেটভার ও গাত্র বেদনা প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গ ত্বরায় নিবারিত হইয়া থাকে। **শিরঃশূলাদ্রি রসায়ন** ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই পীড়ার উপশম উপলব্ধি হয়।

এক মাসের ব্যবহারের জন্য দুই কৌটা ঔষধ এবং দুই শিশি তৈলের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ভিঃ পিতে লইলে মোট ৫৷৹ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার পূজ্যপাদ [illegible]যুক্ত রায়সাহেব কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [illegible] লিখিয়াছেন—

আপনাদের শিরঃশূলাদ্রি রসায়ন ব্যবহারে হইতে আমার পুত্রটি আরোগ্য লাভ [illegible] ঔষধ।

ময়মনসিংহ বনগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠলাল রায় মহোদয় লিখিয়াছেন—

আপনার প্রেরিত শিরঃশূলাদ্রি রসায়ন ব্যবহারে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে।

শোণিতামৃত।

বাতরক্তের অব্যর্থ মহৌষধ।

বাতরক্ত বা রক্ত খারাপের পীড়া যে অতি ভয়াবহ রোগ, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। ইহা যে কুষ্ঠরোগের প্রসূতি, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। বাতরক্ত পীড়া জানিতে পারিবামাত্র তাহার চিকিৎসা করা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ পীড়ার স্থায়িত্বে উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন কি অধিক দিনের পীড়া হইলে প্রায়ই অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য পীড়া প্রকাশের পর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

মহৌষধ শোণিতামৃত সেবনে সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত অর্থাৎ রক্ত খারাপ রোগ ও তদুপসর্গ যথা—হস্তপদাদির অথবা সার্ব্বাঙ্গিক জ্বালা, শারীরিক ভারবোধ, অঙ্গের অবসাদ, সন্ধি সকলের শৈথিল্য, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ বা বিকৃত চিহ্ন, সূচীবেধবদ্‌বেদনা, আলস্য, অবসন্নতা, শ্রমক্লিষ্টতা, নাসিকা ও কর্ণের স্ফীততা, কোন কারণে শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা ও শীঘ্র আরোগ্য না হওয়া এবং দেহের বিবর্ণতা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা অচিরোৎপন্ন এবং অল্পদোষজাত বাতরক্তে অসাধারণ উপকার করে।

আমাদের শোণিতামৃত সর্ব্বপ্রকার শোণিতদুষ্টিতে অমৃতের ন্যায় উপকার করিয়া থাকে।

এক মাসের ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার ঔষধ এবং দেড় পোয়া তৈলের মূল্য ৮৲ আট টাকা।

শ্বাসান্তক চূর্ণ।

যখন শ্বাস কাসের প্রবল যন্ত্রণায় প্রাণ বহির্গত হইতেছে বোধ হয়, যখন এই রোগের দারুণ কষ্টে জগৎ অন্ধকার এবং শ্বাসাবরোধ হইতেছে অনুমান হয়; যখন যাতনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া রোগী মুহুর্মুহুঃ মৃত্যুকে ডাকিতে থাকেন, সেই সময়েও এই মহৌষধের অল্পমাত্র ধূম গ্রহণ করিলে তৎকালের জন্য হাঁপানির টান বন্ধ হয়। পিঠ সাঁটিয়া ধরা, পেট-ফাঁপা, মূর্চ্ছিতভাব প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রণা ও ক্লেশ দূরীভূত হইয়া যায় এবং শরীর খোলসা ও মনঃ প্রফুল্ল হয়। এই উৎকট পীড়ার জন্য যাঁহারা এক কালে নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা ব্যবহারের পর গভীর নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন। এই মহৌষধ প্রত্যেক শ্বাস (হাঁপানি) কাসরোগীর পূর্ব্বাহ্নে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভিঃ পিতে লইলে ১।৴০ আনা।

শ্রীগোপাল তৈল।

এই তৈল বাত, পিত্ত ও কফোদ্ভূত অশেষবিধ রোগ নাশ করে এবং শুক্র, ওজঃ ও বল বৃদ্ধি করে। বিশেষতঃ ইহা ব্যবহারে বিবিধ বায়ুরোগ ও বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অপস্মার, উন্মাদ ও সর্ব্বপ্রকার শূল প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ সংস্থাপিত হয়, ইহার গুণ শাস্ত্রে বিস্তর বর্ণিত আছে।

এক পোয়ার মূল্য দশ টাকা।

সঞ্জীবন রসায়ন

ধাতুক্ষীণ, শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গের মহৌষধ।

ধ্বজভঙ্গ পুরুষের যেরূপ মনঃপীড়াদায়ক ও লজ্জাজনক পীড়া, এরূপ রোগ আর দ্বিতীয় নাই। পুরুষত্ব বিহীন পুরুষের জীবন বিড়ম্বনাময়। তিনি কি দিবসে কি রাত্রিতে, কি শয়নে ও কার্য্যক্ষেত্রে, সকল সময়েই দুর্ব্বিষহ মনঃকষ্টে প্রপীড়িত। তাঁহার মনঃ সদাই উদাস, হৃদয় শূন্য, স্ত্রী পুত্র পরিবার বেষ্টিত এই স্বর্ণসংসার তাঁহার নিকট অসার ও অকিঞ্চিৎকর। পক্ষান্তরে ক্লীব ব্যক্তি শুরূপ হেয় যে তাঁহার মুখদর্শনকরিলেও পাপ হয় এবং শুভ যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। এরূপ জঘন্য, ও ঘৃণার্হ পীড়া যাহাতে না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে সর্ব্বতো ভাবে চেষ্টা করা উচিত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। **সঞ্জীবন রসায়ন** ব্যবহারে ধাতুক্ষীণতা পীড়া নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং ধ্বজভঙ্গ হইবার আশঙ্কা নিঃসন্দেহরূপে তিরোহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য ও পুরুষত্বের বৃদ্ধি হয়। অপিচ ইহা ধ্বজভঙ্গের মহৌষধ।

প্রথম যৌবন স্বভাবসুলভ দোষে অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্তি অথবা পুরাতন প্রমেহাদি রোগহেতু যে শুক্রতারল্য, দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বের হানি, ইচ্ছাকালে অনুদগম, সঙ্গম-সময়ে শীঘ্র শুক্রক্ষরণ অথবা স্ত্রীলোক দর্শন, স্পর্শন কিংবা স্মরণ মাত্রেই রেতঃপাত প্রভৃতি ব্যাধি—এই ঔষধ সেবনে অচিরে দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা ক্ষুধাবৃদ্ধি, সুনিদ্রা, পুরুষত্ব বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সত্বর বলিষ্ঠ এবং পেশী সমস্ত সতেজ হয়। **ইহা ধাতুক্ষীণ ও ধ্বজভঙ্গের মহৌষধ।** ঔষধ সেবনের তিন চারি দিবসের মধ্যেই রোগী "সঞ্জীবন রসায়নের" প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিতে পারেন। রসায়ন ও বাজীকরণাধিকারে এই মহৌষধ "সঞ্জীবন রসায়নের" ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ অতি বিরল।

একমাস ব্যবহারোপযুক্ত একপ্রকার তৈল, একপ্রকার বটিকা ও এক প্রকার মোদকের মূল্য ৮৲ আট টাকা।

ডাকমাশুলাদি ।৶০ ছয় আনা। ভিঃ পিতে লইলে মোট



দদ্রুরোগের ন্যায় অশান্তিপ্রদ ব্যাধি অতি অল্পই দেখা যায়। এই রোগ আক্রমণ করিলে লোকের লজ্জা-সরম থাকে না; অবিরত চুলকাইতে হয়, রস পড়ে, কাপড় নষ্ট হয়, মনের সর্ব্বদা অশান্তি ঘটায় এবং সুন্দর দেহও কুৎসিত দেখায়। আমাদের এই মহৌষধ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার দদ্রু (দাদ্) দুই এক দিবসের মধ্যেই নিবারিত হইয়া থাকে, একবার প্রশমিত হইলে আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। ইহা ব্যবহারে কোন প্রকার দুর্গন্ধ ও জ্বালা যন্ত্রণা হয় না।

এক শিশির মূল্য ।০ চারি আনা। ডাকমাশুলাদি তিন আনা।

সোমাসব

মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া), অপস্মার (মৃগী) প্রভৃতি রোগের মহৌষধ।

এই মহৌষধ ব্যবহারে যাবতীয় উৎকট বায়ুবিকার যথা মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া), অপস্মার (মৃগী), যোষাপস্মার, অনিদ্রা, উন্মাদ ও চিত্ত-বিকার প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

সোম সব মূর্চ্ছারোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূর্চ্ছার উপক্রমকালে এই খাওয়াইলে আর রোগাক্রমণের ভয় থাকে না।

যাঁহাদের আদৌ নিদ্রা হয় না, তাঁহাদের পক্ষে আমাদের "সোমাসব" উপকারী।

১৲ এক টাকা। ভিঃ পিতে লইলে মোট খরচ ১।৵০

সুরবল্লী কষায়ের উপকারিতা।



সুরবল্লী কষায় পারদের একমাত্র মহৌষধ।

পারদ ব্যবহার করিলে শরীর একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করিলে মল মূত্র ঘর্ম্মাদি দ্বারা শরীর-মধ্যস্থ পারদ শীঘ্র শীঘ্র বহির্গত হইয়া আসে। কয়েকদিন মাত্র সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করিয়া প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নিম্নে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পারদরেণু পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহাদের শরীরে পারদ আছে, তাঁহারা সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করিলে নিজে নিশ্চয় চিরকালের জন্য নীরোগ ও কার্য্যক্ষম থাকিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুরবল্লী কষায় উপদংশের একমাত্র ভরসাস্থল।

উপদংশ (গরমি) বিষ শরীরের অতি ভয়ঙ্কর শত্রু। আমরা অহঙ্কার পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, সুরবল্লী কষায় উপদংশবিষ-নাশের জগতে অদ্বিতীয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঔষধ। সুরবল্লী কষায় সেবনে উপদংশজনিত বাত ও অন্যান্য উপসর্গ প্রশমিত হইয়া থাকে। মাতৃদুগ্ধ যেরূপ শিশুর জীবন রক্ষার প্রধান উপায়, সুরবল্লী কষায়ও সেইরূপ গরমিরোগির রোগমুক্তির স্বাস্থ্য-সংস্থিতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। সুরবল্লী কষায় অমৃততুল্য, ইহাতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ নাই।

সুরবল্লীকষায়ে ঘা ফোড়া চুলকানি আরোগ্য হয়।

দূষিত রক্ত জন্যই ঘা, ফোড়া, চুলকানি প্রভৃতি ব্যাধি হইয়া থাকে। সুরবল্লী কষায় কিছুদিবস ব্যবহার করিলে রক্ত সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয়। যে সকল ব্যক্তি ঘা, ফোড়া, চুলকানি, দদ্রু ও অন্যান্য চর্ম্মরোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা সুরবল্লী ব্যবহার করুন, অতি শীঘ্র ঐ সকল পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইবেন। ... দূর হয়। ইহাতে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে

সুরবল্লী কষায়ে বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

বাতরক্ত পীড়া অতি ভয়ানক। ইহার নামে সকলেই শিহরিয়া উঠেন, কিন্তু আমাদের সুরবল্লী কষায় সেবনে লক্ষ লক্ষ বাতরক্তরোগী আরোগ্য হইয়া পরমসুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

সুরবল্লী কষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্টিকর রসায়ন।

যাঁহারা রুগ্ন, জীর্ণ ও দুর্ব্বল—কিছুতেই শরীর শোধরাইতে পারিতেছেন না এবং মোটা ও তাজা হইতেছেন না, তাঁহারা সুরবল্লী কষায় দিন কতক ব্যবহার করুন, শরীরে স্ফূর্ত্তি পাইবেন এবং শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট হইবেন।

সুরবল্লী কষায় বাতের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।

ইহা ব্যবহারে নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কৃচ্ছ্রসাধ্য বাত পীড়া শীঘ্র নির্দ্দোষরূপে প্রশমিত হয়।

সুরবল্লী কষায়ে বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

ভগবান্ চরক কহিয়াছেন যে "বিশুদ্ধ শোণিত প্রাণিগণকে বল, বর্ণ ও সুখায়ুঃ সমন্বিত করে এবং প্রাণিগণের প্রাণ শোণিতের অনুগমন করিয়া থাকে।"

বিশুদ্ধ শোণিত ব্যতিরেকে শারীরিক বল সংরক্ষিত বা বর্দ্ধিত হওয়া অসম্ভব। শৌর্য্য, বীর্য্য, পুরুষকার প্রভৃতি গুণনিচয় শারীরিক বলের উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। উদ্যমশীলতা, অক্লিষ্টতা, উৎসাহ প্রভৃতি গুণাবলী জগতে যশস্বী হইবার একমাত্র উপায়। সেই সমস্ত সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিতে হইলে অথবা সাংসারিক সুখভোগ সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে হইলে, শারীরিক সামর্থ্যের অর্থাৎ বিশুদ্ধ শোণিতের সংরক্ষণ বড়ই আবশ্যক। ফলতঃ শরীরী মানবের বিশুদ্ধ শোণিত যেরূপ কল্যাণপ্রদ এরূপ আর কিছুই নাই। আমাদের সুরবল্লী কষায় ব্যবহারে শোণিতের সমস্ত অপবিত্রতা বিদূরিত হইয়া রুধির বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া থাকে। রক্তবৃদ্ধির ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সুরবল্লী কষায়ে বর্ণ সমুজ্জ্বল করে।

অমসৃণ ত্বক্ কেবলমাত্র কুরূপতার বৃদ্ধি করে না, গাত্রে দাগবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাধারণের নিকট বিশেষ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত থাকিতে হয়। গায়ে বিস্ফোট থাকিলে গুরুজনের নিকট ও ভদ্রসমাজে যাতায়াত করা বিপজ্জনক

হয়। মনুষ্য-শরীরে শোণিত বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে শরীরের স্বাভাবিক বর্ণও বিকৃত হইয়া থাকে। দুষ্ট শোণিত উত্তমরূপে বিশোধিত হইলেই গাত্রের বিকৃতচিহ্ন বিদূরিত এবং বর্ণ স্বাভাবিক সুন্দর হইয়া থাকে। আমাদের সুরবল্লী কষায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন রক্তপরিষ্কারক ও রসায়ন। ইহা দ্বারা পুরাতন অপরিষ্কৃত শোণিত বিশোধিত হয় এবং প্রত্যহ পরিশোধিত উৎকৃষ্ট নূতন শোণিত দেহে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তজ্জন্য সুরবল্লী কষায় কিছু দিবস ব্যবহারের পর বর্ণ সমুজ্জ্বল, ত্বক্ সুন্দররূপে মসৃণ এবং দেহ প্রভা ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

সুরবল্লী কষায় মানবের পরম বন্ধু।

জীর্ণদেহী চিন্তাক্লিষ্ট ও জীবন্মৃত রক্ত দুষ্ট মানব ইহা কিছুদিন সেবনের পর হইতেই শরীরে সামর্থ্য, দেহে বল, মনে উৎসাহ ও প্রাণে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন এবং জীবনের ভোগ্য বিষয় পুনরায় আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে সমর্থ হন। সুরবল্লী কষায় শরীর হইতে রোগের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া দেয়। যিনি **সুরবল্লী কষায়** ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই ইহার উপকারিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ভারতবাসীর পক্ষে বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী ও উপযোগী।

সুরবল্লী কষায় সর্ব্বঋতুতে ব্যবহার করিতে পারেন।

এই সালসা এইরূপ রাসায়নিক সংযোগবিশেষে প্রস্তুত হইয়াছে যে, সকল সময় সকল অবস্থাতেই বালক, বৃদ্ধ, বনিতা—রোগী, অরোগ সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ইহা সেবন করিতে পারেন। বাঁধা সালসা সেবনে গৃহে আবদ্ধ থাকা প্রভৃতি যেরূপ কষ্টকর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, ইহাতে সেরূপ করিতে হয় না। ইহা খাইতে সুস্বাদু এবং ইহার গন্ধও অতি উত্তম।

সুরবল্লী কষায় সর্ব্বজনবিদিত, রক্তপরিষ্কারক এবং উৎকৃষ্ট পুষ্টিবর্দ্ধক। ইহা বিশুদ্ধ সুরবল্লী অর্থাৎ সালসার সারভাগ হইতে প্রস্তুত। ইহাতে পারদ বা অন্য কোন দূষিত ধাতু নাই। ইহা দ্বারা শোণিত বিশোধিত, শরীর পুষ্ট, মনঃ উল্লসিত ও স্বাস্থ্য পুনঃস্থাপিত হয়।

মূল্য ১৷৷০ টাকা। ডাকমাশুলাদি ।৵০ আনা।

সুরবল্লী কষায় সম্বন্ধে

ডাক্তারগণের অভিমত—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আর, নিউজেণ্ট ফিজিসন, সার্জ্জন এবং একুসার মহোদয় লিখিয়াছেন—

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ কৃত সুরবল্লী কষায় দেহ হইতে উপদংশ ও পারদ বিষ বিদূরিত করিতে অব্যর্থ শক্তিসম্পন্ন।

বঙ্গের সুসন্তান দেশ প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ডাক্তার বি, কে, বসু M. D. I. M. S. মহোদয় লিখিয়াছেন—

আমি "সুরবল্লী কষায়ের" শোণিত শোধকতা গুণের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি, সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার ও পুষ্টির ইহা অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

বিলাতে উপাধিপ্রাপ্ত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত ডি, এন, চট্টোপাধ্যায় B. A. M. B. M. C. [এডিনবরা] মহোদয় লিখিয়াছেন—

"সুরবল্লী কষায়" রক্তপরিষ্কার করে এবং ইহা ব্যবহারে রোগীর শরীরে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। কোনও রোগের পর এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীরে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বঙ্গের উজ্জ্বলতমরত্ন শ্রীযুক্ত কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত M. A. M. D .P. H. D. L. M. S. স্যানিটারি কমিশনার—বেঙ্গল মহোদয় লিখিয়াছেন—

অতি দুরারোগ্য চর্ম্মরোগ ও শারীরিক বিকৃতচিহ্নে এবং পারাদোষে "সুরবল্লী কষায়" ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি।

গৌহাটীর ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার এলেকজাণ্ডার এ ফ্যারমি L. R. C. P. & S. মহোদয় বলেন

সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি পীড়ায় "সুরবল্লী কষায়" ব্যবহারে সন্তোষজনক ফললাভ করা যায়।

শোণিত ও চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রধান ইংরেজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে, এ, ম্যাগিন M. D. L. M. C. L. S. B. M. E. মহোদয় বলেন—

"সুরবল্লী কষায়ের রক্তশোধকতা বিষয় যাহা বর্ণিত আছে তাহা সত্য আমার সন্দেহ নাই।

সোম তৈল।

বায়ুরোগের মহৌষধ।

সোম তৈল যথানিয়মে ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ মূর্চ্ছা অপস্মার (মৃগী) চিত্তবিকার ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ সকল অতি ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহা শরীরের উত্তপ্ত শোণিত শীতল করিয়া শরীরের পোষণ ক্রিয়া বৃদ্ধি করাতে শরীর সবল ও পুষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর পীড়া সকলের আশু প্রতিকার করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বায়ুজন্য যে স্তম্ভিত ভাব, বাক্যরাহিত্য, অধিক বাক্যকথন, মনঃ হুহু করা, আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি ভয়ানক মনোবিকার, অত্যন্ত ক্রোধ, ভুল বকা বা হঠাৎ সক্রোধে চীৎকার, বুদ্ধিভ্রংশ, অনুচিত কথন, হাস্য, ভয় ও হস্তপদাদির কম্পন বা দাহ ইহা দ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়।

যে সকল ব্যক্তির মনঃ অস্থির ও চঞ্চল, সাংসারিক কার্য্যে বা অপর কর্ত্তব্য কার্য্যে যাঁহাদের ইচ্ছা হয় না এবং যাঁহারা মনে সুখ পান না অথবা যাঁহাদের মনঃসন্নিবেশ করিবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে কিংবা সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে এই "সোম তৈল" অতি উৎকৃষ্ট। যে সকল ব্যক্তির ধাতু বায়ু প্রধান, তাঁহারা যথানিয়মে এই তৈল ব্যবহার করিলে সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এক পোয়ার মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

ডাকমাশুলাদি ৷৵০ নয় আনা।

সোমনাথ রস।

মেহরোগাধিকারে "সোমনাথ রস" একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ ও মূত্রদোষ নিবারিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বহুমূত্রঞ্চ সোমকম্।
মূত্রাতিসারমত্যুগ্রং মূত্রাঘাতং সুদারুণম্॥"

এক সপ্তাহ ঔষধের মূল্য ২৲ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ৵০ তিন আনা।

সোমলতারিষ্ট

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবারক ও

স্মরণশক্তি বৃদ্ধিকারক অদ্বিতীয় মহৌষধ।

এই পরম কল্যাণকর সোমলতারিষ্ট যথাবিধি সেবন করিলে শরীরে নূতন রক্তকণিকা সকল উৎপন্ন হয় এবং শরীরের স্নায়ুশক্তি উদ্রিক্ত হইয়া দুর্ব্বল শারীর যন্ত্র সকলকে সবল করে। ইহাতে দেহের পুষ্টি, শুক্রের বৃদ্ধি, স্বপ্নদোষের নাশ, মনের প্রফুল্লতা, উৎসাহের বৃদ্ধি, মস্তিষ্কের বলোপচয়, চক্ষুর জ্যোতিঃ ও স্মরণশক্তির বৃদ্ধি হয়।

অল্পমেধাসম্পন্ন বালকবালিকা ও অধিক অধ্যয়নশীল ছাত্রগণ ইহা দ্বারা অচিরে মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। মস্তিষ্কের বল-বৃদ্ধি করিতে হইলে **সোমলতারিষ্ট** ব্যবহার করা অবশ্যকর্ত্তব্য; অপিচ মেধাশক্তির বৃদ্ধিকরণে ইহার ন্যায় দ্বিতীয় ঔষধ আর জগতে দৃষ্টিগোচর হয় না। জীর্ণ ও জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা ইহা কিছুকাল সেবনে দিন দিন কান্তি ও পুষ্টিসম্পন্ন হয়েন। ইহা [illegible] রোগের মহৌষধ।

যে সকল ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট ও অবসাদযুক্ত মনে করেন এবং যে সকল ব্যক্তির কোন প্রকার কার্য্য করিতে কিছুতেই ইচ্ছা হয় না, যে সকল ব্যক্তি মনে কিছুতেই সুখ ও স্ফূর্ত্তি পান না, আমাদের সোমলতারিষ্ট তাঁহাদের অবশ্য ব্যবহার করা উচিত।

"সোমলতারিষ্ট" [illegible] প্রফুল্লতা শতগুণে বৃদ্ধি করে [illegible] মনের বিষণ্ণতা এবং শারীরিক রোগ-প্রবণতা বিদূরিত করে। **সোমলতারিষ্ট** এই সকলের অমোঘ ঔষধ।

এক শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাকমাশুলাদি ।৶০ নয় আনা।

দুই শিশির মূল্য ৪৲ চারি টাকা। ডাকমাশুলাদি [illegible] এগার আনা।

তিন শিশির মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাকমাশুলাদি ১৲ এক টাকা।

ছয় শিশির মূল্য ১০৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি [illegible]

হিমাংশু বটিকা

সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

আমাদের হিমাংশুবটিকার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের সুন্দর ঔষধ এ জগতে আর নাই! এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কাহাকেও বিফলমনোরথ হইতে হয় না, যাঁহারা শত শত ঔষধ ব্যবহারে মেহপীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এই অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ "হিমাংশুবটিকা" ব্যবহার করুন মেহপীড়া হইতে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবেন—প্রত্যহ শত শত হতাশ মেহরোগী হিমাংশুবটিকার অমোঘফলদাতৃত্বগুণে নিরাময় হইয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

আমাদের হিমাংশু বটিকা—প্রমেহ পীড়ার অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ। মাসকালোৎপন্ন মেহপীড়ায় হিমাংশুবটিকার ফল অব্যর্থ, নূতন মেহপীড়াও ইহা ব্যবহারে শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

এই "হিমাংশু বটিকা" ব্যবহার করিলে সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন প্রমেহ, মূত্রনালির ক্ষত প্রভৃতি ত্বরায় [illegible]িত হয় এবং প্রস্রাবের জ্বালা, মূত্রবেগ, [illegible] কাপা[illegible] [illegible]লাগা, হস্তপদের দাহ, জ্বর, অনিদ্রা, চক্ষুর জ্যোতির্হীনতা, [illegible]কঘূর্ণন, [illegible] [illegible], [illegible]রের অবসাদ এবং মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য ও শূন্যতা প্রভৃতি [illegible] [illegible] উপদ্রব আশু বিদূরিত হইয়া শরীর সবল ও মনঃ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

[illegible] [illegible] [illegible] যে শীঘ্র পীড়ার উপশম হয় যে, ফল দর্শনে রোগী সমধিক আ[illegible] হইয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া হিমাংশু বটিকা ব্যবহার করুন। রোগ শীঘ্র [illegible] [illegible] [illegible]র নিষ্ঠুর [illegible] হইতে অব্যাহতি পাইবেন, সাংসারিক [illegible] করিতে সমর্থ হইবেন এবং শরীরও হৃষ্টপুষ্ট হইবে।

এক কৌটার মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

[illegible] [illegible] ৵০ তিন আনা।

হুতাশন বটী

অগ্নির দুষ্টিই উদরাময় রোগের প্রধান কারণ; সেই অগ্নিদুষ্টি হইতে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ জন্মে এবং সেই বাতাদির প্রকোপেই আমাশয় পক্বাশয় মলাশয় ও গ্রহণী প্রভৃতি সমস্ত কোষ্ঠযন্ত্র [illegible] থাকে। সুতরাং উদরাময় রোগে আহার পরিপাক পায় না এবং আহারের অপরিপাক হেতু, অপিচ আমাশয় পক্বাশয়াদি বিশেষ বিশেষ কোষ্ঠযন্ত্রের বিকৃতি নিবন্ধনই উদরাময় রোগের নানা মূর্ত্তিভেদ হয়।

আমরা উদরাময়ের সন্নিকৃষ্ট কারণ, বিপ্রকৃষ্ট কারণ ও অধিষ্ঠান প্রভৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া হেতুব্যাধি প্রশমক এমন কতকগুলি উপাদানে এই "হুতাশন বটী" নামক মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছি যে, ইহা দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, বাতাদি দোষের প্রশমন ও কোষ্ঠযন্ত্রের বিশুদ্ধি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিপাক পাইবে এবং উপরি উক্ত যে কোন প্রকার উদরাময় উপস্থিত হউক না কেন, নিশ্চয়ই তাহার শান্তি হইবে। অপিচ যাহাদের দিবারাত্রে অধিক বাহ্যে হয়, [illegible] না, হুতাশন বটী তাঁহাদের একমাত্র মহৌষধ। ইহা দ্বারা দিন দিন [illegible] বাঁধা হইতে থাকিবে এবং কোষ্ঠের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হইবে। এই [illegible] হুতাশন বটী সেবনে ক্রমে ক্রমে ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি [illegible] বাড়িবে যে, আকণ্ঠ ভোজন করিলেও তাহা [illegible] হইয়া যাইবে, [illegible] সিত পক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দি[illegible]পুষ্ট ও লাবণ্যবিশিষ্ট হইবেন।

এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। তিন কৌটা ২॥০ [illegible]

সুশ্রুতের বঙ্গানুবাদ।

সুশ্রুতের সরল ও হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ করিলে জ্ঞানী মহোদয়গণও বিশেষ আনন্দিত হইবেন; ইহা সুশ্রুতের বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও টীকা।

মূল্য ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল ।৶৹ আনা।

শার্ঙ্গধর।

ইহা একখানি অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র গ্রন্থ; ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে নিদান এবং চিকিৎসাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় মূল শ্লোক ও প্রাঞ্জল অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৹ টাকা। ডাকমাশুল ৶৹ আনা।

রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ।

প্রসিদ্ধ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাগ্রন্থ, মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ৶৹ আনা।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ।

এতাদৃশ বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ এতাবৎকাল প্রকাশিত [illegible] নাই। ইহাতে প্রত্যেক অধিকারের নিদানভেদে চি[illegible] [illegible] কথিত আছে। ৪র্থ সংস্করণ ১৬০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

মূল্য ৬।৹ টাকা। [illegible] ৸৹ আনা

চক্রদত্ত। (সটীক [illegible]নুবাদ)

যতপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ [illegible]গ্রন্থ আছে, চক্রদত্ত [illegible] শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূল, টীকা ও অনুবা[illegible] মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল [illegible] আনা।

ভাবপ্র[illegible]।

উৎকৃষ্ট সংগ্রহ চিকিৎসা গ্রন্থ। [illegible] সহ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৪৷৹ টাকা, ডা[illegible] আনা।